সন্ন্যাসী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে।

দ্বিপ্রহর রজনী,—জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে চাঁদ মিটী মিটী হাসিতেছে। ক্রীড়াশীল চতুর মেঘ চন্দ্রের প্রফুল্ল হাস্যবদন দেখিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার গায়ের উপর পড়িতেছে, চাঁদ তবুও হাসিতেছে। এ সকল প্রকৃতির ছবি কে দেখিবে? গ্রাম নিস্তব্ধ,—কোলাহল রহিত। ধন্য নিদ্রার মোহিনী শক্তি, কি প্রকারে প্রলোভন দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া গ্রামের সকল জীবজন্তুকে আপন রাজ্যের প্রজা-শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছে; চক্ষু থাকিতে সকলেই দর্শন-শক্তি হইতে বঞ্চিত, কর্ণ থাকিতে সকলেরই শ্রবণশক্তি কার্য্যাক্ষম। সকলেই নীরব, কেবা ছবি দেখিবে, কেবা প্রকৃতির নীরব সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইবে? দেখুক বা না দেখুক, তাহাতে চন্দ্রের কি? নিঃস্বার্থ পরোপকার এ সংসারে চন্দ্রেতেই নিবদ্ধ; নচেৎ আর কে নিস্তব্ধ সময়ে, সকল প্রকার যশ মানের আশা ছাড়িয়া, কোমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে পারে? এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গ্রামের সকলই নিদ্রায় অভিভূত, কিন্তু একটী ঘরে দীপ মৃদু মৃদু ভাবে জ্বলিতেছে; সে ঘরের সমস্ত দ্বারই মুক্ত, চন্দ্রের আলো যদৃচ্ছাক্রমে মুক্ত দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজত্ব করিতেছে। গৃহে দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক, দুইটীই জাগরিতা—একটী কুলবধু, আর একটী সহচরী; এই গভীর নিশীথ সময়ে ইহাঁরা কি করিতেছেন?

দেখিলে মুছাইতে ইচ্ছা হয় কি না, তাহাও এখন জানি না ; পরের দুঃখ দেখিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভিজে কি না, তাহাও অনুভব করিতে পারি না ; কিন্তু এখন যাহা বুঝিতেছি, তাহা নিশ্চয় করিব। সংসারের সকলই ভাসাইয়া দিয়াছি, থাকিয়া কি করিব ? আর আমি আজ যে বেশ পরিলাম,—ইহা এজন্মে আর পরিত্যাগ করিব না ; আমি সকল কথাই সরলভাবে তোমাকে বলিলাম, এক্ষণ আমাকে বিদায় দাও।

সহচরী। কোন্ প্রাণে তোমাকে বিদায় দিব ? বিদায় দিয়া কি লইয়া থাকিব বয়তে ? যতক্ষণ আমার কথার উত্তর না পাইব, ততক্ষণ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না।

কুলবধূ। কেন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছি, তাহা তুমি ত জানই ; যে না জানে তাকে বরং বলিতে পারি, তোমার নিকট বলিব কেন ? এ মনের কোন্ কথা তোমার নিকট গোপন করেছি ?

সহচরী। আমি যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে আর এখানে থাকা উচিত নয় বটে, কিন্তু চল আমরা বাড়ীতে যাই, সেখানে ত আমাদের সকলই আছে। এবেশে কেন যাইবে ? না হয়, আমাকে মনের কথা খুলিয়া বল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই, একাকিনী গৃহে থাকিয়া কি করিব ?

কুলবধূ। তুমি কোথায় যাইবে ? আমি যে পথে চলিয়াছি, সে পথে যাইয়া আজ পর্য্যন্তও কেহ সুখী হইয়াছে শুনি নাই, তুমি আমার সহিত কোথায় যাইবে ?

সহচরী। তবে তুমি চলিয়াছ কেন ? সে পথে যদি এতই কণ্টক থাকে, তাহা হইলে ত নিশ্চয় তোমাকে বিদায় দিব না। তুমি কি করিবে ?

কুলবধূ। আজ আমাকে বাঁধা দিতে পারে, এমন লোক ত দেখি না ;—আমি যে পথে চলিয়াছি, এ পথে হাঁটিলে আমি সুখী হইতে পারিব তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে নিষেধ করিও না।

সহচরী। পাড়ার আর সকলকে ডাকিয়া আনি, তাহারা তোমার এ বেশ দেখিয়া কি বলেন, দেখি।

কুলবধূ। তাহারা কি বলিবেন ? আমার কি কেহ আপন [illegible] আমি কি ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি ?

[illegible]রী। তবে ডাকি ; তবে ডাকি ?

আই ঠিক করেছ, আমাকে কি তুমি তাই ঠিক করেছ?" এই কথা বলিতে বলিতে সেই নির্ভীক রমণী বিদ্যুৎবৎ গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহচরীও 'সেকি?—আমিও যাই,' বলিতে বলিতে ছুটিলেন। নীরব জগতে নিদ্রার ক্রোড় হইতে নয়ন উন্মীলন করিয়া রজনীর এদৃশ্য কেহই দেখিল না; দেখিল কেবল সেই মৃদু হাসি হাসিয়া আকাশের চাঁদ; এ দৃশ্যের সাক্ষী রহিল কেবল সেই স্বার্থপর চন্দ্র, অস্থায়ী চঞ্চল মেঘের আড়াল হইতে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

"দিক হারা পথ ভ্রান্ত পথিক! তুমি কোথায় যাইতেছ? অমাবস্যার রাত্রি, ভীষণ অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন,—এ ভয়ানক স্থান, এ রাত্রিতে এস্থানে মানব তুমি কেন একাকী ভ্রমণ করিতে আসিয়াছ?"

একজন সন্ন্যাসী যোগ সাধন করিবার মানসে অমাবস্যার রাত্রে কোন শ্মশানে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জগৎ নিদ্রায় অভিভূত, নিস্তব্ধ; বায়ু বৃক্ষের পত্রপুঞ্জ ভেদ করিয়া শব্দ করিতে করিতে একদিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছিল। শ্মশানের নিকটে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। সেস্থান হিমালয় পর্ব্বতের অতি সন্নিকট। বায়ু অত্যন্ত শীতল,— সন্ন্যাসীর শরীর বিভূতি আবৃত নহে, শীতে রোমাঞ্চিত। আকাশে নক্ষত্র কেবল সন্ন্যাসীর নয়নকে আকর্ষণ করিতেছিল। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দীর্ঘিকার স্বচ্ছ তরঙ্গায়িত সলিল সহ ক্রীড়া করিতে করিতে ভাসিতেছিল, সেদিকে সন্ন্যাসীর নয়ন একবারও পতিত হইতেছিল না। বৃক্ষের পত্র ভেদ করিয়া বায়ু ধাবমান হওয়াতে যে শব্দ উৎপন্ন হইতেছিল, সেদিকেও মন

ছিল না, কেন ছিল না, তাহা [illegible]
হইয়া আকাশের নক্ষত্র দেখিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন ;—

'মন, সংসারের দুর্গম পথের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইয়াছ,—আপনার অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছ না ? অবলম্বন কি ? ঐ নক্ষত্র কি প্রকার সুন্দর,—কিন্তু অবোধ, অজ্ঞান, বুঝিলাম না, উহার ভিতরে কি আছে ? বুঝিলে কি উহাকেই অবলম্বন করিতে পারিতাম না ? আমাপেক্ষা বিজ্ঞ যিনি, তিনি বলিয়াছেন, উহাতে শ্রেষ্ঠ জীবের বাস আছে ; থাকিতে পারে, কিন্তু আমিত প্রত্যক্ষ কতিতে পারিলাম না ; প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম না যখন, তখন ওকথা বিশ্বাস করিতে পারি না ; যাহা বিশ্বাসের অগম্য তাহা অবলম্বন করিতে পারি না ; তবে নিশ্চয় নক্ষত্র মণ্ডল আমার অবলম্বন নহে। তবে অবলম্বন কি ? আমিই বা কি ? কেন এ পথে আসিলাম ?—কেন বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইলাম ? কেন আমার অবলম্বন পাইলাম না। সংসার ছাড়িয়া পর্ব্বত, আবার পর্ব্বত ছাড়িয়া এই নীরব শ্মশানে আসিয়াছি কেন ? কারণ—সংসারে আমার অবলম্বন নাই ; পর্ব্বতে বিভীষিকাময় প্রলোভন, তাইত একা পথ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি। সংসার অবলম্বন শূন্য ;—সংসার অবলম্বন শূন্য—কেন না সংসারে পবিত্র প্রেমের চিত্র দেখিতে পাই না—সংসারের সকলি চঞ্চল। কেন চঞ্চল, তাহা আমি বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি মন যাহা চায়, তাহা সংসারে মিলে না। সংসারে ভালবাসা আছে,—সে ভালবাসার অর্থ স্বার্থ,—তাইত সব ভাসাইয়া দিয়াছি ; আর আমি লক্ষ্যবিহীন হইয়া ভাসিয়াছি। কোথায় যাইব জানি না, লক্ষ্য কি জানি না, অবলম্বন কি, বুঝি না। শরীরও আমার না, আমিও শরীরের না, এ সংসারে আমার অবলম্বন কি, বুঝি না। যাহা অবলম্বন ছিল, তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। আমি কি বুঝি না, আমার মন কি জানি না ; কেবল জানি আমার অভাব ; সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য এই শ্মশানের আশ্রয় লইয়াছি ; কিন্তু এই শ্মশানের এমন কি শক্তি আছে যে আমার অভাব পূর্ণ করিবে ? এ সংসারের সম্বন্ধ পরিত্যাগের স্থানি,—যিনি শ্মশান সেবক তিনিই মৃত, তাঁহার চিহ্ন ও আর দেখা যায় না। কোথায় মৃত জীব ? সংসারের শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া যায় ; কিন্তু আর সকল ? শরীরই কি জীবের সকল ? বুঝি না, বুঝিতে পারি না। যদি তাই হয়, তবে আর অবলম্বন অন্বেষণ করি কেন ? মরিবার জন্য আসিয়াছি, মরিয়া যাই, অবলম্বনে আর প্রয়োজন কি ? মরিতে যদি

অবলম্বন এবং লক্ষ্য কেবল শ্মশান? কি সুখকর স্থান! কোলাহল বিরহিত,—গম্ভীর, এ স্থানের প্রকৃতি কি মধুর!' এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসী অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই অচেতন অবস্থা যাহা, তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত শেখরে।

সেই সুস্নিগ্ধ অন্ধকারময়ী রজনী যথা সময়ে তিরোহিত হইল। আকাশের সেই উজ্জ্বল তারকাবলী মিট্ মিট্ করিয়া নিবিয়া গেল। নিস্তব্ধ শ্মশানের গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইল। বায়ুর পরাক্রমের সহিত সলিলের তরঙ্গলীলা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল। আকাশের চতুর্দ্দিকে, দেখিতে দেখিতে মেঘ সঞ্চিত হইল। উত্তরে গাঢ় কাল মেঘের ন্যায় গগণভেদী হিমময় পর্ব্বত শোভা পাইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই অচেতন, অবলম্বন শূন্য, ভাবনায় আকুল, সংসারে বীতরাগ সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা লাভ হইল, সন্ন্যাসী উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া বসিয়া দাঁড়াইলেন। মস্তিষ্ক তখনও ঘুর্ণায়মান, হৃদয় তখনও অস্থির, সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন। তারপর কি করিলেন? ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলেন। পর্ব্বতের সন্নিহিত বিস্তৃত অরণ্য যেখানে অত্যন্ত ঘনীভূত,—যেদিকে মনুষ্য ভ্রমেও ভয়ে পদচালন করে না,—যেখানে কেবল বন্য জন্তুগণের আবাস, সেই দিকে চলিলেন, অরণ্য ভেদ করিয়া একাকী উত্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় পুরুষ, অত্যন্ত সাহসী। মনস্বী সঙ্কল্পের বলে ভয়ানক অরণ্য ভেদ করিয়া দুর্গম পর্ব্বতের [illegible]

উপস্থিত হইলেন, সে পথে মনুষ্য কখনও চলে নাই, সে স্থান অত্যন্ত ভীষণ বিভীষিকাময়। কোথাও প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া স্তম্ভ সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থান ক্রমান্বয়ে লম্ব ভাবে ৫০০।৬০০ ফিট আকাশের পানে উঠিয়াছে, কোথাও ঘোর অরণ্য,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল প্রস্তর রাশি ভেদ করিয়া আপন আপন মস্তক গগণে তুলিয়াছে; কোথাও বা পর্ব্বত বিদারিত করিয়া স্বচ্ছ সলিল অবিরত নিম্নে ধাবিত হইতেছে; কোথাও বা গভীর অতলস্পর্শ ক্ষুদ্র গুহা, সেদিকে চাহিলেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, শরীর বিকম্পিত হয়। সেখানে মানবের পদস্খলিত হইলে, কোথায় যে তাহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করাও মানবের ক্ষমতার অতীত। এই প্রকার দুর্গম স্থান সন্ন্যাসীর পাদচারণের পথ, সন্ন্যাসীর ভ্রমণের প্রশস্থ ক্ষেত্র। সুকৌশলে নিমেষ মধ্যে সন্ন্যাসী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর পদ একবারও স্খলিত হইল না;—শরীরভেদ করিয়া একবারও ঘর্ম্ম বহির্গত হইল না;—এই প্রকার দুর্গম স্থান ভেদ করিয়া সন্ন্যাসী কোথায় চলিলেন? লক্ষ্য কি? লক্ষ্য যাহাই হউক, সে লক্ষ্য লাভ সন্ন্যাসীর একান্ত বাঞ্ছনীয়; ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, শরীর ক্লিষ্ট নহে, অবিশ্রান্ত চলিলেন; মধ্যাহ্ণ অতিবাহিত হইল,—বেলা কমিয়া আসিল; সূর্য্যের রশ্মি প্রায়ই সে দুর্গম স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। মেঘ মালাই রশ্মির প্রধান প্রতিবন্ধক; আর যদি বা কখনও মেঘরাশি স্খলিত বা স্থান ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কিম্বা উর্দ্ধে স্থানান্তরিত হয়, তহা হইলেও গগণ বিস্তৃত বৃক্ষ সকলের ঘনীভূত পত্র ভেদ করিয়া রশ্মি আসিতে পারে না। সকালে এবং বেলা অবসান সময়ে উভয় পার্শ্বের আকাশস্পর্শী পর্ব্বত সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে; সন্ন্যাসীর পথ প্রায়ই সূর্য্যের রশ্মি শূন্য। অল্প বেলা থাকিতে সন্ন্যাসী পর্ব্বত চূড়া অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। এক চূড়া অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতেই সম্মুখে আর এক প্রকাণ্ড চূড়া, তারপর আবার চূড়া, এই প্রকার প্রায় ৩০।৪০টী ক্ষুদ্রতম শেখর অতিক্রম করিয়া, একটী বৃহৎ শেখর সন্নিহিত গুহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা অবসান প্রায়। গুহার দ্বারদেশে পাদচারণের শব্দ শ্রবণে গুহা স্বামী চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে, এ স্থানের শান্তি বিনাশকারী হইয়া কে আসিলে?'

স্বামীজী তখন তপশ্চর্য্যা শেষ করিয়া ফল মূল ভক্ষণোদ্দেশে প্রস্তুত হইতেছিলেন। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, আমি।

স্বামী বলিলেন,—"হরিনারায়ণ"? এস বৎস, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই।

সন্ন্যাসী গুরুদেবের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন, তারপর বলিলেন,—দেব! আমি অবলম্বন শূন্য হইয়াছি,—আমার মন অস্থির হইয়াছে, তাই আপনকার নিকটে আসিয়াছি।

স্বামীজী উত্তর করিলেন,—আমি তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি; ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাধীন পদার্থে সুখ অন্বেষণ করিতে যাইয়া, মানব কখনও সুখী হইতে পারে না; কারণ ইন্দ্রিয় চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের অবলম্বনও চঞ্চল, এ সকল বিষয় আজ আমি বিশেষ করিয়া বলিব না, তবে এই মাত্র বলি, ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, সংসার আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, না হইলে মনুষ্যের মন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অস্থির হইয়া পথ ভ্রান্ত হয় ও অগম্য, অস্বাভাবিক পথে যাইয়া উপস্থিত হয়। সংসারের প্রলোভনে জয়ী হওয়া অত্যন্ত কষ্ট, রিপুকে একেবারে বশ করিতে না পারিলে কেহই জয়লাভে সমর্থ হয় না। যাহা সংসার, তাহা চিরকাল সংসার, তাহা চিরকাল চঞ্চল। এ সংসারে অর্থাৎ এই পার্থিব জগতে তাঁহারই অবলম্বন আছে, যিনি ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত ভোগ বিলাস হইতে মনকে ফিরাইয়া, সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থে মন সমর্পণ করিতে পারেন। সংসারের সুখ আর সংসারের শান্তি সকলই নশ্বর শরীরের ন্যায় ক্ষয়শীল ও চঞ্চল; তবে অচঞ্চল, অবিনশ্বর পদার্থ ভিন্ন চির উন্নতিপ্রিয় মনের অবলম্বন আর কে হইবে? তুমি বা কে, আমি বা কে, যদি আমাদের চির উন্নতিশীল আত্মার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি। আত্মা অবয়ব রহিত,—সংসারের অবলম্বন রহিত; মনের বৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়াধীন, চিন্তা সকলের দাস স্বরূপ, আত্মার অবলম্বন এ সংসারের কোন পদার্থ নহে। যাঁহারা মনকে রিপু সকলের উত্তেজিত ভাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, আত্মার কুশলের পানে ধাবমান করিতে পারেন, তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য। মনকে সংসারের নরকে ফেলিয়া দিয়াছ, বৎস, তোমার আত্মা আর কাহাকে অবলম্বন করিবে বল ত? মন আত্মার যন্ত্র স্বরূপ, এই যন্ত্র বিকৃত হইয়া গেলে আত্মা অস্থির হয়, অবলম্বন শূন্য হয়; তোমার মনকে সংসার হইতে টানিয়া আন, আত্মার কল্যাণের প্রতি ধাবিত কর, প্রকৃত অবলম্বী

যাহা, তাহা অনায়াসে লাভ হইবে। নচেৎ মনকে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া কখনও আশা করিও না, আত্মাকে শান্তিতে রাখিতে পারিবে; আত্মার অবলম্বন এক ভিন্ন দুই নহে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, যিনি আত্মার চির উন্নতিশীলতা স্বীকার করেন, তিনিই জানেন, আত্মার অবলম্বন এক। সংসারের পদার্থ শরীর ও ইন্দ্রিয় সংসারের সুখ পাইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মা অবয়ব রহিত এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া কি প্রকারে সংসারে শান্তি পাইবে? যখন আত্মার যন্ত্র মন সংসারের সুখ অন্বেষণ করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধনে রত থাকে, তখনই আত্মা রোগগ্রস্ত হয়; তোমাকেও সেই রোগে অধিকার করিয়াছে; বৎস! আমরা যে সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি, ইহার অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। ভোগ বিলাসের আসক্তি পরিত্যাগ কর, প্রলোভনে জয় লাভ কর, সংসারের সুখ বিসর্জ্জন দেও, আত্মার অবলম্বন আপনিই লাভ হইবে; নচেৎ মনকে সংসারে রাখিয়া কেন চঞ্চলমতি বালকের ন্যায় আত্মার অবলম্বন অন্বেষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হও? রোগ নির্ণয় না হইলে কখনও উপযুক্ত চিকিৎসা হইতে পারে না; আমি তোমার যে রোগ নির্ণয় করিলাম, ইহা কি যথার্থ নহে?

সন্ন্যাসী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, সহসা এক আশ্চর্য্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল; দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী স্বামীজীর পায়ের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! আমি মরিয়াছি, আমি ডুবিয়াছি,—আমার আর উপায় নাই, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।"

স্বামী অবিচলিত ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন; তারপর সন্ন্যাসীর মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,—বৎস! এক্ষণ সুস্থির হও, এক্ষণ সুস্থির হও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উপত্যকা ভূমিতে।

যে পর্ব্বত গুহায় গুণরাম স্বামীর যোগাশ্রম, তাহার উত্তর দিকেই পর্ব্বত ক্রমনিম্ন হইয়া সমতল ভূমি আশ্রয় করিয়াছে; সেই শেখর হইতে সমতল ভূমি ২০ হাজার হাত নিম্নে। সমতল ভূমির এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া প্রবল বেগবতী নদী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে তীরের ন্যায় স্রোত বহমান করিয়া চলিয়া যাইতেছে; ঐ নদীর নাম তৃষ্ণা; ঐ নদীই অন্য একটী নদীর সহিত মিলিত হইয়া জলপাইগুড়ীর পূর্ব্ব সীমায় প্রশস্ত বক্ষ ধারণ করিয়া তৃষ্ণা নামে খ্যাত হইয়াছে। দারজিলিঙ্গের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম সীমায় বড় রঙ্গিত ও ছোট রঙ্গিত নামে দুইটী নদী প্রবাহিত আছে। ছোট রঙ্গিত অপেক্ষা বড় রঙ্গিত অত্যন্ত বেগবতী; বড় রঙ্গিত সিকিম প্রদেশ ভেদ করিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎপত্তি স্থান হিমগিরি; ছোট রঙ্গিত নেপাল এবং দারজিলিঙ্গ সীমার মধ্যভাগের সহস্র সহস্র ঝরণা একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। এই ছোট এবং বড় রঙ্গিত মিশিয়া যে স্থানে এক হৃদয় এবং এক বক্ষ ধারণ করিয়াছে, আমরা সে স্থানেরও অনেক পূর্ব্বদিকের কথা বলিতেছি। সেই উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় ভুটানের সীমান্ত প্রকাণ্ড পর্ব্বত; উত্তরে সিকিম প্রদেশ, পশ্চিমেও সিকিম অধিকৃত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণী। তখনও সে সকল স্থান কুটীল চক্রান্তের মোহিনী শক্তির প্রভাবে ইংরাজ অধীন হয় নাই।

বৃক্ষবেষ্টিত পর্ব্বতের শোভা, গিরি সঙ্কট স্থানের ভয়ানক বিভীষিকা, নির্ঝরিণীর আশ্চর্য্য সুমধুর স্বর, হিমগিরির গগণভেদী শ্বেত মস্তকের রমণীয় মূর্ত্তি, আর উপত্যকা ভূমির মেঘ উৎপত্তি এবং মেঘের অত্যাশ্চর্য্য লীলা ও ক্রীড়া কাহারও লেখনী বর্ণনা করিতে আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই। কবির আশ্চর্য্য লেখনী নিসৃত স্বভাবের যে সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়া এতদিন

মোহিত হইয়াছিলাম, এ নয়ন সমক্ষে যখন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ক্রীড়া করিতে আসিল, তখন ভাবিলাম কোথায় স্বর্গ, আর কোথায় নরক! প্রাকৃতিক শোভা অনেক প্রকার, পর্ব্বত সম্বন্ধীয় সকল প্রকার সৌন্দর্য্য তাহার মধ্যে প্রধান; আবার পর্ব্বত শোভার মধ্যে হিমগিরি সন্নিকটস্থ স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কবির লেখনী আজন্ম যোগ তপস্যা করিলেও এ স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে পারে না। অনন্ত আকাশে মেঘরাশির সহিত যে প্রকাণ্ড বিস্তৃত পর্ব্বত রাশি, বরফ মস্তকে ধারণ করিয়া লীলা খেলা করিতেছে—একখানি মেঘ নামিতেছে, একখানি উঠিতেছে, পর্ব্বতস্থিত বরফরাশি সূর্য্যের রশ্মিতে অল্পে অল্পে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আর সেই স্খলিত বরফরাশি হইতে অনন্ত প্রবাহ সাগর সঙ্গমে যাইতেছে, কাহারও বাধার প্রতি দৃকপাত নাই,—সবল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; আবার সেই স্রোত হইতে অপরাহ্নে শত সহস্র খণ্ড মেঘ নিমেষ মধ্যে উৎপন্ন হইয়া অনন্ত আকাশ পানে ধাবিত হইতেছে; নিমেষ মধ্যে সহস্র সহস্র খণ্ড মেঘের উৎপত্তি, নিমেষ মধ্যে বায়ুভরে তাহাদিগের গগণ স্পর্শ; নিমেষ মধ্যে অনন্ত সাগরে পরিণত, নিমেষ মধ্যে পর্ব্বতের ভীম মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ; এ সকল যিনি দেখিয়াছেন, তাহার নয়ন হইতেই বারি পতিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে; কিন্তু কি সাধ্য মানবের যে সেই সৌন্দর্য্য রাশি মুখে কিম্বা মস্তিষ্কে বহন করিয়া অন্যের নিকট বর্ণন করিয়া কৃতার্থ হইবেন? পর্ব্বতবাসী ভাবুকগণই অনুভব করিতে পারেন, নিমেষ মধ্যে বৃষ্টির উৎপত্তি, নিমেষ মধ্যে সূর্য্যদর্শন আর নিমেষ মধ্যে অকূল সাগর সহবাস কি পদার্থ! কোথায়ও কিছু নাই, আকাশ পরিষ্কার,—চতুর্দ্দিকের পর্ব্বত গগণ স্পর্শ করিয়াছে, চতুর্দ্দিকেই ঝির্ঝরিণীর সুস্বর কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে; চতুর্দ্দিকের পাখীর কলরব একই সময়ে কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিতেছে; চক্ষু কতই কি দেখিতেছে! কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে দর্শক একাকী সমুদ্রে ভাসিতেছেন, কি আশ্চর্য্য দৃশ্য। কোথায় লুকাইল সেই গগণভেদী ভীষণ পর্ব্বত, কোথায় গেল শব্দ, কোথায় গেল কলরব, কোথায় গেল আকাশ, কোথায় গেল আশ্রিত ভূমি, দর্শককে মেঘে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, দর্শক নিমেষ মধ্যে অকুল সমুদ্রে ভাসিলেন। ভাসিলেন, কতক্ষণের নিমিত্ত? হয়ত এক মুহূর্ত্ত পরেই গগণে সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি দীপ্তি পাইতেছে; কোন কোন পর্ব্বতের স্থানে স্থানে রশ্মি, কোথাও অন্ধকার, কোথাও খণ্ড মেঘ, কোথাও আবার

সেই বৃক্ষ সমূহ। বিধাতার লীলা—কোথায় বা গেল সাগর—কোথায় বা গেল অনন্ত বারিপুঞ্জ। এই প্রকারে এক সময়ে যখন দর্শক শোভা দেখিতে নিমগ্ন হন, তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবিয়া যায়; কি সাধ্য তাঁহার যে সেই দৃশ্য বর্ণনা করিয়া কৃতার্থ হইবেন? উপত্যকা মেঘ উৎপত্তির স্থান; আমরা যখন প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে যাই,—তখন বলি, মেঘ সময় পাইয়াছ, লীলা খেলা কর, একবার উৎপন্ন হও, একবার উর্দ্ধে উঠ, আর একবার পতিত হইয়া পৃথিবী বক্ষ শীতল কর; আমরা দেখিয়াই কৃতার্থ হই, একথা আর কাহাকে বলিতে যাইবনা; কারণ কে বুঝিবে? সংসারের সত্য ঘটনাও লোকের নিকট অবিশ্বাসের যোগ্য, তোমার এই লীলা চাতুরী সংসারের লোকের নিকট কি বলিব! যখন পর্ব্বতবাহিনী নির্ঝরিণীতে মৎস্যকে ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন বলি মৎস্য, ক্রীড়া কর, সাগর হইতে এই ৪০০ হাত উপরে আসিয়াছ, ক্রীড়া করিতে, ক্রীড়া কর; আমরা বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই, ভৌতিক নিয়মের পক্ষপাতী অবিশ্বাসীর পাষাণ সদৃশ অহঙ্কারী বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাউক। আমরা যখন উপত্যকায় দাঁড়াইয়া দেখি সেই উত্তরের গগণস্পর্শী ধবল পদার্থ হইতে এক খানির উপর আর একখানি করিয়া বরফরাশি স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, তখন বলি, প্রকৃতির শোভা এ সংসারে তোমরাই সুখী; আমরা অসার সংসারের লোক অপদার্থ হইয়া গেলাম নরকের শোভা দেখিয়া; পবিত্র হইয়া তোমরা এই প্রকারে সাগরে প্রবাহিত হইয়া যাও।

আর অসার কথায় প্রয়োজন নাই; অযথা প্রলাপ বাক্য ব্যয় করিয়া অসম্ভব কীর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টায় ফল কি, পাঠকগণের ধৈর্য্য বিনষ্ট করিয়া লাভ কি? আমরা এক্ষণ সংক্ষেপে সেই প্রকৃত শোভার আধার উপত্যকা ভূমি হইতে আমাদিগের উপন্যাসের অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হই। সেই উপত্যকার এক পার্শ্বে প্রবল স্রোতস্বতী তৃষ্ণার সন্নিকটে একটী ভূটীয়া দেবমন্দির। মন্দিরের ভিতর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সহিত পরেশনাথ প্রভৃতি আরও অনেক দেবমূর্ত্তি বিশেষ বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। মন্দিরের চতুস্পার্শ্বে সহস্র সহস্র দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দিরের পুরোহিতগণ লামানামে খ্যাত। লামা শব্দ তিব্বৎ ভাষায় পুরোহিতের নামান্তর। লামাগণ বিশুদ্ধাচারী—পরম ধার্ম্মিক, অনেক যোগ তপস্যা-ব্রতী, কেহই লামা হইতে পারেন না। পর্ব্বতীয় সকল জাতিরই লামা নাম

ধারণের অধিকার আছে। লামাগণের সন্তান সন্তুতি থাকে না, কারণ অবিবাহিত ভিন্ন কেহই লামা হইবার উপযুক্ত নহে। লামাদিগের কার্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, এবং যোগ তপস্যা। আমরা যে মন্দিরের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ঐ মন্দিরে অনেক গুলি লামা থাকিতেন; তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি ঋষিতুল্য, শ্মশ্রু বিরহিত, চুল পরিপক্ক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংসারের ভোগ বিলাসের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার নির্জ্জীব এবং নিস্তেজ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও এক প্রকার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই মন্দিরের নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে পাহাড়ীদিগের বসতি। এই উপত্যকার পূর্ব্বেই প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী গগণ ভেদ করিয়া আকাশে উঠিয়াছে, এই পর্ব্বত ভূটানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর; ইহার উপরে স্থানে স্থানে ভূটানের সৈন্য থাকিত।

মন্দিরের নিকটেই একটী অপ্রশস্ত পথ; সে পথ কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে, তাহা আমরা এক্ষণ বলিব না। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, এই নিবিড় অরণ্যময় পর্ব্বতশ্রেণীতে এই ক্ষুদ্র সোপনাবলী শোভিত না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসের একাধ্যায় কলঙ্ক রেখার চিহ্ন স্বরূপ হইয়া পৃথিবীকে প্রতারিত করিত না, আর দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও সিকিম রাজ্যে যে কলঙ্কের বোঝা মস্তকে বহন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া এই দূরদেশবাসী নির্জ্জীব শরীরের শীতল রক্ত বিন্দু নিশ্চল ধমনীর মধ্যে উষ্ণতর হইয়া বেগে ধাবিত হইত না। সময়ের আবর্ত্তনের ঘোরতর জঞ্জাল রাশি পরিপূর্ণ ঘটনাচক্র যতদিন কুটীল পথগামী হইয়া চলিবে, ততদিন আমাদের সুখ শান্তির আশা কোন্ অতলস্পর্শ জলধির নিম্নে লুক্কায়িত হইয়া রহিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করাও সীমাবদ্ধ মানববুদ্ধির অসাধ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যশলাল সিংহ ও তাঁহার কন্যা মরীচি।

যশলাল সিংহ সিকিমের সীমান্ত প্রদেশের শান্তিরক্ষক সেনাগণের অধিনায়ক। যশলালের বয়স ৪০ বৎসরের অধিক নহে; শরীর বলিষ্ঠ, সৎসাহসী, পূর্ব্বে তিনি সামান্য তীরধারী সেনার কর্ম্ম করিতেন। ইহার বুদ্ধি, বল এবং সুকৌশলে সিকিম রাজ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত শান্তিতে ছিল। যশলাল সুশিক্ষিত না হইয়াও বুদ্ধি এবং প্রতিভাবলে সিকিম রাজ্য রক্ষার্থ যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, বিদেশীয় লেখনী প্রসূত পক্ষপাতী পঙ্কিল ইতিহাসে তাঁহার বিবর উল্লেখ না থাকিলেও, সন্নিকটস্থ পর্ব্বতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে চিরকাল সে সকল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। আর যদি কখনও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশবাসী,—প্রান্তরবাসী জাতি সকলের সহিত ইহাদের মনের ভাব, সহানুভূতির কৌশলে, বিনিময় হইতে থাকে, তাহা হইলে তখন এই যশলাল সিংহ অনন্তকাল ভারতবাসীর অন্তরে স্বদেশের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ জাগরূক থাকিবেন।

যশলাল সিংহের জন্ম লেপ্‌চা বংশে। পর্ব্বতবাসী জাতি সকলের মধ্যে লেপ্‌চা জাতি সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। কেবল সৌন্দর্য্য বলিয়া নহে, ইহাদিগের স্বভাব বিনম্র ও অমায়িক, হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ; মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। ইহাদিগের জীবনের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব এই যে, কখন ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ দৃষ্ট হয় না। সকলেই যেন এক পরিবার ভুক্ত; সকলেই সকলকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। এই একতার আর একটী সুন্দর প্রকৃতি দৃষ্ট হয়; ইহারা দলবদ্ধ হইয়া অনাহারে মরিয়া গেলেও স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে স্বীকার করে না। অনেকস্থলেই দেখা যায়, যখন আর আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী মিলে না তখন ইহারা আলুর ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষের মূল ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে। বর্ত্তমান সময়ে চার বাগান

প্রভৃতিতে অনেক লোক প্রবেশ করিলেও, যেখানে তাহাদিগের স্বাধীনতার প্রতি একটু কঠোর নিয়ম প্রচলিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে, তখনই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া চাকরী ছাড়িয়া দেয়; সময় সময় স্বাধীনতা অপহারী-গণের প্রতি ইহারা এতদূর ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে, যে যতক্ষণ তাহাদের উষ্ণ রক্ত শীতল মৃত্তিকায় মিশিয়া না যায়, ততক্ষণ তাহারা বিশ্রাম লাভ করে না। লেপ্‌চা জাতির পুরুষ অপেক্ষা রমণীমণ্ডলী বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকার এবং অত্যন্ত সুশ্রী।

পর্ব্বতবাসীজাতি সমূহের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই স্বাধীন, কেহই কাহারও অধীন নহে; ভালবাসাও কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে। যাহার সহিত যাহার প্রণয় জন্মে, সেই তাহাকে বিবাহ করে; এই প্রকার স্বেচ্ছাবিবাহে কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। এই প্রকার বর কন্যার সহিত প্রণয় জন্মিয়াছে, ইহা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কর্ণগোচর হইলেই তাহার বিবাহের আয়োজন করে; আর যদি কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া সেই প্রকার বিবাহে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে বরকন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া একত্রে বাস করে; উহাই তাহাদিগের বিবাহ। বাল্যবিবাহ অসম্মতি বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিধবাবিবাহ ইহাদিগের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে।

যশলাল সিংহের দুইটী কন্যা, দুইটীই সুন্দরী; একটীর বয়স দ্বাবিংশ বৎসর, অন্যটীর বয়স বিংশ বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর নাম সুরুচী, ছোটটীর নাম মরীচি। শৈশব সময় হইতে দুইটী ভগ্নী গলা ধরাধরি করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে খেলা করিয়া বেড়াইতেন; দুইটীরই মন পবিত্র, পাপের অস্পৃর্শ্য, দুইটিই একসঙ্গে মিলিয়া বুদ্ধদেবের মন্দিরে দেব সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। যশলাল সিংহ কন্যাদিগকে বাল্যকাল হইতে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন; এক্ষণ তাহাদিগের স্বভাবের স্বাভাবিক সুন্দর গতিকে বাধা দিতেন না। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মন্দিরের কুমারী শ্রেণীতে কন্যাদিগকে ভুক্ত করিয়া দিলেন।

সেই মন্দিরে একটী লোক লামাদিগের নিকট ধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আসিতেন; তিনি হিন্দি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। লামাগণ তাঁহার নিকট হইতে হিন্দুদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, আর তিনি তাঁহা-দিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মরীচি এবং সুরুচী উভয়েই

মনোযোগ পূর্ব্বক পর্ব্বতবাসী এবং প্রান্তরবাসী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরস্পর বিনিময় ক্রিয়া সন্দর্শন করিতেন।

এই প্রকার ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, মরীচির হিন্দি ভাষা অধ্যয়ন করিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। যে লোকটী লামাদিগকে হিন্দিতে হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষাদিতেন, তিনি একজন সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ; তিনি ৬।৭ বৎসর একাদিক্রমে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতের সংস্কৃত পাঠ ও তাহার হিন্দিতে ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মরীচির উক্ত ভাষাদ্বয় শিক্ষা করিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহার পিতা যশলাল সিংহের নিকট মনের কথা বলিলেন। তাঁহার পিতা কন্যার বিদ্যাশিক্ষার্থ আন্তরিক যত্ন অনুভব করিয়া আহ্লাদ সহকারে লামাগণকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে মরীচির অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। লামাগণ প্রান্তর হইতে আগত পণ্ডিত জীউকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলে, উক্ত পণ্ডিত মরীচিকে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার সুন্দর ছবি।

এক বৎসরের মধ্যে, পণ্ডিতের বিশেষ চেষ্টায় এবং স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে, মরীচি বিশেষ উন্নতি লাভ করিলেন। এক বৎসরের পর হইতেই মরীচি পণ্ডিতের সহিত হিন্দিতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন।

বিজন অরণ্যেও ফুল ফুটে, ভীষণ মরু ভূমিতেও সরসী শোভা পায়। যেখানে কণ্টক, সেখানেও কোমল পদ্ম থাকে, আবার যেখানে বজ্রপাৎ হয়, সেখানেও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। মনুষ্যের অজ্ঞাতসারে জগতে কত প্রকার আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহার গণনা কে করিতে পারে? অরণ্যে কত ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া শুকাইয়া যায়, মনুষ্যে

তার কয়টি গণনা করিয়া রাখিয়াছে? মনুষ্যের চিন্তাশক্তি যেখানে পৌঁছিতে পারে না, মনুষ্য যেখানে বিভীষিকা দেখে, সেখানেও সুখ শান্তি আছে। দিন চলিয়া গেল,—বিজন অরণ্যে ফুল ফুটিল; দিন চলিয়া গেল,—ভীষণ মরুভূমিতে সুন্দর সরসী সৃষ্ট হইল। যেখানে কণ্টক ছিল, সেখানে কোমলতা আসিল। যেখানে কাঠিন্য শোভা পাইত, সেখানে বিনম্রভাব উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইল,—পর্ব্বত পালিতা বনলতা মরীচি, অপ্রেমের কণ্টকযুক্ত রাজ্যে বাসকরিয়াও, প্রেমের কুসুম হৃদয়ে ধারণ করিলেন; মরীচির উজ্জ্বল, ও তীক্ষ্ণ নয়ন শতধারে কোমল চন্দ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রেমের জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল। এ দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইল কে? সেই পর্ব্বত বিহারী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। মরীচির পড়া শুনায় শিথিলতা জন্মিল, পড়িবার সময় একাগ্র মনে সস্নেহ নয়নে পণ্ডিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। পর্ব্বতপালিতা বনলতা প্রেম কি, প্রণয় কি, কিছুই ভাল করিয়া জানে না, বিশেষতঃ লামাগণ অবিবাহিত, সে স্থানে স্ত্রী পুরুষের মিলন অতি অল্প; তবুও পণ্ডিতের পানে চাহিয়া থাকে; মরীচির দেখিতে ভাল লাগিত ঐ একটী পদার্থ;—পণ্ডিতের মুখশ্রী; শুনিতে ভাল লাগিত, ঐ একই স্বর,—পণ্ডিতের মুখ বিনিঃসৃত অমৃতময় সংস্কৃত কবিতা। মরীচির আর পুস্তকে মন নাই, বিমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় উন্নত কর্ণে, সজল নয়নে পণ্ডিতের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; তিনি এই ভাবের তথার্থ মর্ম্ম কি বুঝিতে পারেন নাই; তিনি অনেক প্রকার উপদেশ দিতেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিত না; পুস্তক সম্মুখে খোলা থাকিলেও মরীচি এক পৃষ্ঠাও এক দিনে সমাধা করিতে পারিতেন না, কেবল বলিতেন,—'পণ্ডিত মহাশয়! আপনার কথা শুনিতে আমার বড় ভাল লাগে;—আবার সেই কবিতাটী বলুন। এই প্রকারে সমস্ত দিবস বিরক্ত হইয়া পণ্ডিত অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মরীচি বসিয়া মৃদু মৃদু ভাবে হাসিতে থাকিতেন; সে ছবি দেখিয়া কোন্ পাষণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে? পণ্ডিত উপায় হীন হইয়া চিন্তা করিতেন কি উপায়ে মরীচির এই স্বভাব সংশোধিত হইতে পারে।

কিছুদিন পরে এই প্রথম অধ্যায় শেষ হইল; যাহা ভাল লাগিত তাহা কেবল কল্পনায় এখন মনে ধারণা হইল, এতদিন ভাল লাগিত যাহাকে কেবল বাহ্যিক স্বরে ও সৌন্দর্য্যে, এইক্ষণ তাহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ

করিবার সময় হইয়া আসিল; মরীচি এক্ষণ আর সংস্কৃত কবিতা শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, এখন আর কেবল মুখের প্রতি তাকাইয়াই তৃপ্ত হন না; এখন মনের কথার বিনিময় করিয়া, পরস্পর এক হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। এখন মরীচি কি করেন, কেবল গল্প করিয়াই সময় নষ্ট করিতে ভাল বাসেন। সে গল্প কি প্রকার? পাঠক! পর্ব্বতে উঁকি মারিয়া একবার বিকশিত প্রেমকুসুম দেখিয়া লও। তোমরা অন্ধকার রজনীতে শিব মন্দিরের মৃদু হাসি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছ, তোমরা কুন্দনন্দিনীর অর্দ্ধ পরিস্ফুট প্রণয়ের গীতিতে পরিতোষ লাভ করিয়াছ; তপস্বিনী কপাল কুণ্ডলার সরল কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ, ঠিক কথা; আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। একজনে ভাল বাসিলে অন্য সেই ভালবাসায় নিমেষ মধ্যে আকৃষ্ট হয়, এ চিত্র তোমারা অনেক দেখিয়াছ। উপকারী বন্ধুর প্রতি কোমলমতি রমণীর ভালবাসা কি প্রকারে আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয় তাহা তোমরা দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, এবং মৃণালিনী পড়িয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। এসকল স্বাভাবিক চিত্রে বাস্তবিকই হৃদয় পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। তবে আমরা কি করিব? আমাদের এই অস্বাভাবিক পর্ব্বত কন্দরস্থ লুক্কায়িত পবিত্র প্রেমের অস্ফুট চিত্রের প্রতি তোমরা কি একবার তোমাদের চির পরিতৃপ্ত নয়নকে ফিরাইবে না? যদি তুচ্ছকর, তবে বনলতা নিমেষ মধ্যে ছিন্ন করিয়া ফেলিব।

মরীচি এখন পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন—আপনার কি বিবাহ হইয়াছে? যদি বিবাহ হয়ে থাকে—আর প্রশ্নমুখ হইতে বাহির হয় না। এই প্রকার অর্দ্ধ প্রশ্ন কতবার জিজ্ঞাসা করিয়া মরীচি তিরস্কৃত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পণ্ডিত বলেন,—তোমার সে খবরে কাজ কি, তোমার কাজ অধ্যয়ন, অধ্যয়নে নিযুক্তা থাকিবে।

মরীচি বলেন, আচ্ছা আমি ভালকরে পড়া অভ্যস্থ করিলে কি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন?

পণ্ডিত মহাশয় অগত্যা তাতেই স্বীকার করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বলেন, আজ বলিব না, কল্যকার পাঠ অভ্যস্ত হইলে বলিব। এই প্রকার করিয়া ৫।১৬ দিন চলিয়া গেল, এই অবসরে মরীচি আর একখানি

পুস্তক সমাপ্ত করিলেন, কিন্তু তবুও প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। একদিন পণ্ডিত মহাশয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন,---পণ্ডিত মহাশয়! আপনার পায়ে পড়ি, বলুন, আপনার বিবাহ হয়েছে কি না? আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পণ্ডিত। তোমার প্রয়োজন অধ্যয়ন, অন্য কোন বস্তুতে তোমার প্রয়োজন থাকা উচিত নহে।

মরীচি। পণ্ডিত মহাশয়! আপনার বাড়ীতে আর কে আছেন? আপনি কত বৎসর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন?

পণ্ডিত। এসকল সংবাদে তোমার প্রয়োজন কি? আমরা সন্ন্যাসী, কাহারও নিকটে জীবনের কোন অংশ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না; তুমি আমাকে অযথা প্রত্যহ বিরক্ত করিও না; এই প্রকার করিলে আমি আর তোমাকে পড়াইব না।

মরীচি। আপনি সন্ন্যাসী,—তাত শুনিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, কি করিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায়? আমার ইচ্ছা আমিও আপনার ন্যায় সন্ন্যাসিনী হই; পণ্ডিত মহাশয় বলুন না, কি করিলে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়?

পণ্ডিত। ইহ সংসারের কোন পদার্থে মনকে আসক্ত না রাখিয়া, যিনি জীবের কল্যাণের আকর পরব্রহ্মের প্রতি মনকে ধাবিত করিতে পারেন তিনিই সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসী হওয়া অত্যন্ত কঠোর সাধনা; ইচ্ছা করিলেই সকলে সন্ন্যাসী হইতে পারেন না।

মরীচি। আপনিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, আপনি যদি সন্ন্যাসী হইতে পারিলেন, তবে আমি পারিব না কেন? বলুন না কি করিলে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায়?

পণ্ডিত। আমি তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার ভার পাই নাই; আমি তোমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না; যদি তোমার আর অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ না থাকে, তবে কল্য হইতে আর আমি এখানে আসিব না।

মরীচি। তবে থাক্ আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। আপনি এখানে না আসিলে আমিও আর এখানে থাকিব না।

পণ্ডিত। তুমি কোন স্থানে যাইবে?

মরীচি। আমি সন্ন্যাসিনী হব।

পণ্ডিত। কি প্রকারে সন্ন্যাসিনী হইবে।

মরীচি। আমি আপনার ন্যায় সাজ ধারণ করিব; আর আমার জীবনের কাহিনী কাহাকেও বলিব না।

পণ্ডিত। আমি তোমার পিতার নিকটে এ সকল কথা বলিব; বাস্তবিক তোমাকে এতকরে বুঝাইয়াও যখন তোমার মন ফিরাইতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিতে অক্ষম, এ সকল কথা তোমার পিতার নিকট এবং লামাগণের নিকট বলিব। তুমি আমাকে যে ভাবে বিরক্ত করেছ, এ কথা তাঁহারা শুনিলে নিশ্চয় তোমার প্রতি বিরক্ত হইবেন। তুমি এখনও আমার কথা শুন।

মরীচি। বাবা আমার কি করিবেন? বাবা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তিনি কখনও আমার মতের অন্যথাচরণ করিবেন না। আপনি এদেশীয় আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না বলিয়া এ প্রকার বলিতেছেন; কন্যা উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে; পিতা মাতার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

পণ্ডিত। আমি শুনিয়াছি বিবাহ সম্বন্ধে এই নিয়মই বটে, কিন্তু তুমি তোমার পিতার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, এ কথা শুনিলে তোমার পিতা নিশ্চয় তোমার প্রতি রাগান্বিত হইবেন। আর লামাগণের এই মন্দির হইতে নিশ্চয় তুমি দূরীকৃত হইবে। তুমি আমার এ সকল কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। আমার নিকট শিক্ষা লইয়া তুমি সন্ন্যাসিনী হইলে, আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

মরীচি। আমার কিছুই হইবে না, তাহা নিশ্চয়, তবে আপনার বিপদ ঘটিবারই সম্ভাবনা। আমাকে বলুন,—আপনি বিবাহ করিয়াছেন কি না। নচেৎ পিতার নিকট বলিয়া দিব, আপনিই শিক্ষা দিয়া আমাকে সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন, পিতা তাহা শুনিলে আপনার জীবন ধারণ করা ভার হইবে।

পণ্ডিত। তুমি মিথ্যা কথা বলিবে? তা আমার কখনও বিশ্বাস হয় না। আর যদিই বল, তাতেও আমি ভীত নহি; যদি তোমার মিথ্যা ব্যাখ্যাতে তোমার পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে আর আমি

কি করিব? যখন এ দেহ ধারণ করিয়াছি, তখন নিশ্চয় একদিন মৃত্যু হইবে; আমি মৃত্যুর ভয়ে আমার মতের বিরুদ্ধে কখনই কার্য্য করিতে পারিব না।

মরীচি। আপনিই ত একদিন আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আত্ম-ঘাতী হওয়া মহাপাপ, আজ যদি আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটন করেন, তবে কি আপনার পাপ হইবে না।

পণ্ডিত। তুমি যাই বল না কেন আমার জীবনের কাহিনী কখনও তোমাকে বলিব না। এই কথা বলিয়া পণ্ডিত মরীচির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তার পরদিন হইতে আর মরীচির সহিত পণ্ডিতের সাক্ষাৎ নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অবলার প্রকৃতি।

তার পরদিন, তার পরদিন, তার পরদিন, এই প্রকার দিন আসে আর দিন যায়। মরীচি ইচ্ছাপূর্ব্বক অমৃতের আশায় যে গরল গোপনে চুম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার জ্বালা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হইল। সুরুচী এ সকল কিছুই জানিতেন না, কনিষ্ঠা ভগ্নি বিদ্যাবতী হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কতই সুখ, তিনি দিন রাত্রি দেবমন্দিরের কার্য্যে তৎপর থাকেন। দিন আসে, দিন যায়, পণ্ডিত আর আসেন না; মরীচির মুখ আর প্রফুল্ল হয় না, মরীচির আর কিছুই ভাল লাগে না।

ভগিনীর দুঃখ, ভগিনীর অসহ্য যন্ত্রণা আগে ভগিনীই অনুভব করিতে পারিলেন। ভগিনীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা ভগিনীই জানে। পুরু-ষকে ভালবাসা, পবিত্র প্রেম প্রভৃতি কোন বৃত্তির পরিচালনার জন্য অন্যকে ভালবাসা, এ সকল মানব চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ সাধনা হইলেও,

সেই দেবমন্দিরবাসিনী ভগিনীগণের শিক্ষার নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য। মরীচি এই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতেন না, তিনি সকলকেই হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। পণ্ডিত এ সকলই জানিতেন, জানিয়া তিনি সতর্ক হইলেন, তিনি জ্ঞানী; অবোধ যুবতী মরীচিও এ সকল জানিতেন, কিন্তু তিনি মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বৃত্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন, দেবমন্দিরের প্রধান শিক্ষা আত্ম সংযমে অক্ষমা হইলেন। সুরুচী ভগিনীর মনের ভাব উত্তমরূপেই বুঝিলেন, চারি পাঁচ দিন পরে মরীচিও কোন কথা ভগিনীর নিকট গোপনে রাখিলেন না। সুরুচীর মনে আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু তিনি এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য ভগিনীকে কোন প্রকার তিরস্কার করিলেন না। আর কি করিলেন? এই সকল পবিত্র চিত্র যাহাতে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে পারেন, তজ্জন্য একান্ত মনোযোগী হইলেন। কারণ মন্দিরের কঠোর নিয়ম ভালবাসার বিরোধী। এ সকল কথা মন্দিরবাসী স্ত্রী পুরুষ এবং মরীচির পিতা মাতা গুরুজন সকলের নিকটেই গোপনে রহিল।

মরীচির রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে যাইয়া সুরুচীর দেবসেবা কমিয়া গেল, মন্দিরের কার্য্য করিতে তাদৃশ সময় পাইতেন না। মন্দির-বাসী সাধকগণ মরীচির পীড়ার সংবাদ শুনিয়া সুরুচীর এ ত্রুটী প্রসন্ন মনে মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। সুরুচী ভগিনীকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন কোন প্রকারে মরীচিকে অন্য মনস্ক করিতে পারিলেই রোগ প্রতিকার হইবে।

মরীচি জ্যেষ্ঠা ভগ্নির সহিত প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে পরিতৃপ্তা হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে মনের জ্বালা ক্রমে ক্রমে আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কোন একটী ভাল ফুল দেখিলে কিম্বা কোন একটী ভাল পক্ষীর গান শুনিলে তাহার মনে হইত, আজ পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া এই সুখ ভোগ করিলে কত হর্ষ বৃদ্ধি হইত। অতুল শোভার ভাণ্ডার পর্ব্বত শ্রেণীগাথা মেঘরাশি দর্শন করিলে শকুন্তলা ও কাদম্বরীর জীবনের এক অধ্যায় তাহার মনে পড়িত। বিচিত্র শোভন-কারী বৃক্ষতলা বেষ্টিত শীতল স্থানে গমন করিলে তাহার মনে, স্বামীর পরিত্যক্তা, সরলমতি সীতার কথা মনে হইত। এই সকল কথা মনে হইলে তাহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িত।

সমস্ত দিন এই প্রকার ভাবে পর্ব্বত শেখরে, পর্ব্বত গুহায়, অরণ্যে, কাননে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন।

একদিন পর্ব্বত শেখরে ভ্রমণ করিতে করিতে মরীচি বলিলেন,—আচ্ছা দিদি, তুমিত আমাকে প্রত্যহ কত প্রকার উপদেশ দেও, বলত, সুন্দর প্রস্ফুটিত ফুল দেখিলে, তুমি অহা আগ্রহ সহকারে ছিড়িয়া আনিতে যাও কেন?

সুরুচী। ফুল দেখিলে বড় লামা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, তাঁর জন্য ফুল তুলি।

মরীচি। তাঁহার সন্তোষের জন্য তুমি এত লালায়িত হও কেন?

সুরুচী। তাঁহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন।

মরীচি। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কি আমি উপকার পাই নাই, তবে তাঁহাকে ভালবাসা কি আমার উচিত নহে? তিনিও ত আমাকে ভালবাসেন।

সুরুচী। তাহাকে ত তুমি ভাল বাসিয়াই থাক, ভাল বাসিতে নিষেধ করে কে? তবে যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহা করা উচিত নহে। আমি ফুলকে যে প্রকার ভাবে ভালবাসি, আমি আমার বড় লামাকে যে প্রকার ভালবাসি, তুমিও সেই প্রকার ভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে ভালবাস। তবে অবৈধ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমরা পর্ব্বত বাসিনী, আমরা বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রণালীকে ঘৃণা করিয়া থাকি; তুমি বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাও, তজ্জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিয়া থাকি।

মরীচি। তুমি এই মাত্র বলিলে ফুল পাইলে বড় লামা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং বড় লামার নিকট হইতে তুমি অনেক উপকার পাইয়াছ বলিয়া তুমি ফুল তোল; বাস্তবিক বড় লামাকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন ফুল তোলাতে তোমার আর কোন উপকার নাই। আমিও ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি, তবে তিনি যাহা ভাল বাসেন আমি তাহা করিব, তাতে তুমি আপত্তি কর কেন?

সুরুচী। তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের মনতুষ্ট্যর্থে কি করিতে চাও? ফুল তুলিবে? তা যতপার তোল না কেন?

মরীচি। তিনি ফুল তোলাকে পাপকার্য্য বলেন; তিনি বলেন বৃক্ষের সৌন্দর্য্য যাহারা অপহরণ করে, তাহারা যারপর নাই পাষণ্ডী; তিনি ফুলে সন্তুষ্ট হন না।

সুরুচী। তবে তুমি কি করিতে চাও?

মরীচি। আমিও তাঁহার ন্যায় বেশ ধরিব।

সুরুচী। তাতে কি তিনি সন্তুষ্ট হইবেন?

মরীচি। বোধ হয় হইবেন। আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে এ সংসারে কেনা সুখী হয়?

সুরুচী। তুমি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? এমন কথা বলিও না, বাবা শুনিলে তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না।

মরীচির মুখ মলিন হইল, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, দিদি! কাল যে দুইটী সাহেব মন্দিরে আসিয়াছিল, উহারা বেশ; দেখিলে বোধ হয় উহারা দেবতার ন্যায়; উহাদিগকে আমার ভালবাসিতে ইচ্ছা করে।

সুরুচী। উহারা ম্লেচ্ছজাতি, উহাদিগের মুখ দেখিলেও আমাদিগের ধর্ম্ম লোপ হয়, তুই কেমন করে বলিলি, উহাদিগকে তোর ভালবাসিতে ইচ্ছা করে?

মরীচি। তুমি যাহাই বল, বিদেশীয় লোকের প্রতি তুমি গালাগালি বর্ষণ করিও না; বিদেশীয় লোক দেখিলেই আমার ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। উহাদিগের মনের ভাব জানিতে পারিলে আমি কত সুখী হই! আমার ইচ্ছা করে, আমি উহাদিগের সহিত যাই।

সুরুচী। তুই হলি কি? যা মুখে আসে, তাই বলছিস্, একটুও লজ্জাবোধ হয় না! তুই আজ যা যা বল্লি এ সকলই বাবার নিকট বলে দেব। ম্লেচ্ছ জাতি আমাদিগের পরম শত্রু, বাবা বলেছেন এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহারা গোলমাল করিয়া এই অঞ্চলের সর্ব্বস্ব অপহরণের চেষ্টায় আছে; তুই কেমন করে ইহাদের সহিত যাইতে চাহিলি? ইহারা বনের পশু অপেক্ষাও ঘৃণিত জাতি; বাবা আরো বলেছেন, ইহারা যে রাজ্যে গমন করিয়াছে, সেই রাজ্যেরই পূর্ব্বশ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আমি তোর এ সকল কথা বাবাকে বলে দেব।

মরীচি মৃদুমৃদু ভাবে হাসিলেন, তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমি বাবাকে বলে দিও, তিনি আমাকে বিলক্ষণ জানেন।

সমস্ত দিবস এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলিয়া দুইটী ভগ্নী আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রলোভন ও মানবের মন।

বাতাস পাইলে নির্ম্মল, বীচিমালা শূন্য, পরিপাটী নদীবক্ষ আন্দোলিত হয়, আহ্লাদে হউক আর নিরানন্দেই হউক, আপনার ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া আপনিই নৃত্য করিয়া উঠে। আবার অন্তস্থলে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিরাশি বাতাস পাইলে স্বীয় তেজের মহিমায় মাতিয়া উঠে, একটী শিখা হইতে শত শিখা উৎপন্ন হইয়া নিমেষমধ্যে মহা অগ্নিকাণ্ড সৃজন করিয়া থাকে। ভৌতিক জগতের এই সকল অপরিহার্য্য নিয়মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া মানবের ক্ষমতার অতীত। কত নৌকাপথযাত্রী আকাশ পরিস্কার দেখিয়া, বায়ুর গতি স্থির দেখিয়া আশার বলে নদীতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়াই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, কে তাহার গণনা করিয়া রাখিয়াছে? আবার কত পল্লীগ্রম, দৈনিক জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের ব্যবহার্য্য দ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করিতে যাইয়া যে মহা অগ্নিকাণ্ড উৎপাদন করিয়া নিমেষ মধ্যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাও গণনা করা সাধ্যাতীত। ভৌতিক কাণ্ডের অদ্ভুত লীলা চাতুর্য্য চিরকাল আপন কৌশলপূর্ণ ক্রীড়ায় মত্ত থাকিবে,—মানবের কোন প্রকার বল প্রয়োগেই সে সকল স্থগিত হইবার নহে। মনুষ্যের মন ও নদীবক্ষ, মনুষ্যের মনও আন্দোলনের বস্তু। মনুষ্যের মনও যতই নির্ব্বাণোন্মুখ হউক না, সুপবনে ইহা হইতেও প্রজ্বলিত শিখা বাহির হয়। মানব মন দর্পণের ন্যায় চঞ্চল শোভার প্রতিকৃতির ভাণ্ডার কি না, তাহা আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব না।

চঞ্চল ভালবাসার প্রতিরূপ স্থায়িরূপে মানব মনে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে কি না, সে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই, তবে এই মাত্র জানি; মানব যতই জ্ঞানী হউন না কেন, যতই চিন্তাশীল হউন না কেন, কাননের সৌন্দর্য্য দেখিলে তাহার মনে যে চঞ্চল সুখের অভ্যুদয় হয়, তাহা তিনি আপন ক্ষমতায় সকলের বসিয়া ভোগ করিতে পারেন না। নদী-জলে অবগাহন করিয়া দুইটী রমণী ক্রীড়া করিতেছেন, একবার ডুবিতেছেন, আবার ভাসিতেছেন, ফুল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, দুইটীই সাঁতার দিয়া ফুল ধরিতে যাইতেছেন, সন্তরণোৎপন্ন তরঙ্গাঘাতে ফুল অভিমান সহকারে আরো দূরে সরিয়া যাইতেছে, রমণীগণ ক্লান্ত হইয়া ফিরিলেন, এ চিত্র দেখিলে সকলের মনেই ভাবান্তর উপস্থিত হয়; সেই ভাবান্তরের রূপান্তর থাকিতে পারে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু যাহার মনে অস্থায়ী বিমল আনন্দ নিস্বার্থ ভাবে উদিত হয়, তাহার মনের সেই আহ্লাদের সুখ সে দৃশ্য না দেখিলে কখনই হইত না। কিম্বা অন্য কথায় বলিতে হইলে, আমরা যাহা বলিব তাহা এই,—প্রলোভনে মন বিচলিত হইতে পারে। প্রলো-ভন হইতে দূরগত মানবের মন যে বিচলিত হইবার নহে, তাহা আমরা বলি না; কিন্তু যে কখনও প্রলোভন দেখে নাই তাহার মন বিচলিত হয় না; তবে যদি বল, সে সংসারের সুখ দুঃখেরও ধার ধারে না, সে স্বতন্ত্র কথা। নদীতে তরঙ্গের লীলা চাতুর্য্য কখনও শোভা না পাইলে নদীর এত আদর হইত কি না, তাহা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা বাল শোভা সৌন্দর্য্য দেখিলে মানবের মন পরিবর্ত্তিত হয়; বাতাস পাইলে নদীবক্ষ ক্রীড়া করে। আমরা বলি মানবের মনে দর্পণের স্বচ্ছগুণের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমরা বলি মানব যতই ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হউন না কেন, সংসারের বৃত্তির শোভা সৌন্দর্য্যে, প্রেম ও প্রণয়ে, তাহার মনেও শোভা সৌন্দর্য্য, প্রেম ও প্রণয় প্রতিফলিত করে। কিন্তু এ সকল যদি বিঘ্নকারী হয় তবে মানবকে কে রক্ষা করে? মাঝী যদি পটু হয়, মানবের জ্ঞান ও বিবেক যদি বলযুক্ত থাকে, সারবান থাকে, তবে সহস্র তরঙ্গ কাটিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে প্রকার বিবেক সম্ভবে না। মাঝীর দোষে এই ভবনদীর তুফানে অনেক নৌকা আরোহিসমেত অতল পাপ সলিলে নিমগ্ন হইয়া চিরকালের তরে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। আবার অন্যদিকে মাঝীর গুণে ঐ এক

নদীতেই শত সহস্র নৌকা একই সময়ে তরঙ্গ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমরা যাহা বুঝাইবার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াছি তাহা বোধ হয় সহজ হইয়া আসিয়াছে,—নদীতে বাতাসে তরঙ্গ খেলে, সংসারের প্রলোভনে মানবকে বিচলিত করে। নচেৎ সিংহাসনের সুখের অধিকারী মানব সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভনে ভুলিয়া বিষপাত্র চুম্বন করিত না। নচেৎ ক্লিওপেট্রা এ সংসারের অবশের বোঝা মস্তকে বহন করিতেন না, নগেন্দ্র নাথ সোণার সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ করিতেন না; ওস্মান বিষম যাতনায় পুড়িয়া মরিত না; ফষ্টর কলঙ্কের ডালি বহন করিয়া ইংরাজকুলের অগৌরব হইত না। এ সকল চিত্র পাপের চিত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে এ সকল অস্বাভাবিক ক্রিয়া। সুকৌশলী বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য বিকশিত ভাবরাশিকে পরীক্ষা করিয়া পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণ করাও সহজ কথা নহে। তজ্জন্যই সময় সময় এক জনের পাপ অন্যের নিকট পুণ্য, একজনের পুণ্য অপরের নিকট পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। সময় চক্রের আবর্ত্তনে প্রতিনিয়ত ঘটনার রেখা অঙ্কিত করিয়া এই বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডকে জ্ঞানে পূর্ণ করিতেছে; কিন্তু কে নিশ্চয় রূপে, কি বাহ্য জগত কি অন্তর জগত, ইহার ভিতরের কোন অংশ তন্ন তন্ন করিয়া চিরস্থায়ীরূপে কোন একটা ঘটনাকে পাপ পুণ্য নির্দ্ধারণ করিয়া যাইতে পারেন?

পণ্ডিত মহাশয় ইচ্ছাপূর্ব্বক মরীচির সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন, কিন্তু মনে নানাপ্রকার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি আপনাকে যতই জ্ঞানী মনে করুন না কেন, তিনি যে সম্যক প্রকারে মরীচির মন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল কি না তাহা আমরা জানি না; তবে ইহা জানি আন্দোলিত হইলেও ডুবিবার লোক পণ্ডিত নহেন। তাঁহার বিবেক মাঝী সুচতুর, তাঁহার জ্ঞান সুমার্জ্জিত। সংসারী ধার্ম্মিক আর সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রভেদ এই, সংসারী ধার্ম্মিক সংসারে থাকিয়া স্বীয়বলে প্রলোভনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করাকে মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসী প্রলোভনকে বিষময় জানিয়া দেখিবামাত্র তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসীর মন দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াই

আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যেখানে তাঁহারা প্রলোভনের পদার্থ দেখিতে পান কিম্বা দেখিতে পাইবেন, তাহার সন্ধান বুঝিতে পারেন, সেই স্থান হইতেই তাঁহারা পলায়ন করেন, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী মানব যে সকল সময়ে বিষ আর অমৃত চিনিয়া লইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়, তজ্জন্যই অনেক সময় সন্ন্যাসিগণ অনেক নীতিপূর্ণ উপদেশরাশি যাহাতে নিবদ্ধ তাহাকেও পাপের প্রলোভন মনে করিয়া, আপনাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন।

পণ্ডিত মনে মনে চিন্তা করিলেন, মরীচির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি, কিন্তু গোপনে এই প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আরো ভাবিলেন যশলাল সিংহকে এ সকল কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তিনি কন্যাদিগকে দেব মন্দিরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন; তাঁহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আরো ভাবিলেন মরীচি আমাকে বলিয়াছিল "আপনি যদি আমার কথার উত্তর না দেন, তবে বাবাকে বলিয়া দিব, আপনিই আমাকে ভুলাইয়া আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়াছেন।" এই কথা শুনিলে মরীচির পিতা ক্রোধে অন্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হইলেই বা আমার কি, আমি সন্ন্যাসী, তিনি আমার কি করিবেন? আমার মন যদি ঠিক থাকে তবে মনুষ্যের ভয় করিব কেন? আর আমার মন যদি অস্থির হইয়া থাকে, তবে মনুষ্যের ভয় না থাকিলেই বা আমার আত্মরক্ষার উপায় কি?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু রক্তিম হইল, অনেকক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; অনেক ভাবিলেন, অনেক বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, তারপর যশলাল সিংহের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারের গুটিকত মনের কথা।

হে বৃটীশ দেব! আমরা সংসারের স্থানচ্যুত দুঃখী, দরিদ্র, বিষণ্ণ মনে দুঃখের কাহিনী বলিয়া দুটী চারিটী পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিন কাটাই, তোমরা আমাদের প্রতি এত ক্রোধ প্রকাশ কর কেন? তোমরা উচ্চ জীব, উনবিংশ শতাব্দী তোমাদেরই সুখ সমৃদ্ধি ও গৌরবের সেতু হইয়া আসিয়াছে। তোমরা পৃথিবীর গৌরব, সুতরাং আমাদেরও গৌরবের স্থল; আমরা ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়া নানা উপচারে তোমাদিগের পূজা অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা ধর্ম্মকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখিয়াছি; দেখ, পৃথিবীতে এক সময়ে নানা দেবতার মন রক্ষা করা যায় না বলিয়া আমরা তোমাদের স্তুতি, তোমাদের পূজার প্রণালী, তোমাদের সন্তোষবৃদ্ধির উপায়, তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছি। কলেজ বল, স্কুল বল, সর্ব্বত্রই তোমাদিগের স্তুতিগান শিক্ষার স্থান। দেখ, চতুষ্পাঠী সকল ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, দেখ সামান্য পাঠশালায়ও আজ কাল তোমাদের স্তুতি বিদ্যা অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা কোটী কোটী স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ একত্র হইয়া, ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া, হে কলির দেব! তোমাদিগের উপাসনায় যোগ দিয়াছি, তোমাদিগের সেবায় সময় কাটাইয়া কৃতার্থ মনে করিতেছি। দেখ, তোমরা আমাদিগের নিকট বাইবেল আনিয়া কোনও কার্য্য করিতে পার নাই; আমরা এক সময়ে কতটী ধর্ম্ম মানিব? আমরা, হে শ্বেতাঙ্গ দেব! তোমাদের উপাসক, তোমাদের সেবক, তোমাদের দাস; আমরা যিশুখৃষ্টকে

---

* সন্ন্যাসী প্রণয়নের সময় যন্ত্রসম্বন্ধীয় আইন প্রচারিত হয়, সেই সময়ে গ্রন্থকারের লেখনী একেবারে নিশ্চল হইয়া যায়। এই পরিচ্ছেদ গ্রন্থকারের সেই সময়ের হৃদয়ের ভাব প্রকাশক।

দিয়া কি করিব? তোমরা আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে যে সুখ বিতরণ করিয়া থাক, অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত শত সহস্র যিশুও কি তাহা বিধান করিতে পারে? তাই দেখ বাইবেলকে আমরা তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, তাই দেখ কমটকে আমরা হৃদয়ে কত আহ্লাদে ধারণ করিয়াছি, তাই দেখ মিলকে কত ভালবাসিতে শিখিয়াছি; কেন বল ত? অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতে যাইলে, পাছে তোমাদের সেবার ক্রটী হয়, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বজীবের মূলাধার ব্রহ্মাণ্ডের স্বামীকেও, দেখ, আমরা হৃদয়ে স্থান দেই নাই। আজ করযোড়ে, হে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর! ধনে, মানে, বলে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে এই ভূমণ্ডলে অতুল কলির দেব, আমরা করযোড়ে এই বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা আমাদের প্রতি এত অসন্তুষ্ট হইয়াছ কেন? বল, ভারতের আশা ভরসা, কোন্ অপরাধে ভারত তোমাদের চরণে অপরাধী। বল, কোন্ পাপের দণ্ড দিবার জন্য তোমরা এই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? আমাদের আর উপায় নাই, তাই আমরা তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। আমরা ঈশ্বরকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়াছি, দেখ আমাদের হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে। আমাদের আর উপায় নাই, দেখ ধন, জন, বল, বীর্য্য সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমাদের দর্শন আমাদের হৃদয় তৃপ্তিকর, তোমাদের বিজ্ঞান আমাদের মঙ্গলের সেতু, তোমাদের কাব্য আমাদের উপদেষ্টা, তোমাদের রাজনীতি আমাদের শিক্ষাগুরু; দেখ দেব, আমাদের আর কি আছে? ভৌমিক ভারত দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইও না, ভয়ে কাঁপিয়া যাইও না। উত্তরদিকে ঐ যে দুর্ভেদ্য অটল হিমাদ্রি শেখর, হিমের ডালি মস্তকে বহন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখ, উহার প্রাণ নাই, উহার বক্ষ বিদারণ করিয়া তোমাদেরই সেবার আয়োজন করিয়া দিতেছে; ঐ হিমালয় এখন তোমাদেরই উপাসক হইয়াছে। দারজিলিং, সিমলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আর কোন দিকে প্রনাণ গ্রহণ করিতে যাইও না; দেব, দুঃখে তোমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, ঐ হিমালয় এখন তোমাদেরই যশ ঘোষণা করে, কিন্তু নেপাল আর ভুটানে ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া কেবল অশ্রু বরিষণ করিতেছে। ভয় কি দেব; ভৌমিক ভারতের সকলই-ত তোমাদের সেবা করে। ঐ দেখ, পূর্ব্ব পশ্চিমে উপসাগরদ্বয় তোমাদিগেরই পাদ ধৌত করিয়া দেয় তোমাদিগকেই ভারতে লইয়া

আইসে, আবার তোমাদিগকে ভারতের রত্ন বাছিয়া দেয়। বলত, উহারা এত উদার না হইলে তোমাদের কি উপায় হইত? হায়! ভৌমিক ভারত এত উপাসনা করিয়াও তোমাদের মন পাইল না!!

দেব! স্থির হও, চঞ্চল হইও না। ঐ দেখ সিন্দুনদী, যে স্থানের নাম লইলে মৃত জীব বল পায়, প্রাণ পায়; এখন কেবল তোমাদেরই স্তুতি করে। কই, দেখত সিন্দুর তীরবর্ত্তী লোকের শোণিত কি আর উষ্ণ হয়? গুইকুমারের অপরাধের দণ্ডবিধান করিবার ছলনে কেশে ধরিয়া উঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইলে, কই, ঐ নদী ত একবার ও তাহার আশ্রিত তনয়দিগকে ডাকিয়া বলিল না; কই, চিরদিন আশ্রিত হইয়াও একবারও ত উহার সলিল উচ্ছলিত হইয়া গুইকুমারের জন্য অশ্রু ফেলিল না! দেব! ভীত হও কেন? সিন্দুনদী এখন তোমাদেরই উপাসক; গুইকুমার এখন তোমাদেরই গোলাম; হলকার এখন তোমাদেরই পদসেবক!

আবার দেখ সরযূ, যার তীরে একদিন কত কাণ্ড সমাধা হইয়া গিয়াছে, যার কূলে একসময়ে কত গৌরব জন্মিয়াছে, এখন দেখ সে সকল স্বপ্ন হইয়াছে, এখন সে সকল কবির কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; সরযূ এখন একবারও এ সকল সত্যযুগের কাহিনী বলিয়া তোমাদের উপাসকদিগকে উত্তেজিত করে না। সরযূ এখন তোমাদেরই।

ঐ যে পতিতপাবনী গঙ্গা, দেখ, ইহাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবার সময়ে ভগীরথের কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, কত সাধনার পর ইনি ভারতকে উদ্ধার করিতে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন; দেখ, আর ইহার পতিতপাবনী নামের মহিমা নাই, ভারতকুল আর ইহার তটে বসিয়া বাল্মীকের নাম করে না, আর ইহার তটশালিনী অট্টালিকা রাজিতে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মযাজকজন বেদ পাঠ করে না; এখন ঐ মৃদু কলকল ধ্বনি, এখন ঐ সুস্নিগ্ধ সলিল, এখন ঐ সকলই তোমাদের; তোমাদের সুবিধা, সুখ সমৃদ্ধিই এখন ইহার একমাত্র কামনা হইয়াছে। ভয় কি দেব! ভৌমিক ভারতের চিত্র দেখিয়া ভয় পাও কেন? ঐ যে যমুনা, যার নাম স্মরণ করিলে, এই দুঃখ যন্ত্রণায় দগ্ধপ্রায় চিত্তও আবার উৎসাহে মাতিয়া উঠে, হায়! কি বলিব; যমুনাও বিশ্বাসঘাতিনী! তোমরা ত এ সকল বিলক্ষণ বুঝিতেছ; গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী সকলই তোমাদের। ঐ বিন্ধ্যাচল তোমাদের; ঐ পঞ্জাব, ঐ সিন্ধু তোমাদের;

সকলই তোমাদের; আমাদের আর কি আছে? পূর্ব্বের গৌরব, যাহা শুনিয়াছিলে, সে সকল এখন কল্পনা, সে সকল এখন স্বপ্ন। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির, ভীম, কর্ণ, অর্জ্জুন কি আর আমাদের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলে? রামচন্দ্র কি আর স্বদেশবৎসলভাব এই মৃত জীবনে উদ্দীপন করিতে আইসে? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা কি ভারত-ললনাগণের মনে সাধ্বীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়? কণিক, চানক্য, শ্রীকৃষ্ণ আর কি আমাদিগকে রাজ-নীতি শিক্ষা দিতে আসে? কপিল, শঙ্করাচার্য্য কি আর দর্শন লইয়া আমাদিগের জ্ঞান বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে? চরক, অত্রি, শুশ্রুত প্রভৃতি কি আর বিজ্ঞানের ছলনায় আমাদিগকে ছলনা করিতে আসে? বাপুদেব, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য ও ব্রহ্মগুপ্ত কি জ্যোতিষ এবং অঙ্কবিদ্যা লইয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করে? নানক, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য কি আর আমাদের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয়? ব্যাস, বাল্মীক, ভবভূতি আর কালিদাস কি আর কাব্যের পাত্র হাতে করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে আগমন করে? দেব, সকলই নীরব, আমরা তোমাদের উপাসক, আমরা তোমাদের আচার-প্রণালীর দাস, আমাদের কণ্ঠ তোমাদের ভাষা প্রচার করে, হস্ত তোমাদের রাজ্যের মঙ্গল দিবারাত্রি ঘোষণা করে, ঈশ্বরই জানেন, অন্তর কেবল অহরহঃ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া যায়! কেন যায়? এত করিয়াও তোমাদের মন পাইলাম না, এত সাধনা করিয়াও তোমাদিগের সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে পারিলাম না। দেখ অন্তরে আগুন জ্বলে, এ তোমাদেরই নিষ্ঠুর ব্যবহারে; আমাদের সকল দুঃখ, সকল মনস্তাপ, সকল আশা, সকল ভরসা যদি কেবল ক্রন্দন করিয়াই আমরা শেষ করিতে বাসনা করি, তবে তাহাও তোমরা দিবে না; আমরা সকল আশা ছাড়িয়া দিয়াছি, (উনবিংশ শতাব্দীর পতিতপাবন) দোহাই তোমাদের, দোহাই তোমাদের—আমাদিগের ক্রন্দনের বেগ থামাইতে যাইও না, আমাদিগকে অন্তরে মারিও না। আমরা তোমাদেরই ক্ষীণ দেহধারী, মলিন ভারতবাসী আজ কাতর হৃদয়ে একবাক্যে প্রার্থনা করি, আমাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিও না।

দেখ দেব! আমরা কি অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়াছি? ফরাসীদিগকে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া তোমরাই ১৮৭২ সালের অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলে, তারপর তোমরাই সেই অনল আবার নির্ব্বাণ করিলে, ফরাসী-

দিগকে আশা দিয়াও সাহায্য করিলে না; সিডন সমরে তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া আপনি পৃথিবীর উচ্চ আসন গ্রহণ করিলে! সুলতান তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই রুসিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কিন্তু সময়ে সকলই আশা-মরীচিকা হইয়া গেল; তোমরা একতিলও সুলতানের সাহায্য করিলে না; প্লেভনাতে তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। দেখ, তোমরা মধ্য হইতে সাইপ্রস্ লাভে সমর্থ হইলে। এ সকল দেব-চরিত্রের সৌন্দর্য্য, দেবচরিত্রেই শোভা পায়। আমরা এ সকল দেব-ভাবের অধিকারী আজও হই নাই, রাজনীতি তোমাদের জন্যই শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধূর্ত্ততা মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছে। আমরা সামান্য মানব, আমরা দেবপ্রকৃতি লাভে কি প্রকারে সমর্থ হইব? আমাদের অঙ্গে অঙ্গে মিল নাই, হৃদয়ে সাহস নাই, দুর্ব্বল মানব আমরা, প্রলোভনের দাস, বিলাসের অধীন, আমরা দেবপ্রকৃতি লাভে অসমর্থ। দেখ, আমাদিগকে অবিশ্বাস কর কেন? সিপাহিযুদ্ধে আমরাই তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছি, নচেৎ ঐ সোণার প্রতিমা ত জলে ডুবিয়া যাইত। নেপালের সাহায্য না পাইলে, আমরা ত আর তোমাদের সুন্দর মূরতি দেখিতে পাইতাম না। কত বলিব, শিকযুদ্ধ মনে কর, আফগান্ যুদ্ধ মনে কর, ব্রহ্মযুদ্ধ মনে কর, সিপাহিযুদ্ধ মনে কর, নেপালের যুদ্ধ ভুলিও না, বল ত দেব, কবে আমরা তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি? আমরা প্রবঞ্চনা জানি না, আজ আমরা অভক্ত হইলেও, আজ আমরা দেবতার মন না পাইলেও, এক দিন আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া এ জগতে বিখ্যাত ছিলাম, আমরা প্রবঞ্চনা, ছলনা, বঞ্চনা জানি না।

আবার দেখ আমাদের অন্তর কেমন সুন্দর কোমল প্রকৃতিতে গঠিত; আমরা তোমাদিগের বিরুদ্ধে কত কথা শুনি, আবার সকলই ভুলিয়া যাই। কোন দূর দেশের দাসত্ব উঠাইয়া দিবার জন্য তোমরা একবার যুদ্ধ করিয়াছিলে, সেই যুদ্ধের ব্যয় ভার আমরা বহন করিয়াছিলাম, সে কষ্ট আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, স্বর্গে (?) কোথায় কোথায় নাকি কত শোভা সৌন্দর্য্য সৃজিত করিয়াছ, সে সকল ব্যয় আমরা উদরে অন্ন না দিয়া দিয়াছি, আজ আর সে সকল মনে নাই। অকলাণ্ডের সময়ে যে প্রকার প্রবঞ্চনা করিয়া সিকিম রাজার নিকট হইতে দারজিলিং কাড়িয়া লইয়াছিলে, তাহা আমরা শুনিয়াই ভুলিয়া গিয়াছি। ডেল হাউসির রাজত্ব হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত তোমরা যে প্রভুত ক্ষমতা নিচয়ের অলো-

কিক লীলা খেলিয়াছিলে, সে সকলই মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছি। ভূটানের সহিত সন্ধি করিবার ছলনা করিয়া বিজনীর রাজাকে যে প্রকারে পথের ভিখারী করিয়াছ তাহা দেখিয়াও যেন দেখি নাই। আরো ভুলিয়াছি কত! বারাণসী মহাশ্মশানে একদিন সে সকল রাজাদিগকে বন্দী করিয়া কষ্ট দিয়াছিলে, সে সকল, দেখ দেব! আর মনে রাখি নাই। আমীর খাঁর ন্যায় যে সকল হতভাগ্যকে ভারতভূমি হইতে বিনা অপরাধে চিরজীবনের তরে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তাহাও ভুলিয়াছি। ভুলিয়াছি আরো কত! দলীপ সিংহের জননীর অন্যায় নির্ব্বাসন ভুলিয়াছি। ঝান্সির রাণীর দুর্দ্দশা ভুলিয়াছি, চিলেনওয়ালার সমর ভুলিয়াছি, মুলতান যুদ্ধের কারণ ভুলিয়াছি, অযোধ্যা, নাগপুর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশের দুর্দ্দশার বিষয় সকলই ভুলিয়াছি। আরো ভুলিয়াছি দেব—বলিতে আজ শরীর শিহরিয়া উঠে, মৃত জীবনে রক্ত সঞ্চার হয়,—ভুলিয়াছি মলহাররাও গুইকুমারের দুর্দ্দশা। এখন সকলই ভুলিয়া গিয়াছি, আশা ভরসা, ভাবী পরিণাম আর কিছুই গণনা করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের কাশ্মীর, আমাদের বরদা, আমাদের ইন্দোর, আমাদের হাইদ্রাবাদ, আমাদের কুচবেহার, আমাদের সিকিম, আমাদের ভূটান, এখন সকলই তোমাদের, সকল অম্লান বদনে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি; সকল ভুলিয়া গিয়াছি;—রাখিয়াছি কি? কেবল অশ্রুজল! ইহার দ্বারও তোমরা রুদ্ধ করিতে বসিয়াছ, ইহাও আজ আমরা সহ্য করিতে বসিয়াছি।

আমাদের কি অপরাধ দেব, বল। আমরা স্বদেশের প্রতি অকৃতজ্ঞ, আমরা মাতৃভূমির বক্ষে কুঠারাঘাত করিয়াছি, সকল স্মৃতি ইহার বক্ষ হইতে প্রক্ষালিত করিয়াছি বলিয়া কি তোমরা আমাদিগকে প্রতারক ঠিক করিয়াছ? আমরা দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসা শিল্প প্রভৃতি ছাড়িয়া তোমাদিগের মসি-যুদ্ধে জীবনকে নিযুক্ত করিয়াছি বলিয়া কি আমাদিগকে কাপুরুষ মনে করিয়াছ? দেশীয় আচার ব্যবহার সকল ভুলিয়া তোমাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া কি আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ? দেশের ভাষা, দেশের অলঙ্কার, দেশের বীর্য্য, দেশের সাহস, দেশের নীতি সকলই ভুলিয়াছি, ইহাতে যদি তোমরা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া এই প্রকার শাসন আনয়ন করিয়া থাক, তবে আমরা নিরুপায়, তবে আমরা

নিশ্চয় বুঝিলাম আমাদিগের আর কোথাও সুখ নাই। আমরা হাহাকার ধ্বনি করি, তোমরা শুনিয়া সুখী হও।

আমরা তোমাদের অনুকরণ করি, তাহাতে তোমরা বিরক্ত হইয়াছ, এমন ত বোধ হয় না; কারণ তাহাতে ত তোমাদেরই লাভ। তবে কি অপরাধ আমাদের? অপরাধ আছে,—আমরা মুখে অনেক কথা বলি, কার্য্যে কিছুই করি না, দেশকে নিদ্রা হইতে জাগাইতে যাই, কিন্তু ঘরের লোককে ঘুমাইতে দেখিয়া যাই; আমরা পরের অশ্রু মুছাইতে অগ্রসর হই, কিন্তু আত্মীয় বান্ধবের অশ্রু মুছাই না। আমরা বিদেশীর মনতুষ্টার্থ সকলই পরিত্যাগ করি, কত অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু স্বদেশীর জন্য কিছুই করি না। আমরা অন্যদেশের সহিত একতা করিতে যাই, কিন্তু ঘরে ভাই ভাই কাটা কাটী করিয়া মরি। এসকল আমাদের অপরাধ আছে, দেব, তোমাদের দেব প্রকৃতি, তোমরা আমাদের এই সকল ভাব দেখিয়া রাগান্বিত হইতে পার বটে। কিন্তু এ সকল কি উপায়ে দূর করিব? উপায় বলিয়া দেও, দেব, মুখ বন্ধ করিও না? মনের কথা বলিতে দেও। আমাদের আরো অপরাধ আছে,—আমরা জ্ঞান অনুসন্ধান না করিয়াই জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। আমাদের মধ্যে দশটী লোক যদি প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তোমরা এই প্রকার দণ্ড বিধান করিতে না, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি। ভারতের বিশকোটী লোকের মধ্যে এক কোটীও যদি জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগকে এত অপরাধী মনে করিতে না, তাহা আমরা বুঝিয়াছি; কি করিব দেব, অধীন সেবক আমরা, জ্ঞানহীন, বলহীন, মূর্খ, একতাবিহীন, আমাদিগকে ক্ষমা কর।

আমরা ছাই, ভস্ম, কত কি বলি, বলিয়া মনের ক্ষোভ মিটাই। সভায় বক্তৃতা আমাদের ক্রন্দন, আমরা আর কিছুই জানি না; কার্য্যাক্ষম হইয়াছি, নচেৎ কে কাঁদিয়া বেড়াইত? খবরের কাগজে আমাদের হৃদয়ের দুঃখ, পুস্তকে আমাদের বিবের যন্ত্রণা, এসকল পরস্পর পরস্পরের নিকট বলিলে একটু জ্বালা কমিয়া যায়, তাই বলি; তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের ভীত হইবার কারণ নাই। দেখ না দেব, আমরা সামান্য তরণী চালাইতেও অক্ষম; দেখ না দেব, আমরা সামান্য সমাজ তরণী খানিকেও ভাল পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারি না। তোমরা ত সকলই দেখিতেছ,

ভারতের কত যাত্রী বলে বৈধব্য যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছে, কত অশ্রুপাত দিন রাত্রি পড়িয়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে? দেখ না দেব, কত যুবতী কৌলিন্য প্রথার অনুগামিনী হইয়া বিষণ্ণ বদনে রহিয়াছে; দেখ না দেব, কত বালিকা অসময়ে পুত্রশোকে কাতরা হইয়া দিন যামিনী যাপন করিতেছে! আমরা সামান্য তরণী ভাল পথে চালাইতে পারি না; কল্পনায় বিভীষিকা দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া যাই, যেখানে কোন ভয় নাই, সেখানেও চড়ার ভয়, দস্যুর ভয় করিয়া কত যাত্রীকে অসময়ে ডুবাইয়া দেই। তোমরা কলির দেবতা, সভ্যতার সোপান, তোমরা কি না জান! দুর্ভিক্ষ হাহাকারে ভারত বিকম্পিত, কত সন্তান, কত যাত্রী অসময়ে মরিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা তরী চালাইতে পারি না। সামান্য সমাজ তরণী বাহিতে আমাদিগের এত কষ্ট, বল ত, আমরা কি প্রকারে রাজনীতির জাহাজ চালাইব? তোমরা ত সকলই বুঝিতে পার! তবে যদি কোন মূর্খ যাত্রী বৃথা চিৎকার করে, সে ত তাহার রোদন ধ্বনি, তোমরা দেবতা, তোমাদের তাহাতে দয়া হয় না? তবে যদি আমাদের ন্যায় দুই চারিজন মূর্খ, জ্ঞানহীন ক্রন্দনের ধ্বনি গগণে উঠায়, তবে তাহা শ্রবণে তোমাদের কৃপার ভাব মনে হয় না? আমরা কাঁদিতে জানি তাই কাঁদি, আর কি? একবার কাঁদিয়াই ভুলিয়া যাই! দোহাই দেব, আমাদিগকে কাঁদিতে দেও, মুখ বন্ধ করিও না, মুখ বন্ধ করিও না। দেব! দণ্ড বিধানের ত আর তোমাদের ত্রুটী নাই, তোমরা উপযুক্ত দেবতা। বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ গোণ্ডা আইন প্রসব করিয়া তোমরা আমাদিগের হাড় জ্বালাতন করিয়াছ. তাহাতে কোন কথা বলি নাই। রাজসূয় যজ্ঞ হইতে এপর্য্যন্ত তোমরা যে সকল দণ্ড বিধান করিয়া ভারতের অস্থি মজ্জা ভেদ করিয়াছ সে সকলি অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছি; একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই। কর আদায় করিতেছ, কর, কোন কথা বলিব না। আমাদিগের পৃষ্টে পা রাখিয়া যদি তোমরা সুখী হও, তবে বল, আমরা পৃষ্ট পাতিয়া দেই; আমরা উপাসক, ক্ষমতা-বিহীন, যাহা বলিবে তাহাই করিতে সম্মত আছি! কিন্তু একটী পারিব না, এই লেখনীকে নিরস্ত করিতে পারিব না। এই দগ্ধ মুখকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিব না। আন্দামানকেও সুখে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি, তবুও জীবন থাকিতে হৃদয়ের বেগ বাহির না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা সকল সহ্য করিতে পারি, সকল

সহ্য করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের বর্ত্তমান শাসনী দণ্ড আর সহ্য করিতে পারি না; দোহাই দেব, রক্ষা কর।

ভয় কি তোমাদের দেব! তোমাদের রাজত্ব কে লইবে? উনবিংশ শতাব্দী তোমাদেরই, কে আর ভারতের সিংহাসনে বসিবে! এ কলঙ্কের সিংহাসন আর কে লইবে, ইহা তোমাদেরই; ভয় কি দেব? ইটালী আর ভারতবর্ষ এক নহে;—আয়রলাণ্ড আর হিন্দুস্থান এক নহে। ভয় কি দেব! ইটালীর ম্যাট্‌সিনি ভারতে নাই, ভয় কি দেব! জর্ম্মানির বিসমার্ক ভারতে নাই, ভয় কি দেব! গ্যারিবল্‌ডির ন্যায় বীরের উত্থান ভারতে অসম্ভব, ভয় কি তোমাদের! হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দখল করিয়াছ; এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, যাহা আর কেহই পারে নাই, তাহা সংস্থাপন করিয়াছ; এক্ষণ শান্তিতে রাজ্য ভোগ কর। যদি তোমরা আপনারা বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাক, তবে আমাদের কথা বিশ্বাস কর, উনবিংশ শতাব্দীতে আর কাহারও সিংহাসন ভারতে স্থান পাইবে না। ভয় কি দেব! তোমরা দেবতা, আমরা মানব; তোমরা কৌশলী, আমরা শান্ত জীব; আমাদিগের আশঙ্কা কি? তবে যদি কখনও এমন সময় আগমন করে যে ম্যাট্‌সিনির ন্যায় ক্ষণজন্ম কোন হিতৈষীর শুভ আগমন হয়, তখন ঈশ্বরই জানেন, তোমাদের শত সহস্র চেষ্টায়ও কিছু হইবে না; তখন অনায়াসে তোমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইবে। তবে সে সময় যতদিন না আগমন করে, ততদিন তোমরা ভীত হও কেন? ততদিন দুঃখী দরিদ্রের প্রতি প্রাণহন্তারক আইন জারী কর কেন? ইহাতে তোমাদের অগৌরব ভিন্ন গৌরব নাই; ইহাতে তোমাদের অপযশ ভিন্ন যশ নাই, ইহাতে তোমাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের পরিচয় ভিন্ন উপকারের প্রত্যাশ কিছুই নাই।

যাও দেব! সুখে রাজত্ব কর গিয়া, যতদিন তোমাদের রাজত্ব আছে। আমরা কাঁদি, আমরা দুঃখের কথা নগরে নগরে গাইয়া বে[illegible] তোমরা আমাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিও না। আমরা মৃতজীর মৃদু [illegible] স্বরে ক্রন্দন করিয়া এই কষ্টের জীবন অতিবাহিত করি।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিষের প্রণালী।

পণ্ডিত যখন যশলাল সিংহের বাড়ীতে পৌছিলেন, তখন বেলা অবসান প্রায়। বাড়ীতে যাইয়া দেখিলেন দুইটী শ্মশ্রুধারী শ্বেত পুরুষ মনের আনন্দে বিদ্যুতের ন্যায় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; বাড়ীতে আর লোক নাই, ইহা তিনি অনুমানে বুঝিলেন; কারণ তিনি জানিতেন যশলাল সিংহের কোন লোক থাকিলে, ইহারা তাহার বাড়ীতে উঠিতে পারিত না, কারণ ইহারা ম্লেচ্ছ জাতি। ইহা অনুমান করিয়া তিনি দ্রুত-পদনিক্ষেপে পশ্চাৎ দিকে পলায়ন তৎপর হইলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরে সেই দুইটী শ্মশ্রুধারী সাহেবের দৃঢ় মুষ্টিতে পণ্ডিতের দুই হাত আবদ্ধ হইল। সাহেবেরা কোমল দৃষ্টিতে বলিল,—"তুমি বোধ করি এই বাড়ীর কেহ হইবে? আমাদিগকে দেখিয়া পালাও কেন? আমরা তোমাকে অনেক পুরস্কার দিব। আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দেও।"

পণ্ডিত উত্তর করিলেন, তোমরা ম্লেচ্ছ, অগ্রে আমার হাত ছাড়িয়া দেও, তারপর যাহা হয় বলিব।

সাহেবেরা নিঃসন্দেহ চিত্তে হাত ছাড়িয়া দিল, তারপর বলিল;—আমরা শুনিয়াছি যশলাল সিংহের দুইটী কন্যা আছে, তাহারা কোথায় জান?

পণ্ডিত। যশলালের কন্যার কথা তোমরা কোথায় শুনিলে?

সাহেব [illegible] আমরা ভূটায়া দেবমন্দিরে যাইয়া সকল তন্ন তন্ন করিয়া [illegible] সেইখানে দুইটী সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদি[illegible] পারি নাই; এক জনের নিকট শুনিয়াছি উহারা যশল[illegible]

[illegible] নিকট সকল স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, বলিলেন; তোম[illegible] কি প্রকারে ভূটায়া দেবমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিলে?

[illegible] চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ভীম[illegible] অসি নিষ্কোষিত

করিয়া বলিলেন, এই অসির বলে। তোমার সে সকল সংবাদে প্রয়োজন কি, এই অসি দেখিতেছ না? আমাদের কথার উত্তর দেও, নচেৎ ভুটীয়া লামাদিগের দশা ঘটিবে।

পণ্ডিত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, যদি উত্তর না দেই?

সাহেব! যদি উত্তর না দেও, তবে এই তরবারিতে তোমার মৃত্যু সম্পাদন করিব।

পণ্ডিত। আমি সন্ন্যাসী, আমি মৃত্যুর ভয় করি না। আমাকে মারিলে যদি তোমাদের বিশেষ কোন ইষ্ট লাভ হয়, তবে আমাকে মার।

সাহেব। তোমাকে মারিলে আমাদের লাভ নাই; তোমাকে রাখিলেই লাভ আছে, কারণ তোমার নিকট অনেক সংবাদ পাইব। পণ্ডিত মনে মনে হাসিলেন, তার পর বলিলেন, তোমরা এ রাজ্যে আসিয়াছ কেন?

সাহেবেরা পণ্ডিতকে সামান্য সন্ন্যাসী জ্ঞান করিয়া বলিল, এরাজ্যে আসিয়াছি, আমাদের রাজত্ব স্থাপন করিতে।

পণ্ডিত। কোথা হইতে আসিয়াছ?

সাহেব। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। তোমাকে অনেক কথা বলিয়াছি, আর কিছুই বলিব না; এখন আমাদের কথার উত্তর দেও।

পণ্ডিত। আর একটী কথা বল; তোমরা এ রাজ্য লাভ করিতে আসিয়াছ কি নিমিত্ত? আর রাজ্য লাভ করিতে আসিয়াই বা ভুটিয়া লামাদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে কেন?

সাহেব। তোমাকে এ কথারও উত্তর দিব,—কারণ তোমার নিকটে আমরা অনেক আশা করি। তোমাকে এ রাজ্যের রাজা করিয়া দিব। এ রাজ্য ভূটান এবং নেপালের মধ্যস্থল, আমরা ভূটান এবং নেপালে রাজত্ব স্থাপনের আর কোন উপায় দেখি না; তবে সিকিম প্রদেশের রাজা দুর্ব্বল; ইহাকে অনায়াসেই আমরা জয় করিতে পারিব। ভূটিয়া লামাগণ আমাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায় আমরা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। তাতে তোমার কি; তুমি আমাদের সকল কথার উত্তর দেও, আমরা খৃষ্ট উপাস্য, নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাকে এ প্রদেশের রাজা করিয়া দিব।

পণ্ডিত মনে মনে ভাবিলেন আমি সন্ন্যাসী, আমি রাজ্য নিয়া কি করিব? ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধি এবং চক্রান্ত উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন; তার পর বলিলেন,—

'আচ্ছা বাপু, তোমরাত রাজ্য জয় করিতে আসিয়াছ, তোমরা আবার যশলালের কন্যাদিগকে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছ কি নিমিত্ত?

সাহেব। তাহারও কারণ আছে, আমরা পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, শুনিয়াছি যশলাল সিংহ তাহার বয়স্থা কন্যাদিগকে অবিবাহিত রাখিয়াছেন; আমরা এ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। আমরা তাহার কন্যাদিগের দুরবস্থা দূর করিব। পণ্ডিত মনে মনে সাহেবদিগকে সর্পের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন,—ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব। এই বলিয়া পণ্ডিত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিভীষিকা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যশলাল সিংহ আপন আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বদিনের অত্যাচার, লামাগণের প্রতি ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্য এবং দেবমন্দির লুণ্ঠন, এই সকল অপরাধের জন্য ইংরাজদিগকে কি প্রকার শাস্তি বিধান করা উচিত, ইহার সুপরামর্শের জন্য যশলাল সিংহ অশ্ব আরোহণে সিকিম রাজসন্নিধানে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া যাই আশ্রয়ে উপস্থিত হইল অমনি এক জন দেশী সর্দার অশ্বের বল্গা ধরিল। সর্দার ইংরাজ বেতনভোগী দূত।

যশলাল সিংহ বলিলেন,—তুমি অশ্বের বল্গা ধরিলে কেন?

সর্দার নিমেষ মধ্যে উত্তর করিল—তোমার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে; সে সকল কথা অতি গোপনে তোমার নিকট বলিব।

যশলাল অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সর্দ্দার তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক যেদিকে অরণ্য অত্যন্ত নিবিড়, সেই দিকে লইয়া চলিলেন। অরণ্যের সন্নিহিত একখণ্ড প্রস্তরের উপরে দুইজনে উপবিষ্ট হইলে পর সর্দ্দার বলিল,—যশলাল, ইংরাজদিগের সহিত বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি ইহাদিগের শাসন প্রণালী কখন দেখ নাই, দেখিলে নিশ্চয় বলিতে ইংরাজ শাসন পরম সুখের বস্তু, নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমার ইচ্ছা হইত। তোমাকে আমি ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে বলি না, ইহাদিগের সহিত যে সৈন্য আছে, তুমি যদি বাধা না দেও, তুমি যদি ইহাদিগের প্রতিকূলে না দাঁড়াও, তবে নিশ্চয় ইহারা জয়লাভ করিতে পারিবে। দুই দিন হইল আমি আদিষ্ট হইয়া ভুটানের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন, ভুটানের প্রবেশ দ্বার ভিন্ন, তিনি আর কোথায়ও সাহায্যার্থ গমন করিবেন না; তিনি ভুটানে প্রবেশ করিতে দিবেন না বটে, কিন্তু তোমাদিগকেও সাহায্য করিবেন না। তুমি বিজ্ঞ, আমি যদিও ইংরাজ বেতনভোগী তথাপি স্বদেশের মায়া ছাড়িতে পারি না, তাই তোমাকে এতগুলি পরামর্শের কথা বলিলাম।

যশলাল সিংহ-গম্ভীরভাবে বলিলেন, ইংরাজেরা কি বলে?

সর্দ্দার। তাহারা তোমাকে অতিক্রম করিয়া সিকিমে প্রবেশ করিতে চাহে; সে ত সুখেরই কথা।

যশলাল। তাহাতে তাহাদের স্বার্থ কি?

সর্দ্দার। আমি জানি না, তবে তাহারা বলে দেশ পর্য্যটন করা তাহাদিগের স্বভাব।

যশলাল। তবে তুমি জয়লাভের কথা বলিলে কেন?

সর্দ্দার। তুমি যদি সহজে দ্বার না পরিত্যাগ কর, তবেই তোমার সহিত যুদ্ধ বাধিবে।

যশলাল। ইংরাজদিগের সহিত যখন দারজিলিং সম্বন্ধে আমাদিগের বন্দোবস্ত হয়, তখন কথা ছিল ইহারা সামান্য প্রজার ন্যায় দারজিলিঙ্গে একটু বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের সুবিধা করিয়া রাখিবে; নচেৎ কি আমরা তিন শত টাকা কর ধার্য্যে এতগুলি পর্ব্বত ছাড়িয়া দিতাম? এক্ষণ ক্রমে ক্রমে দেখিতেছি, ইহারা দারজিলিঙ্গে

রাজত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে; আবার কেবল দারজিলিং পাইয়াও বোধ হয় ইহাদিগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই; তাই কোন ছল ক্রমে সিকিমে প্রবেশ করিয়া, ইহাকে দখল করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। এবার আমরা সর্পকে বিশেষরূপে চিনিয়াছি, এবার কখনই ইহাদিগের কথায় সম্মত হইব না।

সর্দ্দার। কোন্‌টী ভাল বলত; ভাল মন্দ ত তোমার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, বলত ইংরাজগণ দারজিলিঙ্গে আসিয়াছে, সেই ভাল, না এতদিন কতকগুলি পর্ব্বত অরণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই ভাল। তুমিত সকলি বুঝিতে পার, কোনটা ভাল বল ত?

যশলাল। আমাদিগের অধিকারভুক্ত স্থান অরণ্য হইয়া থাকে সেও ভাল, তবুও অন্যের রাজত্ব ভাল নহে।

সর্দ্দার। এই জন্যই ত তোমাদিগকে অসভ্য বলিয়া থাকে; এই জন্যইত তোমাদিগের এত বিপদ ঘটে।

যশলাল। আমাদিগকে অসভ্যই বলুক আর যাহাই বলুক, আমাদিগের স্বত্ব ছাড়িয়া দিয়া কখনও সভ্য হইতে চাহি না। আমাদিগের জীবনই বিপদের তরণী, তুমি সে জন্য ভয় দেখাও কেন?

সর্দ্দার। আমি তোমাদিগের বলবীর্য্য সকলি জানি, আমার নিকটে আবার আস্ফালন কেন?

কি জান সর্দ্দার? যশলালের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, স্বীয় বলে দণ্ডায়মান হইলেন, অসি তোরণ মধ্যে শব্দিত হইল; বলিলেন তুমি অর্থের গোলাম, তুমি আমাদের বল কি জানিবে? যদি ঈশ্বর করেন, তুমি দেখিবে যশ-লালের ক্ষমতা কি প্রকার!

সর্দ্দার বিনম্রভাবে বলিলেন,—তোমাকে আমি জানি, তোমার পরা-ক্রমও আমার নিকট অবিদিত নাই; তোমার কথা আমি ইংরাজদিগের নিকট বলিয়াছি, তাঁহারা তোমার ভয়েই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; তোমার সহিত সন্ধি করিতে তাঁহারা এখনও প্রস্তুত আছে।

যশলাল ক্রোধ স্বরে বলিলেন,—আমার প্রভুর সহিত ত তাঁহা-দিগের সন্ধি আছেই, সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়াই ইহারা সিকিমে প্রবেশ করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছে, আমাদের ক্ষমতা থাকে ইহার প্রতি-শোধ তুলিব। আবার সন্ধি কি?

সর্দ্দার। তোমার প্রভুর সহিত কি সন্ধি ছিল?

যশলাল। সন্ধি ছিল যে ইহাঁরা কখনও বড় রঞ্জিতের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না, সে সন্ধি কি ভঙ্গ করা হয় নাই?

সর্দ্দার। সন্ধি ভঙ্গ করা হইয়াছে, কারণ তোমার প্রভুর সহিত ইহাঁরা সন্ধি রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

যশলাল। কেন? এটা কোন্ সুভ্যদেশের প্রণালী?

সর্দ্দার। আমি জানি না; তবে এই মাত্র জানি তোমার প্রভুকে ইহাঁরা তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, তৃণের ন্যায় লোককে ইহাঁরা পদানত রাখিতে চান, তাহার সহিত আবার সন্ধি কি?

যশলাল। বটে? তবে আমার সহিত আবার সন্ধি কি? আমি ত আর কোন রাজ্যের রাজা নহি, আমার সহিত আবার সন্ধি কি? আমার প্রভু যদি তৃণের ন্যায় উপেক্ষিত হইলেন, তবে আমি ত তৃণ হইতেও ক্ষীণ, আমার সহিত আবার সন্ধির আবশ্যকতা কেন?

সর্দ্দার। তোমাকে ইহাঁরা যমের ন্যায় ভয় করেন।

যশলাল। আমি ত আমার প্রভুরই ভৃত্য, তবে আমার প্রভুকে তুচ্ছজ্ঞান করেন কেন?

সর্দ্দার। ইংরাজেরা জানে অর্থের ক্ষমতায় সকলই হইতে পারে, তাই তোমার সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত।

যশলাল। অর্থের ক্ষমতা কি?

সর্দ্দার। অর্থে লোকের মনকে বশ করিতে পারে।

যশলাল। তাতে কি? আমিও ত আমার প্রভুর নিকটে অর্থ পাইয়া থাকি।

সর্দ্দার। ২৫০ টাকা কি অর্থ? এই দেখ ইংরাজেরা তোমাকে ভালবাসিয়া কত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা তুমি গ্রহণ কর।

যশলাল সিংহের শরীর ক্রোধে বিকম্পিত হইল, বলিলেন, কি আমি গোপনে ম্লেচ্ছ জাতির অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের গোলাম হইব?——

সর্দ্দার বলিল,—গোলাম হইবে কেন, তুমি এ সকল গ্রহণ কর, এক জনের ভালবাসার দান তুচ্ছ করিও না, কেবল এ দান নহে, এই দেখ আরও দান আছে, তুচ্ছ করিও না, এই বলিয়া সর্দ্দার পকেট হইতে

একখানি কাগজ বাহির করিলেন—কাগজে লেখা ছিল, "যশলাল সিংহের সহিত আমরা সন্ধি করিয়া তাঁহাকে বড় রঙ্গিতের উত্তর ধারের সকল পর্ব্বতের অধিকার ছাড়িয়া দিলাম।"

স্বাক্ষরিত নাম।

যশলাল বলিলেন কি? বড় রঙ্গিতের উত্তর দিকে ত আমাদেরই অধিকৃত স্থান, চক্রান্ত করিয়া ইংরাজ এসকল আমাকে অর্পণ করিতে আসিয়াছে; আর তুই সেই কৌশলী ম্লেচ্ছ জাতির গোলাম হইয়া আমার নিকটে আসিয়াছিস্; ধিক তোকে, কুলাঙ্গার দূর হ; তোর অর্থকে আমি তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করি; এই বলিয়া যশলাল সিংহ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্দ্দারের গলা ধরিয়া ঠেলিয়া ফেলিলেন; অর্থরাশির উপরে সজোরে পদাঘাত করিলেন। তারপর তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন এই তরবারির সহায়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে যে শত সহস্র ইংরাজকে ভূতলে লুণ্ঠিত করিব, সেই ইংরাজের নিকট আবার উৎকোচ গ্রহণ করিব? এবার দেখিব ইংরাজগণ কি কৌশল অবলম্বন করিয়া আত্ম নিশান দণ্ডায়মান রাখে।

এই সকল কথা বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইল; প্রত্যেক পর্ব্বত যেন উৎসাহে মাতিয়া যশলালের প্রভু-ভক্তির শত শত প্রশংসা করিল।

সর্দ্দার দূরস্থানে আপনার শরীরকে তুলিয়া, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল—যশলাল, সাবধান, ইংরাজ দূতকে অবমাননা করিতে ছাড়িলে না, ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই পাইবে।

যশলাল পুনরায় বলিলেন,—ইংরাজদিগকে যদি ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতাম তাহা হইলে ভয় করিতাম, সংসারের প্রবঞ্চক, প্রতারকের দূতকে অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কাপুরুষের কার্য্য, তুই যা, তোর প্রভুকে বলিস্, যশলাল তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে! এই কথা বলিয়া যশলাল স্বীয় আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দ্দার আস্তে আস্তে বনের ভিতরে লুক্কায়িত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ভঞ্জন হইল !!!

যশলাল সিংহ অল্পে অল্পে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আস্তে আস্তে তরবারি প্রভৃতি সৈন্যের বেশ খুলিয়া রাখিয়া অন্তর মহলে প্রবেশ করিলেন। অন্তর মহলে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি আজ কাল অত্যন্ত গোলযোগের মধ্যে পড়িয়াছি বলিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; আপনি কুশলে আছেন ত।

পণ্ডিত। যশলাল সিংহকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর অল্পে অল্পে মস্তক নত করিয়া বলিলেন,—আমি এক্ষণ অনেকটা সুস্থ হই-য়াছি; আপনি, আজ কাল ইংরাজদিগের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া পড়ি-য়াছেন?

যশলাল। আর সহ্য করা যায় না, অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এখনকার অত্যাচার আর সহ্য হয় না; ইংরাজ দূত সন্ধি ভঙ্গ করতঃ বলপূর্ব্বক আমাকে অতিক্রম করিয়া সিকিমে প্রবেশ করিতে চাহে, এ সকল কি প্রকারে সহ্য করিব? ইংরাজদিগের সহিত নিশ্চয় যুদ্ধ বাঁধিতে চলিল।

পণ্ডিত। আপনি ত কল্য রাজাজ্ঞার জন্য গিয়াছিলেন, রাজা কি বলিলেন?

যশলাল। তিনি সীমান্ত প্রদেশের ভার আমার উপর সম্পূর্ণ রূপে দিয়াছেন, বলিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।"
আমি এখন দেখিতেছি, ইংরাজদিগকে একবার রাজ্যের মধ্যে প্রবেশাধি-কার দিলেই সর্ব্বনাশ করিবে, আমি প্রাণান্তেও দ্বার ছাড়িব না।

পণ্ডিত। তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে? আচ্ছা যদি যুদ্ধেতে জয়-লাভ করিতে না পারেন?

যশলাল। কি করিব? জয়লাভ না করিলে যাহা ঘটিবে, তাহাত

এখনই ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে; শীতল রক্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিব? পর্ব্বতবাসীর শরীরে রক্ত থাকিতে কখনই নহে।

পণ্ডিত দেখিলেন যশলালের সর্ব্বশরীর আরক্ত হইয়া উঠিল। এ সকল কথা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, আপনার নিকটে কয়েকটী কথা বলিব?

যশলাল। আপনার ইচ্ছা হইলেই বলিতে পারেন। আপনার গুরুদেব আজও আগমন করেন নাই? এই কয়েক দিন মরীচির শরীর অসুস্থ হয়েছে, আপনি এই কয়েক দিন তাহাকে পড়াইতে পারেন নাই, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিবেন? না আপনি গুরুদেবের নিকট যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?

পণ্ডিত। এই ৫ মাস অতীত হইল একবার গুরুদেবের আশ্রয় অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছি, তখন ও তিনি পর্ব্বতে আগমন করেন নাই, আর শীঘ্র তাঁহার নিকট যাইব না, মনে ঠিক করিয়াছি, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর ও মন অনেক সুস্থ আছে; বোধ হয় শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিব। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে আর গুরুদেবের নিকটে যাইব না। মরীচির অসুস্থতার সম্বন্ধেই আপনাকে কয়েকটী কথা বলিব।

যশলাল বলিলেন বলুন, নিঃসন্দেহ চিত্তে বলুন।

পণ্ডিত। মরীচির হৃদয় আশ্চর্য্য ভালবাসায় গঠিত, এ প্রকার ভালবাসা-পূর্ণ হৃদয় আমি আজ পর্য্যন্তও দেখি নাই; আমি মরীচির প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু মরীচি আমাকে যে প্রকার ভাবে ভালবাসে, বোধ হয়, আমার অদর্শনে মরীচির কষ্ট হয়। মরীচির ভালবাসা পরীক্ষা করিবার মানসে আমি এ কয়েক দিন পড়াইতে আসি নাই, শুনিলাম মরীচি আমাকে না দেখিয়া অস্থির হয়েছে; মরীচির অসুখ আর কিছুই নহে। আমি এ প্রকার ভালবাসাকে অবৈধ মনে করি, মনুষ্যের মন প্রলোভনের দাস, মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, প্রেমের পবিত্র ভাব মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। মরীচিকে আমি সংশোধনের চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, সে আমার কথা শুনিল না; বোধ হয় সে কাহাকেও ভয় করে না। আমি এ প্রকার ভালবাসাকে অবৈধ মনে করি বলিয়া এ সকল কথা আপনার নিকট না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যশলাল সিংহ একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন,—মরীচির হৃদয় সত্যই ভালবাসায় গঠিত, আমি আরো অনেকের নিকট মরীচির ভালবাসার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, এবং পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি, কিন্তু মরীচির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দেখি নাই। মরীচি কাহাকেও ভয় করে না, সে কথা সত্য, আমাদিগের দেশে বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাগণ কেহই ভীতা নহেন, উহা জাতীয় রমণীগণের স্বভাবসিদ্ধ পদার্থ।

পণ্ডিত। কখনও পরিবর্ত্তন দেখেন নাই, সে ত ভাল কথা, কিন্তু যদি কখনও পরিবর্ত্তন ঘটে?

যশলাল। কি করিব, হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করিয়া কি কন্যাকে আপনার করিয়া রাখিব? কন্যা যখন অন্যকে গ্রহণ করিতে চাহিবে, তখন অন্যকে দিব।

পণ্ডিত। মনে করুন, কন্যা কোন অবৈধ পাত্রে মন সমর্পণ করিল, অর্থাৎ যাহাকে বাস্তবিক পাইবার উপায় নাই, তাহাকে মন সমর্পণ করিল; তারপর অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইল; এরূপ স্থলে পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া কি ন্যায় সঙ্গত নহে?

যশলাল। পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া ন্যায় সঙ্গত তাহা স্বীকার করি, কিন্তু প্রকৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অধর্ম্ম ক্রয় করিতে পারি না; ভালবাসা মানবের স্বভাব, সেই ভালবাসাকে কেহই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; তবে যদি কেহ কোন অন্যায় পাত্রে মন সমর্পণ করে, সেজন্য আমি কি করিব? সে নিজেই কষ্ট আনয়ন করিয়া নিজেই তাহাতে জ্বলিয়া মরিবে।

পণ্ডিত। আপনার কন্যা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস কি প্রকার?

যশলাল। বিশ্বাস অটল, কন্যার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত, কিন্তু মন পবিত্র ও সরল।

পণ্ডিত। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন?

যশলাল। এ সম্বন্ধে পারি না, কারণ আপনি মরীচির হৃদয় ও মন আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই।

পণ্ডিত। তবে কি আমি প্রতারিত হইয়াছি?

যশলাল। আমার বিশ্বাস নিশ্চয় মরীচির ভালবাসা সম্বন্ধে আপনি অমূলক বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত। আমার অদর্শনে তবে মরীচির অসুখ হইল কেন?

যশলাল। ভালবাসার রীতিই ঐ, প্রেমের স্বভাবই ঐ; যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারে না।

পণ্ডিতের মনে সহসা গুরুদেবের কথা উঠিল, ভাবিলেন,—আমি প্রলোভনের মধ্যে থাকিতে এত ভীত হইতেছি কেন? মরীচির স্নেহকে আমি গরল মনে করিতেছি কেন? যদি আমার মনই চঞ্চল হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় ধর্ম্মের সুন্দর সোপানে আর উঠিতে পারিব না; আমি কেন প্রলোভন হইতে দূরে থাকিব? গুরুদেব বলিয়াছেন,—প্রলোভনেই তোমারি পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষায় কাতর হইব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যশলাল সিংহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিলেন, তবে কল্য হইতে আমি আবার পড়াইতে আরম্ভ করিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মরীচির হৃদয়ের মহত্ব।

তার পরদিন পণ্ডিত আবার মরীচিকে পড়াইতে আসিলেন; মরীচির অসুস্থ শরীর সুস্থ হইল, তিনি আহ্লাদিত মনে আবার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পড়িতে গমন করিলেন।

প্রথম কথা কে বলিল? মরীচির মন অত্যন্ত উৎসুক ছিল, প্রথমে তিনিই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মরীচি। পণ্ডিত মহাশয়! আপনি ত সন্ন্যাসী তবে আপনার মন আবার দুঃখে বিষণ্ণ কেন? আপনি ত সন্ন্যাসী, তবে আপনি আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কেন?

পণ্ডিত। আমি কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি?

মরীচি। আপনি বলিয়াছিলেন, আপনি আর আমাকে পড়াইতে আসিবেন না; আজ আবার আসিলেন কেন?

পণ্ডিত। আমি আসিয়াছি বলিয়া কি তুমি অসন্তুষ্টা হয়েছ?

মরীচি। আমার সন্তোষ বা অসন্তোষে আপনার প্রয়োজন কি? আপনি ত সন্ন্যাসী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া লোকের মন সন্তুষ্ট করিতে যাওয়া কি আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য?

পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, আমি তোমার সকল কথা তোমার পিতাকে বলিয়াছি, তিনি তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন, তবে আমি কেন অযথা তোমাকে অবিশ্বাস করিব? এই সকল ভাবিয়া আজ আবার আসিলাম।

মরীচি। বাবাকে কি বলিয়াছিলেন?

পণ্ডিত। বলিয়াছিলাম,—মরীচি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, এ ভাল-বাসাকে আমি অন্যায় জ্ঞান করি।

মরীচি। বাবা কি বলিলেন?

পণ্ডিত। তিনি বলিলেন, মরীচির স্বভাবই ভালবাসা, ইহার গতিকে তিনি রোধ করিতে ইচ্ছা করেন না।

মরীচি। আপনি কি বাবার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন?

পণ্ডিত। কতকটা হয়েছি।

মরীচি! সন্তুষ্ট হইলেন কেন? আমি আপনাকে ভালবাসি, কে বলিল?

পণ্ডিত। আমার বিশ্বাস এই প্রকার।

মরীচি। আপনার বিশ্বাসে কি ভ্রম থাকিতে পারে না?

পণ্ডিত। যাক্, সে সকল তর্কে প্রয়োজন নাই, তুমি এক্ষণ পাঠ অভ্যাস করিতে আরম্ভ কর।

মরীচি। আমরা অবলাজাতি, পর্ব্বতে বাস করি, আমরা প্রবঞ্চনা জানি না, প্রতিজ্ঞা করিয়া সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাকে ঘোরতর পাপ মনে করি; আমার কথা সকলের উত্তর না পাইলে, আর আপনার নিকটে পড়িব না।

পণ্ডিত। কি কথার উত্তর?

মরীচি। কতবার বলিয়াছি, বলুন আপনি বিবাহ করিয়াছেন কি না?

পণ্ডিত। আর কি কথা, বল?

মরীচি। আপনি সন্ন্যাসী, অথচ আপনার মন উদ্বিগ্ন কেন, সর্ব্বদাই আপনাকে বিষণ্ণ দেখা যায় কেন? আপনি যদি দুঃখকেই ভুলিতে না পারিবেন, তবে কেন এ পথে আসিলেন?

পণ্ডিত। এ পথে আসিলাম ধর্ম্মের জন্য।

মরীচি। ধর্ম্মের জন্য? মিথ্যা কথা; ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে আমি আজ পর্য্যন্ত ও কাহাকে বিষণ্ণ দেখি নাই।

পণ্ডিত। আমি ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি, আজিও আমি ধার্ম্মিক হই নাই।

মরীচি। পর্ব্বতে আসিয়াছেন কেন? আপনাদের দেশে কি ধর্ম্ম সাধন হয় না?

পণ্ডিত। সে সকল কথা শুনিয়া তুমি কি করিবে? পণ্ডিত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

মরীচি। কোন বিষম বিষের যাতনায় আপনি দেশ ছাড়িয়াছেন, নচেৎ কেন আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখি।

পণ্ডিত। তোমার যে প্রকার বিশ্বাস তাহাই থাকুক, আমার মন তুমি কি প্রকারে জানিবে? এখন তুমি কি করিবে বল?

মরীচি। আপনি আমার কথার উত্তর দিবেন না?

পণ্ডিত। তোমার কথা উত্তর পাইবার যোগ্য নহে, সুতরাং উত্তর পাইবে না।

মরীচি। বোধ হয় তবে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, কারণ আমরা অন্য কার্য্যে দেহপাত করিতে যাইব।

পণ্ডিত। আর কথার উত্তর পাইলে কি করিতে?

মরীচি। কথার উত্তর পাইলে, সকল ছাড়িয়া আপনার সহিত যাইতাম।

পণ্ডিত। আমার সহিত যাওয়া অপেক্ষা অন্য কার্য্যে দেহপাত করা সহস্র গুণে শ্রেষ্ট, তুমি তাহাই করিও, কিন্তু অন্য কার্য্য কি?

মরীচি। আপনি কি কিছুই শুনেন নাই, সাহেবেরা তিন দিন হইল আমাদিগের মন্দির লুণ্ঠন করে গিয়াছে, মন্দিরবাসিনী সকল স্ত্রীলোক একত্রিতা হয়ে অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে যাইবে।

পণ্ডিত। এসকল কথা কি লামাগণ শুনিয়াছেন?

মরীচি। প্রতিশোধের কথা? তা প্রাণান্তেও বলিবেন না, লামাগণ শুনিলে কি প্রতিশোধ লইতে দিবেন?

পণ্ডিত। তুমিও কি সেই কার্য্যে যাইবে?

মরীচি। দোষ কি? আমরা অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না, আমাদিগের দেশের ধর্ম্ম এই, লোক অনাহারে মরিলেও স্বাধীনতা বিক্রয় করে না, অত্যাচারীর বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে আমরা কুণ্ঠিতা নহি।

পণ্ডিত। দোষের কথা ত আমি বলিতেছি না, তুমিও যুদ্ধ করিতে যাইবে নাকি, তাই জানিতে চাই।

মরীচি। যদি যাই, তবে আপনি কি অসন্তুষ্ট হইবেন?

পণ্ডিত। আমি কেন অসন্তুষ্ট হইব? তোমাদের দেশের প্রথা তোমরা অনুকরণ করিবে, তাতে আমার কি? আর আমার অসন্তোষেই বা তোমার কি?

মরীচি। আমার কি? আছে আমার কিছু, আপনার অসন্তোষে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

পণ্ডিত। না, আমি অসন্তুষ্ট হইব না, তুমি যাইও।

মরীচি। তবে নাকি আপনি সন্ন্যাসী? আপনি প্রতিহিংসাকে অন্যায় জ্ঞান করেন না?

পণ্ডিত। আমার পক্ষে করি, কিন্তু অন্যসম্বন্ধে কি প্রকারে করিব?

মরীচি। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহার উচিত ধর্ম্মের কথা সকলকে বলেন।

পণ্ডিত। সকলে শুনিবে কেন?

মরীচি। শুনুক বা না শুনুক, তাতে ধার্ম্মিকের কি? ধার্ম্মিক বিশ্বাস করেন তাঁহার কথা সকলেই শুনিবে। তাঁহারা কখনও লোককে ইচ্ছাপূর্ব্বক কুপথে যাইতে দেন না।

পণ্ডিত। তোমাকে বলিলেও যখন আমার কথা প্রতিপালন কর না, তখন কেন আর বৃথা বলিব?

মরীচির চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! এ প্রকার অপবাদ দিবেন না; আমি কোন্ দিন আপনার কোন্ ভাল কথাটী অবজ্ঞা করিয়াছি? পড়িতে বলিলে পড়িনা কেবল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছি বলে; আপনি কি আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বলেন?

পণ্ডিত। না, তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে না। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।

মরীচি। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব? আপনি আমাকে স্বেচ্ছাচারিনী হইতে বলিতেছেন? মনে করুন, আমি একজন সাহেবের সহিত চলিয়া যাইব; আপনি আমাকে এরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচারিনী হইতে দিতে পারেন?

পণ্ডিত। আমি না পারিলেও তোমার পিতা পারেন।

মরীচি। আপনি পিতার স্বভাবের একটুকও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তিনি কন্যাকে কখনও কুপথগামিনী হইতে দিতে পারেন না।

পণ্ডিত। তবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক দেন না কেন?

মরীচি। তিনি জানেন আমি কখনই কুপথে যাইব না।

পণ্ডিত। ইহার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন?

মরীচি। কতবার। আপনি কথা তুলিলেন কেন? নচেৎ মনের কথা মনেই রাখিতাম; আপনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারিণী, দুশ্চরিত্রা বলিয়া জানিয়াছেন, নচেৎ কে মনের কথা সন্ন্যাসীর নিকটে ব্যক্ত করিত? এই যে ছুরিকা দেখিতেছেন, ইহার দ্বারা পাঁচ জন দুর্দ্দমনীয় রিপুর অধীন সাহেবের বক্ষ বিদারিত করিয়াছি; আপনি অন্তরে আঘাত না করিলে কে মনের কথা আজ আপনার নিকট ব্যক্ত করিত?

পণ্ডিতের হৃদয় চমকিত হইল, সবিস্ময়ে বলিলেন, মরীচি! তোমাদের দেশীয় অন্য কোন স্ত্রীলোকের নিকটে ত এ প্রকার অস্ত্র দেখি নাই, পুরুষদিগের কক্ষেই ছুরিকা থাকে; তুমি ইহা রাখিয়াছ কেন?

মরীচি। বিবাহিতা রমণীগণের নিকট এ অস্ত্র থাকে না সত্য, কিন্তু আবশ্যক বোধে ইহা রাখিবার অধিকার সকলেরই সমান। মন্দিরবাসিনী কুমারীগণের সকলের নিকটেই ইহার এক এক খানি থাকে।

পণ্ডিত। তোমার ছুরিকায় আজ রক্ত মাখান রহিয়াছে কেন?

মরীচি। "কল্য আমি আর দিদি বেড়াইতে গিয়াছিলাম, আমরা এ কয়েক দিনই বেড়াইতে যাইতাম; কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম একজন সাহেব বহির্দ্দেশে ভ্রমণ করিতেছে; সাহেব আমাদিগকে দেখিয়া ডাকিল, দিদি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি বাড়ীর ভিতরে

লেন, আমি নির্ভয়ে সাহেবের নিকটে গেলেম। সাহেব আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। মন্দির লুণ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব দিন ঐ সাহেবটাকে একবার দেখিয়াছিলাম; কল্য আমাকে পাইয়া যেন স্বর্গের চাঁদ পাইল; আমাকে বলিল—আমরা এ দেশের রাজা হইব, তুমি আমার সহিত চল, কত সুখ পাইবে।

আমি বলিলাম, তোমার সহিত কোথায় যাইব সাহেব? তুমি যে ম্লেচ্ছজাতি।

সাহেব উত্তর করিল;—আমার দেশের আর আর সকলে ম্লেচ্ছ বটে, কিন্তু আমি ম্লেচ্ছ নহি। আমার সহিত শিবিরে চল, সেখানে তোমার জন্য কত সুন্দর সামগ্রী রাখিয়াছি।

আমি বলিলাম—তোমার কটা চুল কটা দাড়ি ত একরকমই রহিয়াছে, তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছ নহ?

সাহেব বলিল, দেখনা আমি কেমন সুন্দর।

আমি সাহেবের সুন্দর অঙ্গের পরিচয় কিছুই পাইলাম না, বলিলাম, তোমার সৌন্দর্য্য লয়ে মরে যেতে ইচ্ছা হয়।

সাহেব আমার ঠাট্টা বুঝিল না; বলিল আমাকে বিবিরা বলিয়া থাকে, আমার ন্যায় সুন্দর পুরুষ আর নাই; আমার গুণ সম্বন্ধে আমি আরও সুন্দর, আমি এদেশের রাজা হইব, তুমি আমার শিবিরে চল।

আমি বলিলাম, সাহেব! তোমার গুণ স্মরণ করিলে এখনই তোমাকে লয়ে যমপুরে পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয়।

সাহেব এবারও আমার ঠাট্টা বুঝিল না, সাহেব ক্রমেই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; আমি বলিলাম, এদিকে আসিও না।

সাহেব বলিল, কেন সুন্দরি? আমি যে তোমাকে পাইতে আসিয়াছি।

আমি বলিলাম, তোমার সহিত গেলে আমাকে কি দিবে?

সাহেব বলিল, যা চাও তাই দিব।

আমি বলিলাম আমি তোমার সহিত গেলে তোমরা এদেশ ছাড়িয়া যাইবে?

সাহেব বলিল, নিশ্চয় যাইব; তোমাকে পাইলে স্বর্গ ছাড়িয়া যাইতে

আমি বলিলাম, তোমার অধীনের সকল সৈন্যকে বধ করিতে পারিবে?

সাহেব বলিল, নিঃসন্দেহে পারিব, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

এই কথা বলিতে বলিতে আমার নিকটে আসিল, আমি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম, সে সেখানে আসিয়া সহসা আমাকে ধরিল, আমি বলপূর্ব্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া অন্য দিকে চলিলাম, পামর আমাকে সেখানে যাইয়া লালায়িত ভাবে ধরিয়া কত মিষ্ট সম্ভাষণ আরম্ভ করিল; আমি বলিলাম—সাবধান—ম্লেচ্ছজাতি, চিরকাল কৃতঘ্ন, এ শরীরে হাত দিবি ত এখনই দেখাব।

সাহেব উন্মত্তের ন্যায় মনে ভাবিল, আমি তাহাকে ছলনা করিতেছি, বলিল, সুন্দরি, তুমি এখন অসহায়া, কে তোমাকে রক্ষা করিবে; আমিই তোমার দেহ, প্রাণ, জীবন, মান, আমি তোমার সকলি, তুমিও আমার সকলি; এই বলিয়া দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল; আমি বলপ্রকাশ করিয়াও তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম না; অবশেষে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ছুরিকা বাহির করিয়া তার বক্ষ বিদ্ধ করিলাম, পামর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল, আমি নির্ভয়ে গৃহে আসিলাম। এ সকল কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধিনী কি না, তাহা জানি না, কিন্তু পিতা মাতার বিশ্বাসের নিকট কখনই অবিশ্বাসিনী নহি।”

পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন, মরীচি সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি স্নেহ পূর্ব্বক মরীচির পদচুম্বন করিলেন।

মরীচি বলিলেন, এ জীবন কলঙ্কের আধার, পাপের অগাধ সলিল, আপনি আমার পাপের স্রোতে পঙ্ক মিশ্রিত করিবেন না, আমি পাপী।

মরীচির চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। পণ্ডিত বলিলেন, মরীচি কেন বৃথা অশ্রুবরিষণ কর, স্ত্রীলোকের সতীত্বের ন্যায় পরম আদরের বস্তু কোন ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখি নাই, যাঁহারা আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে পারেন, স্বর্গ তাঁহাদেরই, তুমি কেন বৃথা রোদন কর।

মরীচি ক্রন্দন স্বরে বলিলেন,—আমি নরহন্তারক পিশাচী, আপনার নিকট শিক্ষা না পাইলে কখনও কাতর হইতাম না; আপনার নিকট যে ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছি, আমার জীবন তার সম্পূর্ণ বিরোধী; আমি আজ আপনার নিকট ঘোরতর অপরাধে অপরাধিনী হইলাম।

পণ্ডিত বলিলেন, তুমি অযথা কাতর হইতেছ ; আমার ধর্ম্মেও এ প্রকার স্থলে প্রাণনাশ অবৈধ নহে। আমি তোমাকে আজ হৃদয়ের সহিত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতেছি ; আমি তোমার স্বভাবের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি।

মরীচি ক্রন্দন স্বরে আবার বলিলেন, আপনিও আমাকে অপরাধিনী মনে করিয়াছেন, নচেৎ কি কারণে আমার কথার উত্তর দিলেন না।

পণ্ডিত মরীচির হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে পারিয়া বলিলেন আমি কল্য পত্রে তোমাকে সবিশেষ লিখিয়া জানাইব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিতের পত্র।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মরীচি পণ্ডিতের পত্র পাইলেন, পত্রে এই লেখা ছিল।

মরীচি!

কল্য আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাই আজ মনের সকল কথা, তোমার জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। তুমি যখন আমার পত্র পাইবে, তখন আমি সকল পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রান্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিব, তখন নিশ্চয় তুমি আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না, আমি এ পাপচিত্র আর তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিব না। আমি অত্যন্ত অপরাধী, আমার হৃদয় জঘন্য, হৃদয়কে পবিত্র না করিতে পারিলে নিশ্চয় আত্মঘাতী হইয়া মরিব।

মনুষ্যের মন প্রেমে গঠিত, প্রেম হৃদয়ের স্বাভাবিক ধন, এই প্রেম অত্যন্ত পবিত্র পদার্থ তাহা জানি, কিন্তু গঙ্গা যেমন পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়াই প্রান্তরের পঙ্ক ধারণ করিয়া অপবিত্র হয়, মানবের হৃদয়ও ধর্ম্ম ছাড়িয়া এই প্রেমের অনুসরণে যাইয়া সংস্কারের কলঙ্ককে ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে অপবিত্র করিয়া ফেলে। প্রলোভনে মুগ্ধ মানব

এই পঙ্কিল প্রেমের অনুসরণে ধাবিত হইয়া অনেক প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করে, অবশেষে ইহার গরলে প্রাণ পর্য্যন্ত ছটফট করিতে আরম্ভ করে।

মরীচি! আমি তোমার মন বুঝিয়াছি; তোমার হৃদয় পবিত্র তাহাও বুঝিয়াছি; কিন্তু সংসারের বিভীষিকা দেখিয়া দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, নচেৎ তোমার প্রেমকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতাম। তুমি নরক হইতে অনেক দূরে রহিয়াছ, নরকের চিত্র তুমি কখনও দেখ নাই, কিন্তু আমি নরকের কীট, চিরকাল নরক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিয়াছি; আমার হৃদয় পাপপঙ্কযুক্ত সংসারের মৃত্তিকা, ঐ পাষাণভেদী পবিত্র প্রেম-গঙ্গাকে আমার পঙ্কিল হৃদমৃত্তিকায় আনিতে ভীত হইয়াছি; নিশ্চয় জানি ঐ প্রেম, ঐ স্বচ্ছ সলিলে এ হৃদয়ে আসিলেই মলিন হইয়া যাইবে; সংসারের অপবিত্রতায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে; তাই তোমার প্রেমনদীকে নীচে আনিতে চেষ্টা করি নাই; আমার জীবনে আর পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ নাই।

আমি চেষ্টা করি নাই, কিন্তু তোমার পবিত্র প্রেম অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, আমার মধ্যেও যতটুক পবিত্র প্রেম ছিল, তাহা তোমাকে দিয়াছি, কিন্তু আমার যৎসামান্য প্রেমে তুমি সন্তুষ্ট হও নাই, তাহা আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিতে চাও, তাহাও বুঝিয়াছি; কি করিব? অপবিত্র হৃদয়ে তোমার প্রেম পবিত্র থাকিবে না, এই আশঙ্কা করিয়া, তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম; আমি নরকের কীট, তোমাকে ছাড়িয়া অবশ্য শান্তিতে থাকিতে পারিব না, কিন্তু তাই বলিয়া, তোমাকে কলঙ্কিত করিয়া জীবনে আর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিতে পারি না।

আমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—প্রোলোভনের মধ্যে আমার জীতেন্দ্রিয়ত্বের পরীক্ষা হইবে, আমার হৃদয় অসার, আজও প্রলোভনের দাস রহিয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়াও আপনাকে অটল রাখিতে পারি না, প্রলোভনে জয়ী হইতে আমি আজও সক্ষম হই নাই। যখন বুঝিলাম এ হৃদয় অল্পে অল্পে তোমার প্রতি আসক্ত হইতেছে, তখনই তোমাকে প্রলোভন বলিয়া বুঝিলাম; তখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ঠিক করিলাম। তোমার প্রতিও আমার তখন সন্দেহ হয়েছিল, তোমাকে এই প্রকার গরল পানে উদ্যত সন্দেহ করিয়া আমি তোমার পিতার নিকটে সকল

কথা বলিলাম; তিনি তোমাকে জানিতেন, আমার কথাকে তিনি উড়াইয়া দিলেন। এখন বুঝিয়াছি, তোমার হৃদয় পবিত্র, আমার হৃদয় অপবিত্র; এখন বুঝিয়াছি আমি তোমাকে সর্প জ্ঞান করিয়াছিলাম, আর তুমি আমাকে অমৃত জ্ঞান করিয়াছিলে; আজ তোমাকে মনের কথা বলি,—তুমিই অমৃত, আমিই সর্প; এ সর্পের বিষ তোমার সহ্য হইবে না, তাই তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। মরীচি! প্রলোভনে পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত আমি আজও হই নাই। আমি ডুবিলাম; আমার ধর্ম্ম জীবন অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। হায়! আমার উপায় কি হইবে?

আমার বেশ বিশ্বাস আছে, আমি তোমাকে আমার গরল দ্বারা দংশন করি নাই, কিন্তু কি জানি তবুও আশঙ্কা হয়, তাই বলিতেছি, যদি তুমি আমার বিষের দ্বারা দষ্ট হইয়া থাক, তবে পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিও, এ সকল কথা বলিবার অনেক কারণ আছে, সংসারের প্রেমের অনেক যন্ত্রণা, আমি স্ত্রীলোকের হৃদয়ে অনেক দিন হইল দংশন করিয়াছি; আমি জঘন্য মানব; আমি অযথা নিরপরাধিনী সরলা কামিনীর মনে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, আমি নরাধম, আমি নরপিশাচ। এ সকল কথা কেন বলিতেছি? আমি বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী অত্যন্ত সরলা ছিলেন, আমি তাহাকে যে সকল কষ্ট দিয়াছি, তাহাতেই আমার অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হইবে। আমার স্ত্রী আমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানিত না; কিন্তু অম্লান বদনে তাহার বক্ষে দংশন করিয়া তাহার সমক্ষে কত ন্যায় বিরুদ্ধ জঘন্য কার্য্য করিয়াছি; সে সকল শুনিয়া মরীচি তুমি আর কি করিবে? এ জীবন নরকের কীটের আধার, বিষম গরলে পরিপূর্ণ; তুমি আমাকে সর্পের ন্যায় পরিত্যাগ করিও।

আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভাল থাকিব না, আমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি; আমার জীবন সমা সুরবালার অদর্শন আমার অসহ্য, সেই যন্ত্রণায় অহরহ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দিন রাত্রি অবসন্ন ভাবে বিষাদে দিন কাটাই; আজ হইতে আবার তোমার অদর্শন জনিত কষ্টরাশি হৃদয়ে পোষণ করিলাম; জীবন হইতে ধর্ম্মের বোঝা বিসর্জ্জন দিলাম।

আমি যদি ভাল স্বামী হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে সংসারের সুখের মর্ম্ম বুঝাইতে পারিতাম; আমি অবলাকুলের ভালবাসার

অযোগ্য পাত্র, তাই কেবল তোমাকে কষ্টের কথা বলিলাম। কিন্তু সংসারে প্রেম অপবিত্র হইলেও তাহা সুখ শূন্য নহে। কর্দ্দমময় সংসারেই গঙ্গার অধিক আদর! প্রেমের অপরিস্ফুট চিত্রেও সংসারের রুক্ষতা ও কঠিনতা দূর হইয়া যায়, এই অপরিস্ফুট প্রেমেও কতলোক জীবন পাইয়া থাকে; আমি সে সকল বর্ণনা করিতেও কাতর হই, কারণ আমি স্বামীকুলের কলঙ্ক; সংসারের প্রেমের সুন্দর মূরতি আমার নিকটে পাইবে না।

আমি চলিলাম,—বোধ হয় তোমার বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিয়া চলিলাম, কোথায় যাইব জানি না, কত দিন হৃদয়ের আগুনে দগ্ধীভূত হইব, জানি না; ঈশ্বর আমাকে শান্তি দিবেন কি না জানি না, তবুও আবশ্যক বোধে, অলক্ষিত পথে জীবনকে ভাসাইলাম।

তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইও, কারণ তোমার হৃদয় পবিত্র, আমি অপবিত্র হৃদয়ে তোমার ছবি আঁকিয়া লইয়া চলিলাম, কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিব কি না জানি না।

তোমার পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইলে, আমার গুরুদেবের আশ্রমে লিখিও; তাহা হইলেই আমি পাইব।

তোমার অকৃত্রিম স্নেহের
সংসারের গরলধারী সন্ন্যাসী।

এই পত্র পড়িয়া মরীচি কি করিলেন; তাহা পরে বিবৃত হইবে। সন্ন্যাসী কোথায় চলিলেন? পাঠক! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইহাকেই একদিন শ্মশানে দেখিয়াছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তীরধারিণী ললনা।

সর্দ্দার তিন দিবস পরে যশলাল সিংহের সংবাদ লইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল, এবং সামান্য ঘটনাকে ভয়ানক করিয়া ইংরাজদিগের নিকট ব্যক্ত করিল। সর্দ্দারের সকল কথা বলা হইতে না হইতে ইংরাজ সৈন্য অগ্রসর হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল; নিমেষ মধ্যে চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

যখন সকলেই যুদ্ধের জন্য লালায়িত হইয়া ভীষণ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল, তখন সর্দ্দার বলিল—দোহাই ইংরাজ বাহাদুর, আমি অতি সামান্য জীব, কিন্তু যাহা বলিতেছি ইহা কখনই অব্যর্থ হইবে না, এত অল্প সৈন্য লইয়া তোমরা কখনও যশলালের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে না।' এই কথা শুনিয়া সকলেই প্রজ্জলিত অগ্নিশিখায় ঘৃত সংযোগের ন্যায় উষ্ণ হইয়া উঠিল, সকলেই সর্দ্দারের কথাকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু এই সময়ে, যিনি সমস্ত সৈন্যের অধ্যক্ষ, অতিশয় বুদ্ধিমান, ধীর, এবং চতুর, সকলকে অগ্রসর হইতে বলিয়া সর্দ্দারকে ডাকিয়া পুনরায় শিবিরে প্রবেশ করিলেন; শিবিরে যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই;———

সৈন্যাধ্যক্ষ। সর্দ্দার, তুমি কি প্রকারে জানিলে, আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না?

সর্দ্দার। যশলাল সিংহের সহিত কোন যোদ্ধা আজ পর্য্যন্ত সম্মুখ সমরে জয়লাভ করিতে পারে নাই; বিশেষতঃ আমাদের সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

সৈন্যাধ্যক্ষ। পর্ব্বতবাসীরা বন্দুক দেখিলেই পলায়ন করিবে।

সর্দ্দার। বন্দুককে কেহই ভয় করিবে না, কারণ যশলালের সকল সৈন্যই গোপনে থাকিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। আর যশলাল কি করিবে?

সর্দ্দার। যশলাল কেবল পরামর্শ দিবে; কিন্তু যখন দেখিবে যে শত্রুকুল প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আপনি তরবারি লইয়া বাহির হইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। যশলালকে আমরা ধরিতে পারিব না?

সর্দ্দার। কোন প্রকারেই না।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তবে আমরা কি করিব?

সর্দ্দার। উপায় আছে; কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রার্থনা করুন, আর এ দিকে আমি অজ্ঞাতসারে সিকিমের রাজার নিকট গমন করি।

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজার নিকট গমন করিলে কি হইবে?

সর্দ্দার। আমি প্রলোভন দ্বারা রাজাকে নিশ্চয় বশ করিতে পারিব। যশলাল সিংহের বিরুদ্ধে কথা বলিলে রাজার মন নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজা কি যশলালকে বিশ্বাস করে না।

সর্দ্দার। বিশ্বাস করেন, কিন্তু টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া আমার কথা শুনিবেন, এ প্রকার বিশ্বাস আছে; নচেৎ যশলাল থাকিতে ত আর কোন উপায় দেখি না; যতদিন রাজা যশলালের পরামর্শ মতে চলিবেন, ততদিন এই সকল স্থান অধিকার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজাকে টাকা দিলেই যদি যশলালের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তাহা হইলে আর কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

সর্দ্দার। সকল স্থানে কেবল প্রলোভনে কার্য্যোদ্ধার হয় না। ভয় প্রদর্শন ব্যতীত এ দেশীয়দিগের মন সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার কথা যদি রাজা না শুনেন?

সর্দ্দার। আমি এক সময়ে রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলাম, আজ কাল যদিও তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বটে, কিন্তু তথাপি আমি যদি বলি যে আপনার হিত সাধনের জন্য আমি সাহেবদিগের পক্ষে গিয়াছিলাম, তাহা হইলে তিনি সকলই বিস্মৃত হইবেন। আর যদি আমার কথা তিনি না শুনেন, তবে তখন যুদ্ধ করিলেই হইবে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। এ সকল কথা তুমি পূর্ব্বে বল নাই কেন?

সর্দ্দার। পূর্ব্বে সময় পাইলে বলিতাম; যশলালের নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরামর্শ করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এত শীঘ্র আপনি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, কখনও ভাবি নাই।

সৈন্যাধ্যক্ষ আর কিছু না শুনিয়া বলিল,—সর্দ্দার। তুমি অনেক পুরস্কার পাইবে, অদ্যকার যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হইতে না পারি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সিকিম রাজার নিকট পাঠাইব। তুমি এখন বিশ্রাম করিতে যাও। এই বলিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ অশ্বারোহণ করিয়া কষাঘাত করিলেন, অশ্ব নিমেষ মধ্যে বিদ্যুৎবৎ সমর সন্নিধানে চলিল।

সমর কোথায়? সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, কেবল পথিমধ্যে তাহার সৈন্যগণের মৃত দেহ লক্ষিত হইতে লাগিল; তিনি মৃত দেহ লক্ষ্য করিয়া অশ্ব চালাইলেন। যত যাইতে লাগিলেন, ততই মৃত সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিতে লাগিলেন, সকলের শরীরেই তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া তিনি কি মনে করিলেন? সর্দ্দারের কথা তাহার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইতে লাগিল।

যাইতে যাইতে অশ্ব ক্লান্ত হইল; একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় অশ্ব পদস্খলিত হইয়া অপ্রশস্ত রাস্তায় পড়িয়া গেল, সৈন্যাধ্যক্ষ আশ্চর্য্য কৌশলে আপনাকে রক্ষা করিয়া অশ্বের বল্‌গা পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রস্তর খণ্ডের উপরে লম্ফদিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাহার পায়ে একটী তীর বিদ্ধ হইল। তিনি আপন অসির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিকে নয়নকে ফিরাইয়া দেখিলেন, একটী যুবতী যুদ্ধের বেশে তাহার পশ্চাৎদিকে ধাবিত হইয়া আসিয়াছে; যুবতীর বাম হস্তে ধনুকের ফলক, দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা; যুদ্ধেরবেশে রমণীকে দেখিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ চমকিত হইলেন; হস্তের অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, বীর দুহিতা! আহত সৈনিকের প্রতি আর অস্ত্রাঘাত করিও না, এই দেখ আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।

যুবতী বলিলেন,—সেদিনকার কথা স্মরণ কর, পাষণ্ড, সে দিন কোন্ অপরাধে মন্দিরবাসী ধর্ম্ম যাজকগণের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলি? আমরা পর্ব্বতবাসিনী, নিরাশ্রয়া, অস্ত্রবিহীনা, কোন্ অপরাধে সে দিন আমাদিগকে চরণে মর্দ্দন করিয়াছিলি?

বলিতে বলিতে নিমেষ মধ্যে রমণী সৈনিকের নিকটে আসিয়া পড়িলেন, সৈন্যাধ্যক্ষ এক মাত্র কৃপার উপর নির্ভর করিয়া রমণীর নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন; বলিলেন,—বীর দুহিতা! আমরা নারকী, আত্ম রক্ষা কর, আর কখনও ওপ্রকার জঘন্য কার্য্য করিব না।

যুবতী ভীমস্বরে বলিলেন,—দুর্ব্বৃত্ত হিংস্র জন্তুকে ফাঁদে ফেলিয়া কে কবে ছাড়িয়া দিয়াছে? বিষম গরলধারী ভুজঙ্গকে পদতলে ফেলিতে পারিলে, কে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়? পাষণ্ড! এই ছুরিকা দ্বারা আজ তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিব।

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন,—বিদীর্ণ করিও, কিন্তু একটী ভিক্ষা চাই।

যুবতী। কি বল্? শত অপরাধ ভুলিয়াও তাহা পালন করিব।

সৈন্যাধ্যক্ষ। ভিক্ষা এই,—অদ্যকার যুদ্ধ কে করিল?

যুবতী। মন্দিরবাসিনী রমণীগণের হাতেই অধিক সংখ্যক সৈন্য হত হইয়াছে, বক্রী সৈন্যগণকে ধাবিত করিতে দুই দল বাবার অধীনস্থ তীরধারী সৈন্য গিয়াছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার বাবা কে?

যুবতী। আমি যশলাল সিংহের দ্বিতীয় কন্যা। বাবার নাম, পাষণ্ড, কখনও শুনিয়াছিস্?

সৈন্যাধ্যক্ষ। তোমার বাবা থাকিতে তুমি যুদ্ধে আসিয়াছ কেন?

যুবতী। আমাদিগের মন্দিরের অত্যাচার আমরা ভুলি নাই!

সৈন্যাধ্যক্ষ। আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জানিয়াছি, তোমার যাহা ইচ্ছা এখন তাহাই কর।

যুবতীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল, হস্তের ছুরিকা হস্ত হইতে পড়িয়া গেল, বলিলেন, যাও সাহেব তোমাকে ক্ষমা করিলাম, এ অঞ্চলে আর কখনও আসিও না। এই বলিয়া যুবতী সাহেবের নিক্ষিপ্ত অসি লইয়া স্থানান্তরে চলিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ আস্তে আস্তে শিবির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ।

সৈন্যাধ্যক্ষ মৃদু মৃদু পদসঞ্চারণ করিয়া শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন; শিবিরের নিকট যাইয়া দেখিলেন, শিবির লুণ্ঠিত হইয়াছে, তিনি

আর বিলম্ব না করিয়া দারজিলিং যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সেই বিশ্বাসী সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ হইল, সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন,—সর্দ্দার! তুমি কোথায় চলিয়াছ?

সর্দ্দার। আর কোথায় যাইব? অদ্যকার দুর্দ্দশার সংবাদ দিতে দারজিলিং চলিয়াছি।

সৈন্যাধ্যক্ষ। দুর্দ্দশার সংবাদ কিছু পাইয়াছ?

সর্দ্দার। যথেষ্ট পাইয়াছি, দুইটী সৈন্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা বলিল, অতি কষ্টে আমরা দুই জন প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছি, আর সকলেই যুদ্ধে হত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইবার এক দণ্ড পরেই যশলাল সিংহ সৈন্য লইয়া শিবির আক্রমণ করিতে আগমন করেন। শিবির রক্ষার্থ যে কয়েক জন প্রহরী ছিল, তাহারা সকলে পূর্ব্বেই পলায়ন করিল, আমি উপায়হীন হইয়া যশলালকে বলিলাম "যশলাল—সকল অপরাধেরই দণ্ড আছে, ইহা মনে রাখিও; এই ভাবেই চিরদিন যাইবে না; এখনও সাবধান হও।" সে বলিল—তুই দেশের কাপুরুষ, কৃতঘ্ন, তুই অর্থের গোলাম; স্বদেশের প্রতি তোর ন্যায় অকৃতজ্ঞ নারকীর দণ্ড কি নাই? আমরা দেশকে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি দণ্ডনীয়ও হই, তবে জীবনকে সার্থক মনে করি, তোর দণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

আমি বলিলাম,—আমার কি দণ্ড যশলাল?

যশলাল। তোর কি দণ্ড? মনে করিস্ না, ইংরাজ বাহাদুর প্রবঞ্চকদিগকে দণ্ড বিধান না করিয়া ছাড়িবেন? আমি বলিলাম—আমি তাহাদিগের প্রতি কি প্রবঞ্চকের কার্য্য করিয়াছি?

যশলাল। ইংরাজের প্রতি করিবে কেন? তোর স্বদেশের প্রতি করিয়াছিস্; নিশ্চয় জানিস্ তুই চিরকাল সকলের নিকটে অবিশ্বাসী হইয়া থাকিবি।

সৈন্যাধ্যক্ষ মনে মনে হাসিলেন।

সর্দ্দার কহিল—"আমি বলিলাম সে চিন্তা তোমার করিতে হইবে না, আপনার জন্য সতর্ক হও।

সৈন্যাধ্যক্ষ স্নেহযুক্ত স্বরে বলিলেন, সর্দ্দার তুমি, প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।

সর্দ্দার বলিল; "তারপর যশলালের আজ্ঞায় শিবির লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, আমি শিবিরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইলাম, ভাবিলাম যত পূর্ব্বে কলিকাতায় সংবাদ প্রেরিত হইবে, ততই মঙ্গল।"

সৈনাধ্যক্ষ।—যা'ক, এখন আর গত বিষয় স্মরণ করিয়া প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বে তোমার কথা শুনিয়া চলিলে আর কোন বিপদ ঘটিত না। এখন তোমার প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিব। তুমি গোপনে সিকিম রাজার নিকটে অর্থ প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া যাও, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও, যে যশলাল বিশ্বাসঘাতকী; যশলাল বিশ্বাসঘাতকী তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই আর ভাবনা থাকিবে না, আমি আজই জলপাইগুড়ীতে সৈন্য আনয়নের জন্য লোক পাঠাইব, অন্যান্য স্থানেও সংবাদ পাঠাইব।

সর্দ্দার। চলুন, আপাততঃ দারজিলিং যাই।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সর্দ্দার দারজিলিং পৌঁছিলেন, দুই জনেই দুটী অশ্ব লইয়াছিলেন, দারজিলিং পৌঁছিতে দুই ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

সৈনাধ্যক্ষ দারজিলিং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পূর্ব্বেই সমস্ত স্থানে সংবাদ পাঠান হইয়াছে, তিনি প্রচুর অর্থ এবং উপঢৌকন সহিত সেই দিনই সর্দ্দারকে সিকিমে প্রেরণ করিলেন। তিন দিবসের মধ্যে অনেক সৈন্য আসিয়া একত্রিত হইল; কলিকাতা হইতে অনুমতি আসিল, "বিনা বিলম্বে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।" চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন হইতে লাগিল; নানা স্থান হইতে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল; যুদ্ধের প্রণালী ঠিক করিবার জন্য দারজিলিং সহরে মন্ত্রী সভা বসিল। চারিদিন পরে সর্দ্দার সিকিম হইতে ফিরিয়া আসিল, সর্দ্দারের মুখ প্রফুল্ল, বলিল, "সিকিমের রাজা যশলালের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন; উপঢৌকন পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; আমরা তাঁহার স্বার্থের পথ রুদ্ধ না করিয়া যাহা বলিব, তাহাই তিনি করিতে সম্মত হইয়াছেন।"

মন্ত্রি-সভা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সর্দ্দার, তুমি এখনই আবার সিকিমে যাও,—রাজাকে বলিও নিম্নলিখিত বিষয়ে তিনি প্রতিবদ্ধ কর্‌ন করেন।

১ম। যশলাল সিংহকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন, আমাদের ইচ্ছানুসারে দণ্ডবিধান করিব।

২। বড় রঙ্গিতের দক্ষিণ সীমা হইতে দারজিলিং পর্য্যন্ত সকল স্থান ইংরাজের অধীন হইবে। আর দারজিলিং সম্বন্ধেও তাহার আর কোন দাওয়া থাকিবে না; তাহাকে আমরা যথেষ্ট অর্থ সাহার্য্য করিব।

সর্দ্দার এই সংবাদ লইয়া অশ্বারোহণে সিকিমে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে মন্ত্রি সভা সৈন্যদিগকে অনুমতি করিলেন, "তোমরা যশ-লাল সিংহের অধীনস্থ সকল সৈন্যগণের সহিত এখনি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও। যশলাল এখন সীমা পরিত্যাগ করিয়া সিকিমে গিয়াছেন, এই সময়ে অনায়াসে সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে পারিবে।

অনুমতি পাইয়াই সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রায় দশ সহস্র সেনা একত্রিত হইয়াছিল, সকলই যুদ্ধ নিনাদ করিতে করিতে যশলালের দুর্গ বেষ্টন করিতে অগ্রসর হইল। সৈন্যা-ধ্যক্ষ অশ্বে কষাঘাত করিয়া উৎসাহিত মনে পুনঃ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। মন্ত্রি সভাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যশলাল সিংহ সীমান্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধের ৪ দিন পরে সিকিমে গমন করেন। যাইবার সময় মনে ভাবিয়াছিলেন, রাজা জয়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তিনি আমাকে পুরস্কার দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

আহ্লাদিত মনে যশলাল যথা সময়ে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হই-লেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন; যশলালকে দেখিলে কখনও রাজা বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না; ইংরাজের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া যশলাল আসিয়াছেন, আরো আদর পাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু রাজা যশলালের সহিত কোন প্রকার আলাপ না করিয়া আপন গৃহে গমন করিলেন। এই প্রকার পুরস্কার পাইয়া যশলাল অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রায় এক প্রহর পর আজ্ঞাবাহক যশলালের নিকট সংবাদ লইয়া আসিল, আপনাকে মহারাজ আহ্বান করিয়াছেন, যশলাল সিংহ চিন্তা করিতে করিতে রাজার নিকট গমন করিলেন।

রাজা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—যশলাল। তুমি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে কেন?

যশলাল। আপনি আমার প্রতি সকল ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন,

আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যদি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ না করি, তবে নিশ্চয় তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের অভিষ্টসিদ্ধির স্থানে গমন করিবে; আরো ভাবিলাম, ইংরাজেরা একবার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে একেবারে সকল হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। এ প্রকার স্থলে যুদ্ধ না করিয়া কি করি?

রাজা। তুমি অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছ, ইংরাজগণ আমাদিগের পরম বন্ধু, তুমি কোন্ প্রাণে ইহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে?

যশলাল। আমি ত আগে যুদ্ধে যাই নাই, তাহারাই আমাকে আক্রমণ করেছিল।

রাজা। তুমি তাহাদের পথ রুদ্ধ করিলে কেন?

যশলাল। আপনার আদেশে।

রাজা। যশলাল সতর্ক হইয়া কথা বলিও, তোমার পাপের পুরস্কার তুমিই পাইবে; সহস্র চেষ্টা করিলেও আমাকে তাহার মধ্যে ডুবাইতে পারিবে না।

যশলাল। যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে তাহার দণ্ড অবশ্যই পাইব।

রাজা। তুমি নিশ্চয় পাপ করিয়াছ।

যশলাল। তবে আমার দণ্ড বিধান করিবে কে?

রাজা। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ।

যশলালের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সক্রোধে বলিলেন;—ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বিখণ্ড করিব, যশলালের দণ্ডবিধান এসংসারে কে করিবে? যদি ন্যায় অন্যায়ের বিচার সম্ভব হয়, তবে তাহা কখনই আপনার ন্যায় অর্থের গোলামের দ্বারা নহে; কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, আমার পুরস্কার আমি পাইব।

রাজা। কি পুরস্কার যশলাল? তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের আবার পুরস্কার কি?

যশলাল। আপনি অর্থের গোলাম, আমার কার্য্যের পুরস্কার আপনি কি দিবেন? তবে সর্ব্বদর্শী যিনি, তাঁহার নিকট কখনও আমি উপেক্ষিত হইব না।

রাজা। কি পুরস্কার যশলাল? তুমি কি কার্য্য করিয়াছ?

যশলাল। কি করিয়াছি? তাহা আপনার ন্যায় অকৃতজ্ঞ মানবের

নিকট বলিলেও দুঃখ হয়। এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহা এদেশের বিজ্ঞ মাত্রেরই হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে; আজ আমি আপনার স্বীয় প্রভুর নিকট উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও স্বদেশীর নিকট আমি কখনই অবিশ্বাসী নহি, ঈশ্বরের নিকট কখনও অপরাধী নহি। আপনি অর্থের গোলাম, আপনি আমার কার্য্য কি বুঝিবেন?

রাজা। যশলাল! তুমি আমাকে যথেচ্ছ অপমান করিতেছ, তোমাকে এখনই দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

যশলাল নতশিরে বলিলেন,—রাজা ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব, ন্যায়ের সোপান, প্রেমের আধার, কিন্তু আপনি কি রাজা? আপনাকে রাজা বলিতে কখনই ইচ্ছা করি না।

রাজা। যশলাল, সাবধান; আমি রাজা নহি, তবে রাজা কে?

যশলাল। এই হতভাগ্য দেশের রাজসিংহাসন আজ শূন্য রহিয়াছে। দেশের কল্যাণের প্রতি, দেশের উন্নতির দিকে যাহার দৃক্‌পাত নাই, সে কখনই এই ঈশ্বর সৃজিত স্বাধীন দেশের রাজা নহে; রাজসিংহাসন আজ শূন্য রহিয়াছে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব ভিন্ন অর্থের গোলাম কখনও এ সিংহাসনের রাজা হইবার অধিকারী নহে।

রাজার হৃদয়ে আঘাত লাগিল, বলিলেন যশলাল! সাবধান, এখনি তোমাকে বন্দী করিব। আমি এই সিংহাসনের অধিকারী, তাহা কি ভুলিয়াছ?

যশলাল। আপনি কৃতঘ্ন, আপনি কাপুরুষ, অর্থের দাস, ইংরাজের গোলাম, স্বদেশের প্রাণহন্তারক, আপনাকে এক দিন ভয় করিয়া থাকিলেও আজ ভয় করিতে পারি না।

রাজা। বশ্যতা স্বীকার কর; যশলাল, তুমি অবশ্য দণ্ড ভোগ করিবে।

যশলাল। তোমার কি সাধ্য আমার প্রতি কিম্বা আমার দেশের প্রতি দণ্ড বিধান করিবে? তুমি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছ; তুমি মাতৃভূমির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বিষের প্রণালীকে রাজ্যে আনয়ন করিয়াছ, তুমি কৃতঘ্ন, নরাধম, কাপুরুষ, তোমাকে ভয় করিয়া যে দিন চলিতে হইবে, সে দিন আপনিই এই অসির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া থাকিব কাহার

জন্য? মনে করিও না যশলাল দণ্ডের জন্য ভীত হইয়াছে,—আমি স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়া থাকি, দেশের নিকট অবশ্য আমি দণ্ড পাইব। কিন্তু তুমি কে?

যশলালের ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা চমকিত হইলেন, বলিলেন—এখনি তোমাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিব।

যশলাল। তোমার সে ক্ষমতা নাই, এই অসি আমার হাতে থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই, আমার নিকট আসিতে পারে; তুমি কাপুরুষ, তুমি আমার বাহুবল কি প্রকারে বুঝিবে?

এই সময়ে সংবাদ আসিল ইংরাজেরা যশলালের সৈন্যগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিয়াছে, এবং অচিরে সিকিমে আসিয়া পৌছিবে।

যশলালের হৃদয় মন অস্থির হইল, বলিলেন,—পাপিষ্ঠ, নরাধম, কৃতঘ্ন, তোর চক্রান্তেই এই দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইল। এই বলিয়া যশলাল স্বীয় অসি নিষ্কোষিত করিয়া, আপন অশ্বারোহণ করিয়া ইংরাজগণের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সহস্র সহস্র পর্ব্বতবাসী যশলালের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে সমস্ত সিকিম প্রদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, তারপর অশ্বারোহণে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট গমন করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ চিত্র কে দেখিবে?

ধনীর বাড়ী—লোকে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানায় অবিশ্রান্ত পিপিলিকার ন্যায় সারি সারি লোক আসিতেছে ও যাইতেছে; গান বাদ্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত। পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহকারী মৌমাছিই জানে মধুর আদর, কিন্তু বহুদিন সঞ্চিত মধুভাণ্ডার লুণ্ঠনকারী তাহা কি প্রকারে বুঝিবে? মৌমাছির ছয় মাসের পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে যখন লুণ্ঠনকারীর করায়ত্ত হয়, তখন তাহার পক্ষে সে মধুর আদরের পরিমাণ করা সামান্য ব্যাপার নহে। মধু সংগ্রহকারী মৌমাছির ন্যায় যাঁহারা আপনারা বঞ্চিত থাকিয়া, অনবরত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করত অর্থ সঞ্চয় করেন, তাঁহারা জানেন অর্থের আদর কি, কিন্তু সেই সঞ্চিত অর্থরাশি যখন অপর কোন ব্যক্তির অদৃষ্টে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্ট স্বীকারে মিলিয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে সে অর্থের উপযুক্ত আদর কখনই সম্ভবে না; সুতরাং অনায়াসে সে সেই সঞ্চিত অর্থরাশি নিমেষমধ্যে উড়াইয়া দিতে পারে। বসন্তপুর উত্তর বাঙ্গালার একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, ইহাতে অনেক ধনী লোকের বাস। আমরা যে ধনীর বাড়ীর বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে ধনী সময় গহ্বরে আত্মপ্রতিমা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বিষয় স্ত্রীর নামে রেজেষ্টারি করা হইয়াছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সাবালক পুত্রের হাতে তাঁহার সঞ্চিত মধুর ভাণ্ডার অকালে পড়িয়াছে; ধনীর পুত্র যে সকল দোষে দূষিত থাকে, ইনি তদপেক্ষা কম নহেন; নাম হরনাথ রায়। হরনাথ পিতার আদরের পুত্র, আদরে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুখ ও ভোগ বিলাস ইহার জীবনের সহচর। বাল্যকাল হইতেই বিলাসের দাস হইয়া মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইনিই এক্ষণ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; ইহার আলালের

সীমা নাই ; বাড়ী এয়ারদলে পরিপূর্ণ ;—কিন্তু সমস্ত বাড়ী নহে, কেবল বাহির বাড়ীই আমোদের ভাণ্ডার, আর অন্তর মহল ? ঘোরতর বিষাদের আকর ! আমরা একবার সেই অন্তর মহলে প্রবেশ করিয়া দেখিব। কি দেখিতে পাই ? অন্তর মহল সকল প্রকার আমোদ শূন্য, দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। একটী বিধবা রমণী এক ঘরে পড়িয়া দিন রাত্রি অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন ; আর এক ঘরে একটী যুবতী অধো-বদনে বাম হস্তে মস্তক ন্যস্ত করিয়া মলিন ভাবে কতই কি চিন্তা করিতে-ছেন; সম্মুখের মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তের সূচিকা দ্বারা চিত্রিত ও বিদারিত। যুবতী সেই চিত্রের প্রতি এক ভাবে চাহিয়া চিন্তা করিতেছেন ; কি চিন্তা করিতেছেন ? আমরা জানি না ; তবে জানি ঐ বিধবা রমণী হরনাথের গর্ভধারিণী জননী ; আর ঐ যুবতী হরনাথের সহধর্ম্মিনী ; নাম সুরবালা। সুরবালা মলিন বসনা, শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ।

'বউ ! ও কি, তুই মাটিতে আঁক কাটিয়া কি দেখছিস ?'

"সেদিন ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, মাটিতে আঁক কাটিয়া আয়ু গননা করা যায় ; তাই দেখছি আর কদিন পোড়া সংসারে থাকব।"

'ছি ওকি বউ, অমঙ্গল কামনা করিস্ কেন ? তোর আবার ভাবনা কি, তুই ত রাজরাণী।

সুরবালা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, নিমেষ মধ্যে তাঁহার নয়ন বিদ্যুৎ-বৎ আশ্চর্য্যরূপে ঝলসিয়া উঠিল, বাষ্পে নয়ন পরিপূর্ণ হইল, মৃদু স্বরে বলিলেন ;—আর বাঁচিতে সাধ নাই, শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর চক্ষে জল দেখিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়, মনের মধ্যে কত প্রকার অমঙ্গলের ভাব উপস্থিত হয়। শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর মুখ যতদিন প্রফুল্ল ছিল, ততদিন এ বাড়ীতে লক্ষ্মী ছিল, এখন আর সে দিন নাই ; এখনকার দুরবস্থার বিষয় ভাব্‌লে হৃদয় অস্থির হয়।

'এ গ্রামের মধ্যে তোদের বাড়ীতে যেমন আমোদ, প্রমোদ, এমনত আর কোথায়ও না ; তোদের বাড়ীর লক্ষ্মী আবার কোথায় যাবে ?'

"যাক সে সকল কথায় আর কাজ নাই, যে দুঃখে আমি দিন রাত্রি কাটাই, মনের মানুষ ভিন্ন সে দুঃখের যাতনা আর কে বুঝিবে ? আপনি আর কথা তুলবেন না।"

'সে কি বউ ? বল্ না তোর কি কষ্ট ? তোর স্বামী কি আবার বিয়ে

করবে? কেন, তোর সন্তানাদি হলো না বলে বুঝি? এমন সোণার পদ্ম-তে কাঁটা রয়ে গেল; তাইত এমনি করে আর তোর কদিন যাবে?'

"স্বামী যদি বিয়ে করতেন, তাতে আমার কষ্ট কি? বরং স্বামী যদি বিয়ে করে সুখী হন, সে ত আমার পরম সুখের কথা। স্বামীর সুখেই আমার সুখ, তাতে আমার কষ্ট কি? স্বামীর চরণ পূজা ভিন্ন আর স্বামীর নিকটে অধিক কিছুই আশা করি না; আপনি ওপ্রকার কথা বলবেন না, ওপ্রকার কথা শুনলে আমার মনে আঘাত লাগে।"

— 'তুই তা বুঝবি কি? সতিনের জ্বালা ত কখনই সয়ে দেখিস্ নি, তুই তা কি বুঝ্‌বি?

"সতিন আবার কি? স্বামীর প্রিয়পাত্রী আমার হৃদয়ের সামগ্রী; স্বামীর ভালবাসার জন আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু, তা হতে আবার কষ্ট পাব কেন?

'তবে তুই কি ভেবে মরতে চাচ্ছিস্? ধন, জন, মান, সম্ভ্রম এর ত কিছুরই অভাব নাই।'

"যার ঘরে মা লক্ষ্মী থাকেন, তার ঘরে কিছু না থাকিলেও সুখ থাকে; আমাদের ঘর থেকে মা লক্ষ্মী চলে গিয়াছেন।"

'সে কোন কাজের কথাই না; তোর স্বামী বুঝি আর তোর কথা শুনে না?'

"স্বামী আমার কথা শুনুন আর না শুনুন, তাতে কি? আমার ন্যায় স্ত্রীর কথা না শুনলে স্বামীর কি ক্ষতি; তাতে আমারই বা কষ্টের বিষয় কি?"

'তবে তোর মনের কথা কি বল্ না?'

সুরবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যদি সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে বুক চিরিয়া মন দেখাইতাম। এই বলিয়া আলুলায়িত কেশা, মলিন বসনা সুরবালা সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বশ্রু ঘরে।

সুরবালা, শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে গৃহে শোক শয্যায় শয়িতা ছিলেন, মৃদু মৃদু পদ সঞ্চারণ করিয়া সেই ঘরে গেলেন; যাইয়া মৃদুস্বরে শ্বশ্রু ঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'দেখুন, আপনি ত আমাকে চিরকালই বালিকার ন্যায় মনে করেন, সেই জন্য কখনও আমি আপনাকে কোন কথা বলি নাই; কিন্তু এখন আর না বলিয়া থাকিতে পারি না; আপনি এই চারিমাস শোক শয্যায় শুইয়া রহিয়াছেন, ইহার মধ্যেই টাকা কর্জ্জ আরম্ভ হইয়াছে; শ্বশুরঠাকুরের মৃত্যু সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, '৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ রহিলো, আর বিষয়ে ১৬০০০। ১৭০০০ আয় আছে, ইহাতেই তোমরা সুখে কাটাইয়া যাইতে পারিবে।' এই চারিমাসের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল, এ ত সহজ কথা নহে; আপনি আর চুপ করিয়া থাকিবেন না; এক বার ডাকিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন। গুরুঠাকুর মহাশয় আপনাকে যে সকল কথা বলেছিলেন, তাহা ত একেবারেই ভুলে গেলেন। কি উপায় হবে, আমি ত ভাবিয়া কিছুই ঠিক পাই না। নায়েব মহাশয় কাল বলিতেছিলেন, 'খাজনা দাখিলের আর পনের দিন মাত্র বাকী আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও টাকার কোন প্রকার চেষ্টা হইতেছে না; কর্ত্তা বাবুত সখের যাত্রা দল লইয়াই উন্মত্ত হয়েছেন, দুই তিন দিনের মধ্যে কলিকাতায় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইবেন; যাত্রাদলের সরঞ্জম ক্রয় করিবার জন্য ৩০০০ তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করেছেন। বুড় ঠাকুরুণ শোকে অন্ধ ও অস্থির, আমরা আর কি করিব? যার টাকা খাব, তার দুর্দ্দশা দেখিলে, আমরা আর থাকতে পারি না। বুড় শিকদার সকল কথা আমার নিকটে বলে দেয় বলে, তাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। আপনি আর এই প্রকার অবস্থায় থাকিবেন না; থাকিলে নিশ্চয় কিছুদিন পরে ভাতের জন্য কাঁদিতে হইবে।

পুত্রবধূর নিকট এই সকল বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া হরনাথের মাতা ঠাকুরাণী শোকশয্যা পরিত্যাগ করিলেন; অনাহারে অনিদ্রায় শরীর জীর্ণ হইয়াছে, উঠিবার শক্তি রহিত, তবুও অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, তার পর বধূকে বলিলেন,—"হরনাথকে ডাকিতে বল; আমার চলিয়া যাইবার শক্তি নাই।'

সুরবালা গৃহান্তরে যাইয়া এক জন চাকরাণীকে বলিলেন,—তোর দাদা বাবুকে মা ডাক্‌তেছেন, তুই ডেকে নিয়ে আয়।

চাকরাণী হরনাথ বাবুকে ডাকিতে গেল, সুরবালা আস্তে আস্তে শাশুড়ীর গৃহের পার্শ্বে স্বামীর উত্তর শ্রবণ করিবার আশায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

হরনাথ বাবু ভাল পোষাক পরিধান করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন করিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন, এমন সময়ে চাকরাণী তাহার মাতার নিবেদন বলিল। হরনাথ বাবু বিরক্তির সহিত সঙ্গী-দিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মা, তুমি আমাকে ডেকেছ কেন? তোমার কি আজ অসুখ বেড়েছে? আমি এখন বেড়াতে যাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে এখন ডাকিলে কেন?

মাতা। হরনাথ! আমার আর মরিবার অনেক দিন বাকী নাই, এই সময়ে আর কেন আমার কাটা ঘায়ের উপর আঘাত করিস্? আমার মৃত্যুর পর তোর যা ইচ্ছা তাই করিস্, এখন ক্ষান্ত হ।

হরনাথ। কি মা, ওরকম কথা বল কেন? আমি তোমার কি করেছি?

মাতা। করবি আমার মাথা! কত টাকা কর্জ্জ করেছিস্?

হরনাথের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল, মাতার কর্ণে এ সকল কথা কি প্রকারে প্রবেশ করিল, এই চিন্তায় মস্তিষ্ক অস্থির হইল; বলিলেন,—বাবার মৃত্যু সময় নগদ যা কিছু রেখে গিয়াছিলেন, সে সকল ত বাবার শ্রাদ্ধের সময়েই ব্যয় হয়ে গেছে, তার পর এই তিন মাসে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করেছি মাত্র।

মাতা। আমি সকল কথাই শুনেছি, কাল হতে বিষয়ের ভার আমার হাতে রাখ্‌ব; আমি বেঁচে থাক্‌তেই তোর এত বেয়াদবি?

হরনাথের শরীর বিকম্পিত হইল; মাকে হরনাথ যমের ন্যায় ভয়

করিতেন; বলিলেন, মা! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ক্ষমা কর। এই বার হতে তুমি যা বলিবে, আমি তাই করব, তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতেছি, আমি আর তোমার কথার অন্যথা কর্‌ব না।

মাতা। আমি যা বল্‌ব, তাই কর্‌বি? আজ হতে আর কাহার সঙ্গে ঘরের বাহির হতে পার্‌বিনে; আজ হতে এ বাড়ীতে কোন মাতাল স্থান পাবে না; আজ তোর মদ্ খাওয়া ছাড়্‌তে হবে, আজ হতে সুরবালার কথানুসারে কার্য্য করতে হবে।

হরনাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, মা! আমি সকলি পারব, কিন্তু মদ্ ছাড়তে পারব না; মা তোমার পায়ে পড়ি, আমি তোমার কথা ভিন্ন অন্য কাহারও কথা শুনে কাজ কর্‌তে পারব না।

মাতা। তবে দূর হ, তুই আমার বিষয়ের কোন অংশের অধিকারী হতে পার্‌বি নে। এই বলিয়া মাতা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, আজ হতে হরনাথকে একটী পয়সা দিবে না, তুমি আমার নায়েব, হরনাথের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, আজ হতে আমার কথার অন্যথা করিয়া কখনও চলিবে না। সর্দ্দারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার বাড়ীর ভিতরের কিম্বা বাহির মহলে হরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যদি কোন লোক প্রবেশ করে, তবে আমি প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করিয়া জরিমানা করিব।

তাহার পর সুরবালাকে ডাকিয়া বলিলেন, বউ! আমার হরনাথকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি যদি আজ হতে ইহাকে ভাল করিতে না পার, তবে আর কখনও তোমার কথা শুনিব না। আমি পেয়াদাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেব, হরনাথ আর বাড়ীর বাহির হইতে পারিবে না।

হরনাথের মাতার নির্জ্জীব বাক্যেও সমস্ত বাড়ী কম্পিত হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। হরনাথ নির্ব্বাক হইয়া সুরবালার সহিত অন্য গৃহে গমন করিলেন। এক মুহূর্ত্ত পর হইতেই হরনাথের মাতার কথানুসারে কার্য্য চলিতে লাগিল।

বাহিরে যে সকল সঙ্গী হরনাথের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা ক্ষুন্ন চিত্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। সহসা সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ নির্ব্বান হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাখী শিক্‌লি কাটিয়া পলাইল।

স্বামীকে লইয়া সুরবালা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরনাথের আর যত দোষ থাকুক, একটী গুণ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন, তাঁহার হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। সুরবালাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। পঙ্কিল সংসারের কুসংসর্গ তাঁহার স্বচ্ছ সলিলবৎ জীবনকে কর্দ্দমময় না করিলে, তাঁহার জীবন অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত; কিন্তু অর্থ ও পিতা মাতার আদর প্রভৃতিতে প্রথমে, এবং প্রলোভনযুক্ত কুপরামর্শ শেষে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অসারত্বে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে; তবুও পরিস্কার করিয়া লইলে, হরনাথের মনে অনেক সদ্গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃভক্তি তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান; হরনাথের দেব প্রকৃতির অংশ কেবল মাতৃভক্তিতে নিবদ্ধ ছিল।

সুরবালা স্বামীকে গৃহে লইয়া বিছানার উপরে বসাইলেন, তারপর বলিলেন,—দেখ্‌লে ত, আমার কথা তুমি তখন শুন নাই, এখন বলত তোমার কোন্ সঙ্গী তোমাকে রক্ষা করবে? এখন আমার হাতে পড়েছ, আজ বেশ করে শিখায়ে দিব।

হরনাথ। তুমি আমাকে কি শিখাবে? তুমি ত আর মদের পাত্র হাতে করে আমার মুখে ধরতে পারবে না, যে তাতে আমি ভুলে যাব? তুমি আর আমাকে কি শিখাবে?

সুরবালা। তা বটেই ত, আমি বিষ পাত্র তোমার মুখে ধর্‌তে পার্‌ব না বলে তোমার মনে বিশ্বাস আছে যে, আমি আর কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না?

হরনাথ। কি কর্‌বে?

সুরবালা। থা'ক, ঠাট্টা তামাসায় আর প্রয়োজন নাই, আমি কেমন একটী গান শিখেছি, শুন্‌বে?

পাখী শিকলি কাটিয়া পলাইল।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল জৎ।

সুন্দর বনের পাখী, ইচ্ছা দেখি নয়ন ভরে,
শিখাই সুবোল তারে, বেঁধে রাখি প্রেম শৃঙ্খলে ॥
দিতে পারি দেহ প্রাণ, এছার যৌবন মান,
যদি ছেড়ে বনের আশা, বসে পাখী হৃদ্ পিঞ্জরে ॥
শুনিয়া পাখীর গীত, হবে মন হরষিত;
জুড়াবে তাপিত প্রাণ, আলিঙ্গন করে তারে ॥
যদি পাখী না কয় কথা, পাইব মরমে ব্যথা,
অনায়াসে ছেড়ে যাব, এসংসার কারাগারে ॥

হরনাথ। বা, বেশ গানটীত, কোথায় শিখ্‌লে, আবার গাও না?

সুরবালা। কেন গাব? তুমি কি আমার কথা শুন্‌বে? তবে কেন গাব?

হরনাথ। আচ্ছা তুমি যা বল্‌বে তাই শুনব।

সুরবালা। তবে গাই,—

পাখী তোরে ভাল বাসি, মন ভরে দিবানিশি;
ইচ্ছা করে পুষি তোরে, ধরিয়া প্রাণ পিঞ্জরে ॥
কত করে বুঝাই তোরে, যাস্‌নে পাখী দূরে উড়ে,
না দেখিলে তোরে পাখী, একাকিনী মরি জ্বলে ॥

সুরবালা। বল জীবন! আর আমাকে ছেড়ে যাবে না, বল আর মদ খাবে না; বল আর অসৎ সংসর্গে যাবে না।

হরনাথ। আবার গান গাও, তবে তোমার কথা শুনব।

সুরবালা। শুন্‌বে, তবে গাই—

পাখীর প্রাণ নিঠুর, করে সদা উড়ু উড়ু,
বাঁধতে নারি ভালকরে, প্রেম শৃঙ্খল দিয়ে তারে ॥
উড়ে গেলে আরবার, আস্‌বে না ত ফিরে আর,
কি করিব কি হইবে, তাই ভেবে মরি প্রাণে ॥
কাটিয়ে প্রেমের জাল, কোথা যাবি চলে আর,
যাস্‌নে আর পাখী মোরে; বলি তোর পায় ধরে ॥

হরনাথ। তুমি ত বেশ গান গাইতে শিখেছ; আমার সুরজীতের নিকটে তোমার এই গানটী একবার গাইতে হবে।

সুরবালা। তোমার সঙ্গীদিগের নিকটে কি আর যেতে পারবে? তোমার মাতাঠাকুরাণী সে পথে কণ্টক পুতেছেন।

হরনাথ। আমার সঙ্গীদিগকে না দেখে আমি কি থাকতে পারি? তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দেও।

সুরবালা। আমার কথা শুনবে ত?

হরনাথ। শুনব।

সুরবালা। আমার গান শুনেছ ত? আচ্ছা বলত গানটী কেমন?

হরনাথ। গানটী বেশ, শুনে প্রাণ সঙ্গীদের জন্য অস্থির হচ্ছে; এই সময়ে একটু মদ হলে কত সুখী হতাম।

সুরবালা। অমন কথা মুখে এন না।

হরনাথ। কেন মুখে আনব না? তুমি কি আমার গুরুঠাকুরাণী?

সুরবালা। এই মাত্র না বলিলে আমার কথা শুনবে?

হরনাথ। বলেছি বা, তাতে কি হয়েছে? তুমি মেজেষ্টার সাহেব নাকি, যে একটী কথা বলেছি বলেই ফাঁসি হবে।

সুরবালা। ছি ওকি, প্রতিজ্ঞা করে কি তা ভাঙ্গতে আছে?

হরনাথ। বা রে মেয়ে; আমরা ত ঐ করি; দিনের মধ্যে পাঁচ শত গোণ্ডা মিথ্যা কথা বলি; তুমি কি আমাকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঠিক করেছ নাকি? বারে, এতদিন পরে আমাকে ধার্ম্মিক ঠিক করেছে, বারে আমি যেন একজন ধার্ম্মিক আর কি?

সুরবালা। এক জনকে ধার্ম্মিক বলা কি গালাগালি নাকি? পৃথিবীর মধ্যে ধার্ম্মিক হওয়ার চেয়ে আর ভাল কি?

হরনাথ। ওমা! আমি কি স্বর্গে এসেছি? ও মা রে মা, উপদেশের চোটে যে অস্থির হলেম।

সুরবালা। আমি আজ তোমাকে কি উপদেশ দিলাম? স্ত্রী কি স্বামীকে কখনও উপদেশ দেয় না? আমার উপদেশ যদি তুমি শুনতে, তবে আর তোমার এ প্রকার দশা হত না।

হরনাথ। তুমি কি আমার গুরু, তাইত তুমি উপদেশ দেবে? ওমা, এ গুরুঠাকরণ আমার ঘরে কোথা থেকে এলো? এর হাত এড়াতে পারলে বাঁচি যে। গুরুঠাকুরণ! তুমি আমার কি দশা দেখলে?

সুরবালা। তোমার বিষয় যে নিলাম হবে, তা কি শুনেছ?

হরনাথ। তা সদর খাজনা না দিতে পারি, সরকার বাহাদুর আমার বাবার বিষয় বিক্রয় করবে; তাতে তোর কি? তোর ত বাবার বিষয় নয়।

সুরবালার নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইল, অঞ্চল দ্বারা জল মুছিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার কথা আজও শুন, আমাকে প্রহার কর, কি যা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু আমার কথাকে আর তুচ্ছ কর না।

বলিতে বলিতে সুরবালার চক্ষু মুদিত হইল, মৃদুস্বরে বলিলেন 'ঈশ্বর, স্বামীর মন পরিবর্ত্তন করে, তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা দেখাও।'

হরনাথ সুরবালার এই অবস্থা দেখিয়া নিমেষ মধ্যে ছাদের উপরে পলায়ন করিলেন। ছাদের সহিত একখানি গুপ্ত মই লাগান ছিল, তদ্দ্বারা অনায়াসে ভূমিতে অবতরণ করিয়া স্বীয় অভিলষিত স্থানে চলিলেন। সুরবালার এত যত্নের পোষা পাখী নিমেষ মধ্যে জাল ছিন্ন করিয়া উড়িয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের মন গরলপূর্ণ।

পাখী উড়িয়া কোথায় চলিল? যেখানে অরণ্য, যেখানে পাপের প্রলোভনে [illegible] পরিপূর্ণ, পাখী উড়িয়া যাইয়া সেইখানে পড়িল। পাখী কি অ[illegible] সঙ্গী পাইল? মুক্তপাখী, মুক্তস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া, অনেক পাখীকে [illegible]দ্রা হইতে জাগরিত করিল; তারপর মুক্তস্বরে ঘরের কথা তাহাদিগের নিকট প্রাণ ভরিয়া বলিয়া কৃতার্থ হইল।

অন্য [illegible]খীর মধ্যে দুইটী ভাল পাখী ছিল, তাহারা বলিল—হরনাথ! বাস্তবিকই তোমার মাতা বিরক্ত হইতে পারেন, আমি আজ শুনিলাম, তোমার সদর খাজনারও যোগাড় হয় নাই, তুমি ত আবার তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করে, যাত্রার দল করিতে যাইতেছ। তোমার টাকা তুমি ব্যয় করিবে, আমাদের কি? আমরা আমোদ করিব, আমাদের

তাতে আপত্তি কি? কিন্তু তোমার জননী তিরস্কার করিতে পারেন। তুমি তাতে বিরক্ত হইও না, তিনি তোমার মঙ্গলের কথাই বলেছেন।

আর একটি পাখী বলিল—তোমার সরলা স্ত্রীর কষ্ট মনে হলে বড়ই দুঃখ হয়। আমি গ্রামের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিকট তোমার স্ত্রীর প্রশংসা শুনেছি, সকলেই বলে তোমার স্ত্রীর অত্যন্ত কষ্ট। বাস্তবিক ঘরের টাকা বাহির করে এই প্রকার উড়াইয়া দেওয়া নিতান্তই গর্হিত কার্য্য।

হরনাথ অধোবদনে রহিলেন।

দলের অন্য পাখী সকল বিরক্ত সহকারে কিচ্‌মিচ্‌ করিয়া উঠিল, সকলেই বলিতে লাগিল—কিরে ভাই এখন বুঝি মদের পাত্র হাতে নাই, এখন বুঝি তারে, নারে, তারে নারে। এই বলিয়াই হরনাথের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, হরনাথ বাবু, তোমাকে কত দিন বলেছি এই দুটো নেমকহারামকে সঙ্গে রেখ না, তা তুমি ত শুনেও শুন্‌বে না। সে দিন ইহারা দুই জনে একত্রিত হয়ে তোমার মায়ের নিকট, আমরা যাহা যাহা করি, তা সকল বলে দিয়াছে। ইহাদের মিষ্ট কথা শুনে তুমি ভুলে যাও, ভাব ইহারা তোমার প্রকৃত বন্ধু; বাস্তবিক তাহা নহে, আজ যে তোমার জননী সর্ব্বনাশ করেছেন, এ সকল ইঁহাদের কুপরামর্শে। তুমি চলে এস, আমরা তোমাকে সৎপরামর্শ দিচ্ছি; ভয় কি তোমার? আমাদের দল বজায় থাক্‌তে আর চিন্তা কি? এক গ্লাস, না হয় দুগ্লাস, না হয় এক বোতল; আর সকল চিন্তা দূর হইয়া যাইবে; ভয় কি হরনাথ বাবু? আর একটী কথা তুমি এত দিন শুন নাই; ইহারা দুজনে সে দিন ময়দানে বসিয়া উপাসনা করিতেছিল; তোমার সঙ্গে ইহারা বেড়ায় কেন, তাহা ত তুমি জান না; তোমাকে কেমন করে ধার্ম্মিক করবে, সেই চেষ্টায়ই ফেরে। ছি, চল আমাদের সঙ্গে।

হরনাথের মুখ প্রফুল্ল হইল, কথা বলিতে আরম্ভ করিবেন, এমন সময় প্রথম হিতৈষী বলিলেন,—হরনাথ, আমাদের কথা তুচ্ছ করিও না, জননীর কথা অমান্য করিলে কখনও মঙ্গল হইবে না। আমাদের কি? এই আমরা চলিলাম; এই বলিয়া দ্বিতীয় হিতৈষীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। আর হরনাথ বলিতে লাগিলেন,—তাই ত আমি এত দিন পরে ইহাদিগের চক্রান্ত উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি; ইহারা চক্রান্ত করিয়া

আমাকে কোন রকমে ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টায় ছিল, তা আমি কি আর ভুলি; যতদিন এ সংসারে মদ আছে, ততদিন আর ভুলিবার ছেলে আমি নই, কেমন ভাই সকল? অমনিই চতুর্দ্দিকে তাইত, তাইত, হবে না কেন, যে বাপের ছেলে, হবে না কেন, এই প্রকার আনন্দের ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সকলে মদের বোতল খুলিয়া আনন্দে মদ পান করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম গ্লাসের পর হর্ষের প্রবাহ চলিল, দ্বিতীয় গ্লাসে অল্পে অল্পে জ্ঞান বিলুপ্তের সঙ্গে উল্লাস বৃদ্ধি পাইল; তৃতীয় গ্লাসের পর অধিকাংশেরই উন্মত্তভাব উপস্থিত হইল, কয়েক জন পরিপক্ক মাতালের এক বোতলেও কিছুই করিতে পারিল না। ইহাদিগের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা চতুর, সে বলিল,—প্রাণ হরনাথ, এস বাছা তোমার মুখচুম্বন করি; বেঁচে থাক বাছা, বেঁচে থাক তুমি। এই প্রকার সম্বোধন শুনিয়া হরনাথ উল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় এয়ার বলিল,—হরনাথ, তোমার স্ত্রীকে লয়ে এলে দেখ্‌তে আজ কত আমোদ হত।

হরনাথ বলিতে লাগিলেন, ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ, তা ধিং তা ধিংতা, হরি বল সকলে, আমি নৃত্য করি। হরনাথ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তৃতীয় এয়ার বলিল, হরনাথ তোমার মাতা তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, তার দণ্ড বিধানের কি ঠিক করেছ?

হরনাথ বলিল,—মদের নদী বহিতেছে, পান কর আর ডুবে যাও, সে ভাবনার কাজ কি?

তৃতীয় এয়ার। কাজ নাই, তবে কাল আর মদের নদী কোথায় পাইবে?

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং তা, কর্জ্জ কর্‌ব তার ভাবনা কি?

চতুর্থ এয়ার। তোমাকে ত আর কেহ কর্জ্জ দেবে না; এখন যে তোমার মাতার বিষয় তিনিই গ্রহণ করেছেন। সে উইল খানা চুরি করে লয়ে এলেই ত বুড়ীর মাথায় বজ্র পড়্‌বে।

তৃতীয় এয়ার। তার ভাবনা কি? আমিই উইল চুরি করে আন্‌ব।

দ্বিতীয় এয়ার। তা চুরি কল্লেও হবে না, তা রেজেষ্টারি করা হয়েছে।

প্রথম এয়ার। আমি সব জাল কত্তে পারি, পঞ্চাশ টাকা খরচ কল্লেই সকল ঠিক করে দেব।

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং তা; দাদা তুমিই আমার সকল, তোমাকেই আমার বিষয় ছেড়ে দিব।

প্রথম এয়ার। তোমার বিষয় সেত পরের কথা; এখনই কি তোমার নিকট অল্প উপকার পাইতেছি।

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং তা, মায়ের সর্দ্দারি ভেঙ্গে দেব, তা ধিং তা ধিং।

প্রথম এয়ার। আচ্ছা হরনাথ, আর একটী কাজ কেমন?

হরনাথ। কাণ লইয়া তাহার মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, কি কথা?

প্রথম এয়ার। তোমার জননীর এ রোগের ভাল ঔষধ আছে।

হরনাথ। ভাল ঔষধ আছে? তা ধিং তা ধিং; যত টাকা লাগে তা দিতে প্রস্তুত আছি; লাগে টাকা দেব ভাব্না কি, মাতার ঔষধ আনিয়া দাও?

প্রথম এয়ার। তবে আমার সহিত আইস, আজ রাত্রেই ঔষধ দিয়া রাখি; কল্য দুই প্রহরের সময় খাওইয়া দিও।

হরনাথ আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিলেন; আর আর এয়ারগণ বলিয়া উঠিলেন, বা, বেশ ঠিক করেছেন, বেশ ঠিক করেছেন; তোমার নিকট যে ঔষধ আছে, তা দিলে একেবারেই রোগের দফা নিকাশ হয়ে যাবে।

হরনাথ। তা ধিং তা ধিং, আমি এতদিন তোমাদের কাছে রয়েছি বাবা, আমি কি সে ঔষধের বিষয় জানি না?

প্রথম এয়ার বলিবার জন্য মুখ খুলিবেন এমন সময়ে, অন্য সকলে বলিয়া উঠিল, তা কল্যই জানিবে; ভাব্না কি?

হরনাথ তা ধিং তা ধিং করিতে করিতে প্রথম এয়ারের সহিত ঔষধ আনিতে চলিলেন।

অন্যান্য এয়ারগণ আমোদ প্রমোদ শেষ করিয়া যথা সময়ে গৃহে চলিয়া গেল।

হরনাথ ঔষধ লইয়া তৃতীয় প্রহর রজনীতে স্বীয় বাড়ীর বহির্দ্দেশে শয়ন করিয়া রহিলেন; মাতার মহৌষধ আপন পরিধেয় বস্ত্রের এক কোণে বাঁধা ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমৃতে বিষ!!

বিষম গরলপূর্ণ চির-বৈষম্যময় মানবের মন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ক্ষমতা মানবের থাকিলে, এ সংসারে অনেক বিপদের ভার হ্রাস হইয়া যাইত। ভৌতিক নিয়মে পৃথিবীতে যে সকল অদ্ভুত বিপদরাশি অহরহঃ ঘটিয়া মানবকে অস্থির করিয়া তুলে, সে সকলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে ঔষধের প্রয়োজন, তাহা কাল সহকারে অনেক মানবের জ্ঞানের সীমাধীন হইয়া আসিতেছে; বিশেষ অশিক্ষিত কিম্বা অসতর্ক লোক ভিন্ন আর ভৌতিক বিপদ রাশিতে কাহাকেও বিলোড়িত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানবের মন যত দিন গরলপূর্ণ রহিবে, ততদিন বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় কি? যাঁহারা বিশেষরূপে মানব জীবন অধ্যয়ন করিয়া কৃতী পুরুষমধ্যে গণ্য হইয়াছেন; তাঁহারাও মানবের মনের গতি নির্দ্ধারণ করিবার সময়ে পরাভব স্বীকার করেন। বাস্তবিক বাহিরের কোন প্রকার ব্যবহার, রীতি, আকৃতি বা স্বভাব পরীক্ষা করিয়াই মানবের কুটিল মনের গতি নির্দ্ধারণ করা যায় না। মানব, যখন গরল মনে পোষণ করিয়া, বাহিরে চাতুরীবশে অন্য প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই অজ্ঞাত বিষের জ্বালায়, কত জন প্রতারিত হইয়া, সংসার হইতে অবসর লইতে বাধ্য হয়! যদি পৃথিবীতে এমন কোন যন্ত্র থাকিত, যদ্দ্বারা মানবের কুটিল মনের পরীক্ষা হইতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীর বিপদরাশি একেবারে অবসর লইত। আমাদিগের এ কথার প্রমাণ তাহারাই উৎকৃষ্টতররূপে পাইবেন, কখনও যাঁহারা হৃদয়ে গরল পোষণ করিয়াছেন। আমরা ত এপ্রকার চিত্রের প্রমাণ অহরহঃ পাইয়া সংসারী লোকদিগের প্রতি, কি ধার্ম্মিক, কি অধার্ম্মিক, কি সরল, কি কপটী, কি সৎস্বভাবসম্পন্ন লোক, কি প্রবঞ্চক, এক প্রকার বিরক্ত হইয়া গিয়াছি। দিবারাত্রি হৃদয়ে গরল পোষণ করিতে বাধ্য হইয়া সংসারকে বিষময় বলিয়া জানিয়াছি। তাঁহারাই সংসারে ধন্য, যাঁহারা সংসারের [illegible]

করিয়া, যশ মানের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, রিপুদিগের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও, কখন মনে গরল পোষণ করিয়া পৃথিবীকে প্রতারণা করিতে জানে না; কিম্বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছাকেও হৃদয়ে স্থান দেন না; ধন্য তাঁহাদিগের জীবন, যাঁহারা ভিতরের ভাবের সহিত বাহিরের স্বভাবকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিয়াছেন; আমরা সংসারের জীব, বিষম গরল হৃদয়ে পোষণ করিয়াও, তাঁহাদিগের পদধূলি মস্তকে বহন করিয়া কৃতার্থ হইতে সর্ব্বদাই লালায়িত।

রজনী প্রভাত হইল, হরনাথের মাতা নিঃসন্দেহ চিত্তে শয্যা পরিহার পূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন; হরনাথের মনের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, তিনি এখনও বৈঠকখানায় নিদ্রা যাইতেছেন।

অতি প্রত্যুষে রজনীর সেই ঔষধ প্রদাতা আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; প্রহরীগণ যখন কোন মতেই দ্বার মুক্ত করিয়া দিল না, তখন তিনি বলিলেন, হরনাথ বাবুকে একবার ডাকিয়া দেও, আমি তাহার নিকট কয়েকটা বিশেষ আবশ্যকীয় কথা বলিয়া যাই।

প্রহরী বলিল,—বাবু এখন ঘুম যাচ্ছেন, এখন তাঁকে ডাকিতে পারব না। বাবুর সহিত তোমাদের আজ হতে সকল রকম আলাপ পরিচয় বন্ধ হয়ে যাবে।

ঔষধ প্রদাতা বলিল,—আমি আর কিছু বলিব না, আমি কবিরাজ, বাবুর কাল কি অসুখ হইয়াছিল, আজ তিনি কেমন আছেন, দেখিয়াই যাইব। আমাকে ছাড়িয়া দেও, বাবু তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন।

প্রহরী। তবে মাঠাকুরাণীর নিকট অনুমতি লইয়া আসি, তারপর তিনি বলেন ত দ্বার ছাড়িয়া দিব।

এই কথা শুনিয়া ঔষধ প্রদাতা মনে মনে হাসিলেন, বাহিরে আর কিছুই না বলিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া চলিলেন।

গুরুদেবের চরণ পূজা না করিয়া হরনাথের মাতা কোন কার্য্যই করিতেন না; আর বৈষয়িক ব্যাপারে মন নিযুক্ত, তিনি প্রাতঃস্মরণীয় প্রধান কার্য্য ছাড়িয়াই অন্য কার্য্যে তৎপর হইলেন।

সুরবালা শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর এই অবৈধ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কান্বিতা হইলেন; তিনি গুরুদেবের চরণ ধরিয়া রজনীর সকল বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন।

গুরুদেব স্তম্ভিত ভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—সরলে সুরবালা! তুমি তোমার স্বামীকে সংশোধন করিতে পারিবে না; এ গ্রামের মধ্যে আমাকে মান্য না করে এমন লোক দেখি না, আমার কথা না শুনে এমন লোক নাই, কিন্তু হরনাথকে একদিন ও একটী কথা বলে সদুত্তর পাই নাই। আমি এতদিন এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম। যখন কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখনই মনে করিয়াছি চিরদিন একস্থানে থাকিব না। এতদিন কেবল তোমার স্নেহ ও ভক্তি এবং তোমার শাশুড়ীর শ্রদ্ধা স্মরণ করিয়া এখানে ছিলাম; এখন আমি দেখিতেছি, এবাড়ীর সকলই ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে; কি করিব? সময়ের স্রোতকে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে?

সুরবালার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন, স্বামীর চরিত্র সংশোধনের কি আর কোন উপায় নাই? শ্বশ্রু ঠাকুরাণী যে উপায় বিধান করিয়াছেন, ইহাতে কি কিছুই হইবে না?

গুরুদেব আবার বলিলেন, তোমরা অবলা, যতই বুদ্ধির অধিকারিণী হও না কেন, সংসারের কুটিল মনুষ্যের মন কি প্রকারে জানিবে? তোমার স্বামী এখন পাপের কীট হইয়াছেন, তিনি যাহাদিগের পরামর্শ লইয়া এরূপ কার্য্য করেন, তাহারা প্রসিদ্ধ বদমাসুষ। তোমাদিগের চেষ্টায় কি হইবে, জানি না। তবে ঈশ্বর কাহাকে কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া সৎপথে আনয়ন করেন তাহা মানবের বুদ্ধির অতীত। সরলে! তোমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে। তুমি কখনও বিভীষিকা দেখিয়া ভীতা হইও না

সুরবালা গুরুদেবের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন, শ্বশ্রু ঠাকুরাণী যে প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার চরণ পূজা করিলেন, তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক ভক্তি সহকারে বিনীতভাবে অঞ্জলি অর্পণ করিলেন। গুরুদেব নিমীলিত নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবের দেব! ভক্তবৎসল, সরলা কামিনীর পূজা গ্রহণ কর, সংসারে

পূজা পাইবার অধিকার মানবের নাই, দেব, তাত জানি। কিন্তু একথা জগতে প্রচার করিলে মানবের মন সংসারকে অন্ধকারময় দেখিয়া অভক্ত হইয়া যায়; তাই ত আমি পূজা গ্রহণ করি, এসকলই তোমার। পাপীর প্রার্থনা, হে ভক্তবৎসল দেব, তুমিত পূর্ণ কর; আমি পাপী, আজ কর-যোড়ে বিনীতভাবে, একান্ত বিশ্বাসের সহিত এই প্রার্থনা করি, তুমি সতী সাধ্বী সরলা সুরবালার মনকে তোমার পানে টানিয়া লও। হৃদয়বিহারি! হৃদয়ের সকলি জান, তোমার নিকট আর অধিক কি বলিব।”

গুরুদেবের চক্ষু উন্মীলিত হইল, দেখিলেন, সুরবালার মস্তক তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত, দেখিলেন সুরবালার নয়নজলে পদ সিক্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া হস্তোত্তলন করিয়া বলিলেন, সরলে সুরবালা, তুমি দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হও।

সুরবালা মস্তক তুলিয়া বলিলেন, দেব!, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না; আপনাকে পাইলে সকল কষ্ট যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতে পারিব। দেব! আপনি চলিয়া গেলে, কি লইয়া থাকিব? আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না।

সুরবালার গৃহে এই প্রকার দেবার্চ্চনা হইতেছে, এমন সময়ে বাড়ীর অন্য দিকে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল। গুরুদেব এবং সুরবালা উভয়েই ত্রস্ত হইয়া যাইয়া দেখিলেন, হরনাথের মাতা মৃত্তিকায় পড়িয়া যাতনায় ছটফট্ করিতেছেন!! দাসীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে বাড়ীর বাহির হইয়া অন্য লোক সকলকে ডাকিতে চলিল; দ্বারবান সকল ব্যস্ত হইয়া লাঠি কাঁদে ফেলিয়া বৈদ্যের বাড়ীতে চলিল। সর্দ্দারগণ ওঝা ডাকিতে চলিল। গোমস্তা প্রভৃতি সকলেই দিকদিগন্তরে চলিল। হরনাথ চকিত হইয়া সকলই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তখনও কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, কারণ ঔষধ প্রদাতা বলিয়াছিল, এই ঔষধ সেবনের পর এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগী অত্যন্ত ছটফট করিবে; তারপর যখন নিস্তব্ধ হইবে, তখনই রোগ আরোগ্য হইবে। হরনাথ এখনও রোগীর সুলক্ষণ ভাবিতেছেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকের লোক সকল কেন অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, তাহা তিনি না বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে কবিরাজ, বৈদ্য, ওঝা, ডাক্তার আসিয়া বাড়ী পূর্ণ

করিল ; সকলেই রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নৈরাশ মনে ভ্রুকুঞ্চিত করিল, ডাক্তার অঙ্গুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল, এখন বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ওজাগণ তখনও বলিল, আমাদের চেষ্টা করিবার সময় যায় নাই ; এই বলিয়া তাহারা ঔষধ প্রয়োগ ও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল।

সুরবালা বাষ্পপূর্ণ লোচনে চকিত ভাবে গুরুদেবের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। গুরুদেবকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া, হরনাথের মাতা বিষের যাতনায় অস্থির হইয়াও, গুরুদেবের নিকটে গড়াইতে গড়াইতে আসিলেন, গুরুদেবের পদ চুম্বন করিয়া অতিকষ্টে বলিতে লাগিলেন,—দেব !—আমার-আমি নারকী—আমি ঘোরতর আপরাধে অপরাধিনী; আমি আজ অপনার—চরণে—অঞ্জলি দেই নাই,—উঃ প্রাণ যায়—হরনাথ আমার কালসর্প—মরিলাম—রক্ষা পাইলাম, কিন্তু—দেব—আমি অপরাধিনী—আপনার—চরণে—রহিলাম ;—ক্ষমা করুন—আর বিলম্ব নাই, যাই—প্রাণ যায়—হরনাথ আমার জীবনের সকল,—দেব ক্ষমা করুন—কিছুই জানে না—আমি—বুঝিতে পারিতেছি হরনাথ কিছুই জানে না—লোকের—কথায় ভুলে—উঃ প্রাণ যায়-আমাকে ঔষধ বলে বিষ দিয়েছে, দেব—হরনাথকে ক্ষমা করুন। উঃ প্রাণ যায়—আর আমাকে চরণে—স্থান দিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করুন।

এই সময়ে বাড়ীর গোমস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার বিষয়ের কি করিবেন ?

উঃ, বিষয়—যদি থাকে—টাকা নাই—খাজনার টাকা নাই—উঃ প্রাণ যায়—যদি টাকা মিলে—যদি বিষয় থাকে, তবে আমার—প্রাণের সুরবালা—সতীকে সকল দিলাম—গুরুদেব আপনি সাক্ষী, ডাক্তার কবিরাজ সবলে সাক্ষী রহিলে—আমার বিষয় সুরবালাকে দিলাম। গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করুন ; উঃ প্রাণ যায়।

গুরুদেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, মনুষ্য তোমাকে কি ক্ষমা করিবে ? মনুষ্য দোষ গুণ কি জানিবে ? ঐ দেখ অনন্তদেবের মঙ্গল হস্ত তোমাকে ডাকিতেছেন, যাও সাধ্বি, পতিপরায়ণা সতি, যাও অনন্তধামে ; সেখানে পতি-সহবাসে আর বাধা বিঘ্ন নাই, যেখানে সুখে আর কণ্টক নাই। আমরা নরকের কীট লোকের দোষ গুণ বিচারে অক্ষম, কি ক্ষমা করিব ? তোমার অপরাধ জানি না,—তোমার দোষ জানি না—তোমার স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছুই জানি না, কি ক্ষমা করিব ? তোমাকে যাহা জানি, তাহাতে

এই বলিতে পারি,—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, ঈশ্বর তোমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিবেন, এই কথা শুনিতে শুনিতে হরনাথের মাতার প্রাণবায়ু নিমেষ মধ্যে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া আহুত স্থানে পলায়ন করিল। সংসারের শরা ঘট, প্রতিমা বিসর্জ্জনের পরে শূন্য গৃহে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

মাতার প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল পরে, হরনাথের হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল; তাহার মন ভাবনায় চিন্তায় শোকে দুঃখে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার সঙ্গীগণের একটীও সেখানে নাই; সংসারের কুহকমন্ত্রে প্রতারিত হইলাম, এই আক্ষেপ সহসা মনে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকেক্রন্দন ধ্বনি গগণ ভেদ করিয়া হরনাথের মাতার প্রাণবায়ুকে ধরিতে উপরে উঠিল, সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। সেই গোলমালের মধ্য হইতে অদৃশ্য ভাবে গুরুদেব হরনাথকে লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন।

ঘটনাপূর্ণ জীবন স্রোত বহমান হইল; একটী ঘটনায় অন্য একটী ঘটনার সহায়তা করিল, অন্য ঘটনাও নীরবে সংসারে বিলীন হইয়া গেল না, তাহারও আবার উত্তরাধিকারী রহিয়া গেল, এই প্রকার করিয়া জীবন স্রোতের সহিত দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে কত ঘটনা ভাসিয়া চলিল। চলিল ভাসিয়া,—যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল, সে স্থান অরণ্যময় হইল, যে স্থানে সুস্নিগ্ধ সলিল পূর্ণ সরসী ছিল, সে স্থান মরুভূমি হইল, রাজা ভিখারী হইল, সংসারী সন্ন্যাসী হইল, গৃহী বনবাসী হইল; ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন কয়েক বৎসরের মধ্যে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করিয়া চলিল। মরুভূমিতে জলের সৃষ্টি হইল, পথের ভিখারী

রাজসিংহাসনে বসিল, সকল অসম্ভব সম্ভাবিত হইল ; কারণ, ঘটনার হাতে চিরকাল এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া আসিতেছে। কে ঘটনাচক্রকে আক্রম্ন করিয়া মানব জীবনের পরিবর্ত্তন রুদ্ধ করিতে সক্ষম? হরনাথকে লইয়া গুরুদেব অনেক স্থান ভ্রমণ করিলেন, গবর্ণমেণ্ট মাতৃ-হন্তারক হরনাথের কোন সংবাদ পাইল না। অনেক সহরে, প্রত্যেক থানায় তাহার নামও বর্ণনা লেখা রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন, কিন্তু এমনি সতর্ক ভাবে থাকিতেন যে কোন প্রকারেই তাহাকে ধরিবার যো না থাকে ; এই প্রকারে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইল ; তখন সকলই বিস্মৃতিতে ডুবিল, তারপর আর থানার ইস্তাহারে নাম নয়ন সমক্ষে পতিত হইত না। সশঙ্কিত অবস্থায় গুরুদেবের সহিত এক বৎসর বাস করাতে হরনাথের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। হরনাথ মদ মাংস সকল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার উত্তেজিত রিপু সকল দমনীয় হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার পূর্ব্ব অর্জ্জিত পাপ সমূহের কথা স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। প্রকৃত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে অনুতাপে, আত্ম গ্লানিতে দগ্ধীভূত হইয়া হরনাথ জীবনের উচ্চ আশা, সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলই বিস্মৃত হইলেন, মনে করিলেন, গুরুদেবের পদ সেবা করিয়া অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিব, মনে করিলেন, দেব সদৃশ গুরুদেবের চরণে অঞ্জলি দিলে আমি সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব, এই সকল ভাবিয়া তিনি গুরুদেবের পূজার উপযোগী হইতে লাগিলেন।

এ দিকে গুরুদেব মনুষ্য চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন, কোন স্থানে মনুষ্যের পতন হয় ; তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। যখন হরনাথের দুর্দ্দমনীয় রিপু সকল ক্রমে ক্রমে সংযত হইয়া আসিল, যখন হরনাথের পূর্ব্ব পাপের জন্য তাহার মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন, তখন বুঝিলেন, হরনাথ এক দিন নিশ্চয় ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হইবে ; আরো বুঝিলেন হরনাথ অশিক্ষিত, জ্ঞান ভিন্ন ভক্ত হইলে হরনাথ নিশ্চয় অশিক্ষিত লোকদিগের ন্যায় পৌত্তলিক উপধর্ম্মে যোগ দান করিবে ; ভাবিলেন, হয়ত হরনাথ এক দিন আমার চরণ পূজা করিয়াই কৃতার্থ হইবে। যাহার জীবনকে এতদূর লইয়া আসিয়াছেন, তাহাকে আবার উপধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট, সমস্ত জীবনে একটীকেও যদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত

করিতে না পারেন, তবে আর কি হইল? এই সকল ভাবিয়া, হরনাথকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার হৃদয়ে ইচ্ছার উত্তেজনা হইল; তিনি হরনাথকে লইয়া কাশীধাম যাত্রা করিলেন। সেখানে আপনি যত্ন করিয়া আর অন্যান্য আত্মীয় সকলের যত্নে ৬। ৭ বৎসরের মধ্যে হরনাথকে সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে অভ্যাস করাইলেন; ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ভাষা, দর্শন এ সকলে হরনাথের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইল। পুরাণ, বেদ সকল তাহার কণ্ঠস্থ হইল। শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত ধর্ম্মমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইলেন। গুরুদেবের উপদেশ বাক্যে তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা জন্মিল; ভক্তি ও জ্ঞান সহকারে সেই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় জীবন যাপনের ইচ্ছা হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইল, তিনি শঙ্করের প্রচারিত ধর্ম্মে শিক্ষিত হইলেন।

অধ্যয়নের পর এক বৎসর হরনাথকে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিলেন। যোগ সাধনার অলৌকিক রাজ্যে হরনাথকে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন; হরনাথ যোগ সাধনায় বিশেষ রূপে যখন কৃতী হইলেন, তখন গুরুদেব বলিলেন,—হরনাথ। এখন তুমি আবার সংসারে যাও, প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে আত্মজয়ী না হইলে তুমি ধ্যানের রাজ্যে যাইতে পারিবে না। তুমি ধর্ম্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ মাত্র, এখনও ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত হও নাই, কারণ সংসারের আসক্তির হাত না এড়াইতে পারিলে মানব কখনই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। যাও সংসারে, যেখানে তোমার জিতেন্দ্রিয়ত্বের পরীক্ষা হইবে; সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আবার আমার নিকটে আসিও।

হরনাথ চমকিত হইয়া বলিলেন,—গুরুদেব! আমি আর সংসারে যাইব না, আমি সংসার ছাড়িয়া বেশ্ আছি, আমি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারে যাইব না, আমি এখানে থাকিয়াই পরীক্ষা দিব।

গুরুদেব। হরনাথ! ভীত হইও না! যাও সংসারে, প্রলোভন হইতে দূরে থাকিলে ত তোমার মন ভাল থাকিবেই, পাপের মোহিনী মায়ার হাত এড়াইয়া সকলেই ভাল থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা পাপের মধ্যে থাকিয়াও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও আসক্তি শূন্য হইতে পারেন, তাঁহারাই সাধনার যোগ্য পুরুষ। তুমি এখন সংসার ছাড়িয়া ভাল আছ, কিন্তু যতদিন সংসারে থাকিয়াও তদ্রূপ-

থাকিতে না পারিবে, ততদিন ঈশ্বর ধ্যানের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিবে না; ইহার মধ্যে অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব রহিয়াছে। যেখানে সংসার-প্রলোভন নাই, পাপের মনোহারিণী মূর্ত্তি নাই, সেখানে সকলেই জিতেন্দ্রিয়; হরনাথ, তাঁহারা কখনই ধর্ম্মের উপযুক্ত নহেন। যাও সংসারে, ভীত হইও না, আর চারি বৎসর পরে ফিরিয়া আসিও।

হরনাথ। দেব! আপনিও আমার সহিত চলুন, নচেৎ আমার পরীক্ষা কে লইবে?

গুরুদেব। তোমার পরীক্ষা তোমার বিবেক গ্রহণ করিবে, আমি যাইয়া কি করিব? আমি তিন বৎসর সংসারে ভ্রমণ করিয়াছি, আর এক বৎসর আপনাকে আসক্তি শূন্য রাখিতে পারিলেই আমি পর্ব্বতে যাইব; তুমি আমাকে সেই হিমালয়ের শিখরে অন্বেষণ করিলে পাইবে।

হরনাথ। দেব, আপনি ত আমার সহিত অনেক দিন পর্য্যন্ত আছেন, আজও কি আপনার স্বীয় পরীক্ষার সময় শেষ হইল না?

গুরুদেব। আমি তোমার সহিত যত দিন ছিলাম, ততদিন প্রলোভন হইতে দূরে ছিলাম, পূর্ব্বে তিন বৎসর সংসারের প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াছিলাম, উহার মধ্যে আমার এক বৎসরও নষ্ট হয় নাই, আর একবৎসর থাকিলেই আমার পরীক্ষা শেষ হইবে।

হরনাথ। উহার মধ্যে আপনার একবৎসরও নষ্ট হয় নাই, ইহার অর্থ কি?

গুরুদেব। আমার গুরু যিনি, তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া আমাকে চারি বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন, এ সময় অতি অল্প, তিনি বলিয়াছেন, "এই চারি বৎসরের কোন বৎসর যদি এক দিনও তোমার পদস্খলিত হয়, তাহা হইলে তোমার সে বৎসর বৃথা হইল, মনে করিতে হইবে।"

হরনাথ। আমার প্রতিও সেই আদেশ?

গুরুদেব। তুমিও তাহাই করিবে; ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি যে তিন বৎসর প্রলোভনের মধ্যে অতিবাহিত করিয়াছি, উহার একদিনও আমার মন বিচলিত হয় নাই; ভয় কি হরনাথ? অগ্রসর হও।

হরনাথ। আমি কোন্ পথে যাইব?

গুরুদেব। যেখানে পাপের প্রলোভন অত্যন্ত ভীষণতর, সেই খানে যাইবে। প্রথমতঃ তোমাকে বাড়ীতে যাইতে হইবে, কারণ ঐ আসক্তিই

সকল অনিষ্টের মূল, সংসারের অন্য ভাবনা অপেক্ষা স্বীয় পরিবারের আসক্তি বিসর্জ্জন দেওয়াই কঠিন, তুমি সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীতে যাও।

হরনাথ। আমি ত বাড়ী ছাড়িয়াই রহিয়াছি, আমার ভয় কি?

গুরুদেব। বাড়ী ছাড়িয়া থাকিলে হইবে না, বাড়ীতে যাইয়া আসক্তি শূন্য হইয়া আইস।

হরনাথ। কোন্ পথে যাইব, আমি জানি না।

গুরুদেব বলিলেন, আমি তোমার সহিত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাইয়া, তোমার বাড়ীর পথ প্রদর্শন করিয়া দিব। যেখানে তোমাকে ছাড়িয়া দিলে, তুমি নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছিতে পারিবে বুঝিব, সেইখানে ছাড়িয়া দিব।

হরনাথ। আমি যে হত্যাপরাধে অপরাধী আছি, এই সময়ে যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে?

গুরুদেব। সে চিন্তা করিও না। মানব ভাবী বিপদ চিন্তা করিয়া কখনই কার্য্য করিতে পারে না; যদি তোমাকে গ্রেপ্তার করে, তবে জেলই তোমার পরীক্ষার স্থান হইবে। যদি তোমার অসাময়িক মৃত্যু হয়, সেই তোমার পরীক্ষার শেষ হইবে, কেন ভীত হও? নির্ভয়ে যাও, ধার্ম্মিকের শরীর স্পর্শ করিতে পারে, এমন জীব সংসারে নাই।

এই কথা বলিয়া, হরনাথকে সঙ্গে করিয়া গুরুদেব বসন্তপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরুদেবের মন্ত্রের ব্যাখ্যা

মানব জীবন অধ্যয়নের বস্তু, অধ্যয়ন করিয়া ইহার সার অসার গ্রহণ করিতে হয়। হংস যেমন সরসী হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া

আপন আহারীয় দ্রব্যই উদরসাৎ করে, মানব জীবন-সরসী হইতে অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, বাঞ্ছিত সার গ্রহণে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারাই সংসারে থাকিয়া উৎকৃষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবার অধিকারী; নচেৎ গর্দ্দভের ন্যায় পরিষ্কৃত জলরাশি অসার পদার্থদ্বারা মিশ্রিত করিয়া যাঁহারা আত্ম শরীর পোষণ করেন, এ সংসারের সার বস্তু তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কোন উপকারজনক বলিয়া বোধ হয় না। কিম্বা যাঁহারা অমৃতে ভিন্ন সার বস্তু আর কোন স্থানে অন্বেষণ করেন না, তাঁহাদের নিকট অনেক উৎকৃষ্ট সার পদার্থ অপরিচিত রহিয়া যায়। মধুসংগ্রহকারী মৌমাছি যেমন পুষ্পের তারতম্য গণনায় না আনিয়া, সকল পুষ্প হইতেই মধু সংগ্রহ করে, যে সকল মানব সেই প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক মানবের জীবন তন্ন তন্ন করিয়া, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, কেবল অমৃত ও সার বস্তু অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই সংসারে ধন্য হইয়া যান। নচেৎ সার বস্তু অন্বেষণ করিতে যাইয়া যাঁহারা অসার পদার্থে আপনাদিগকে ডুবাইয়া দেন, তাঁহাদিগের জন্য এ সংসারের চিরস্থায়ী সুখের পরিবর্ত্তে, ক্ষণিকসুখপ্রদ চিরস্থায়ী দুঃখই অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হয়; তাঁহাদিগের জীবন, ইতর প্রাণীগণের ন্যায় জঘন্য ও মনুষ্য নামের অনুপযোগী পদবিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মর্ত্ত্যলোকে পাপের কীটের ন্যায় বিচরণ করে। সংসারে এক প্রকার ধার্ম্মিক শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কেবল সাধুগণের রীতিনীতি অনুসরণ করেন। ধার্ম্মিক যখন অসাধুকে পরিত্যাগ করিলেন, তখনই তিনি স্বার্থপর হইয়া ঘৃণাকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য উৎসুক হইলেন। আবার অন্য এক প্রকার ধার্ম্মিক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা কেবল পাপীগণের সহিত বাস করিতে ইচ্ছুক, সাধু সহবাসের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন না; এই দুই শ্রেণীর লোকই বিষম রোগগ্রস্ত। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, প্রত্যেক মানব জীবনই অধ্যয়নের উপযুক্ত, এমন ঘৃণিত কোন জীবনই নহে, যে জীবনে অন্য মানবের শিক্ষার উপযুক্ত কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা যে সকল জীবনকে অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া সচরাচর উপেক্ষা করি, সে সকল জীবনেও এমন রত্নপূর্ণ অধ্যায় আছে, যাহা উৎকৃষ্ট জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই কাহাকেও ঘৃণা করিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে; সকলের জীবনেই পরস্পরের শিক্ষোপযোগী বিষয় নিহিত রহিয়াছে, এই বিশ্বাস প্রত্যেকের মনে দৃঢ় হইলে, নীলায়াসে অহঙ্কারের ভয়ানক রাজ্যের আধিপত্য হইতে মানব আপনাকে

রক্ষা করিয়া যাইতে পারে। এক বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া গিয়াছেন, "পাপকে ঘৃণা করিও, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।" এই কথাটী অত্যন্ত সারযুক্ত। আমরা অনেক সময়ে পাপকে ঘৃণা করিবার ছলনায় পাপীর প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়া যাই যে, তাহার জীবনে নিহিত সার বস্তু আর যত্ন চেষ্টা করিয়াও উপার্জ্জন করিতে পারি না। পাপকে ঘৃণা করিয়াও যদি ভালবাসার আকর্ষণে আমরা পাপী, তাপী, পুণ্যাত্মা সকলেই, ইন্দ্রিয়ের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর মিলিত হই, তবে আমাদিগের পরম লাভ। পাপের দণ্ডবিধান করিয়াও ভ্রাতাকে ভালবাসা যায়, যদি মাতা যে প্রকার পুত্রের অপরাধের ক্ষমা বিধান করিয়া আবার স্নেহ গুণে স্তন্য পান করাইয়া সন্তানকে রক্ষা করেন, সেই প্রকার স্নেহ ও ভালবাসা আমাদিগের হৃদয়কে পরিশোধিত করে। প্রত্যেকের জীবনেই অনুকরণীয় সত্য আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, যে দিন ভারতবাসী জাতি, ধর্ম্ম, দেশ, পাপ পুণ্য সকল ভুলিয়া যাইবেন, এবং এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে প্রেমের বিশ্ববিস্তৃত শৃঙ্খল লইয়া পরস্পরের জীবন অধ্যয়নে নিযুক্ত হইবেন, সেইদিন পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির সুন্দর প্রকৃতি দেদীপ্যমান হইয়া, এক হৃদয়ের আকর্ষণে ভারতকে অতল জলধি হইতে তুলিতে ধাবিত হইবে, তখন কেহ এশৃঙ্খল চ্ছেদন করিয়া ফেলিতে পারিবে না। বিধাতার নিকট সেই দিনের সুপ্রভাতের জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

আমরা যে গুরুদেবের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহে বারম্বার বলিয়া আসিয়াছি, তিনি অত্যন্ত প্রাচীন বৃদ্ধ হইলেও, জ্ঞানবলে মানব হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি সকল বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আরো বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরস্পরের জীবন অধ্যয়ন ভিন্ন মানব কখনই উন্নত হইতে পারে না, এবং ভারতবর্ষের লোক সকলেরও উন্নতির আশা নাই। তিনি জানিতেন, কোন্ কারণে ভারতবর্ষে এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, তিনি জানিতেন কোন্ বস্তুর অভাবে ভারতবাসীর মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয় না। জানিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কখন আপনাকে ঠিক করিতে পারি, তবে একদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন, যদি কখনও সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে তখন ভারতবর্ষে এই সকল কথা প্রচার করিব। গুরুদেবের হৃদয় কি প্রকাণ্ড

ভালবাসার ভাণ্ডার ছিল, তাহা পাঠকগণ দেখিবেন; আমরা তাঁহারই মন্ত্রের একাংশের ব্যাখ্যা এ অধ্যায়ে অতিরঞ্জিত করিলাম মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিসর্জ্জন।

সুরবালা কত যত্ন করিয়াও যে স্বামীকে এক দিনের তরেও মদ ও অসৎ সংসর্গের মোহিনী মায়ার হাত ছাড়া করিতে পারেন নাই, আজ গুরুদেবের সাধনার কৌশলে, সেই সুরবালার জীবন ধন, সকল প্রকার আসক্তির হাত হইতে মুক্তির পরীক্ষা দিবার জন্য সংসারে যাইতেছেন, কত আহ্লাদের কথা। গুরুদেবের সহিত বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিবার পর হইতেই, সুরবালার কথা হরনাথের মনে পড়িতে লাগিল। সুরবালার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সকল স্বপ্নবৎ স্বীয় স্বভাবের এক কোণে কালিমা রেখার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। যে বসন্তপুরে কত পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কত লীলা খেলিয়াছিলেন, পথিমধ্যে সে সকলই স্মরণপথে পড়িতে লাগিল। সুরবালার সরল চিত্রখানি আজ হৃদয়ে কত আনন্দ ঢালিয়া দিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন, আমি সরলা কামিনীর হৃদয়ে কত আঘাত করিয়াছি, এক্ষণে যদি একবার সাক্ষাৎ পাই, তবে তাহাকে আমার এই হৃদয় দেখাইয়া কত সন্তোষ লাভে অধিকারী হইব। আর সুরবালাই বা আমার এই চিত্র দেখিয়া কত পুলকিত হইবে।

গুরুদেব এই অবসরে হরনাথকে বলিলেন, হরনাথ! তুমি তোমার ভার্য্যার প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলে, সে সকল মনে আছে কি? বাড়ীতে যাইয়া তোমার ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তুমি কি বলিবে?

হরনাথ অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে বলিলেন, কি বলিব? সুরবালার নিকট সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

গুরুদেব এই সরল উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, মনুষ্য জীবন অধ্যয়ন কর, দেখিবে তাহাতে যে আনন্দ পাইবে, শত সহস্র গ্রন্থকারও তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইবে। তোমার সাধ্বী সুরবালা একটী রত্ন বিশেষ; চিরদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করে৭ তুমি এই রত্নকে চরণে মর্দ্দন করিয়া কি জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলে, আমার কথা তখন তোমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইত। তোমার সেই জীবন আর এখনকার জীবন তুলনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হও।

হরনাথ। আমাকে আর বলিবেন না, আমি মৃতবৎ হইয়াছি; সুরবালার যত্ন ও ভালবাসা যখন মনে পড়ে, তখন নিমেষ মধ্যে তাঁহার নিকটে যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়। আপনি আর আমাকে কষ্ট দিবেন না; সুরবালার কথা মনে হইলে অত্যন্ত কষ্ট পাই।

এই প্রকারে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা বলিয়া দুই জনে সময় অতিবাহিত করিতেন। যথা সময়ে তাহারা কলিকাতায় পৌঁছিলেন; গুরুদেব কলিকাতা আসিয়া স্থানান্তরে যাইবেন এই প্রকার কথা ছিল; দৈব ঘটনায় কোন এক পরিচিত লোকের সহিত এই সময়ে সাক্ষাৎ হইল। হরনাথ তাঁহাকে চিনিলেন,—তিনি তাঁহার বিষয়ের একজন গোমস্তা; গোমস্তার নিকট বাড়ীর সকল সংবাদ লইবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখন কোথায় থাকেন?

গোমস্তা। আমি সংপ্রতি গঙ্গা-যাত্রী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি, দেশের অনেক লোক আসিয়াছে। আপনি কোথা হইতে আসিলেন? ..

হরনাথ। আমার সকল কথা পরে বলিব, আপনাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, অগ্রে তাহার উত্তর দিন্। আপনি এখন কি কার্য্য করেন?

গোমস্তা। হরগোবিন্দ বাবুর বাড়ীর পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কার্য্য করি।

হরনাথ। আমাদের বাড়ীর সংবাদ জানেন?

গোমস্তা। সকলই জানি, কি শুনিতে চান বলুন?

হরনাথ। আমার বিষয়ের অবস্থা কি প্রকার?

গোমস্তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনি কি বিষয়ের কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন? বিষয় নিলাম হইয়া গিয়াছে।

হরনাথ। কেন, নিলাম হইল কেন?

গোমস্তা। গত জীবনের সকল কথা মনে করুন। আপনি যখন বাড়ী হইতে দেশান্তরিত হন, তখন আপনি বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন? আপনার মাতার মৃত্যুতে মকর্দ্দমায় আরো তিন হাজার কর্জ্জ হয়েছিল। চাকর প্রভৃতির প্রায় দুই বৎসরের বেতন বাকী ছিল। আপনার দেশান্তরিত হইবার সময়ে সদর খাজনার কোন সংস্থান ছিল না; নায়েব প্রভৃতি সকলেই মকর্দ্দমায় বিব্রত ছিলেন, আপনার স্ত্রী টাকা কর্জ্জ লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায়ও কর্জ্জ পাইলেন না।

এই কথা বলা হইতে না হইতে হরনাথ বলিলেন, কেন অমরীন্দ্র বাবু কি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিলেন? তাহাকে আমি বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম।

গোমস্তা। কর্জ্জ দিয়াছিলেন? কোন প্রকার খৎ পাওয়া যায় নাই, তবুও আপনার স্ত্রী তাহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি টাকার কথা একেবারেই অস্বীকার করিলেন; আপনার স্ত্রী তাহার নিকট কর্জ্জ স্বরূপ কিছু টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কর্ণপাত করিলেন না।

হরনাথ। অমরীন্দ্র নর-পিশাচ! তাহার জন্য আমি কি না করেছি? তা যাক, বিজয়কৃষ্ণ বাবুও কি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন?

গোমস্তা। সে সকল কথা আর বলিবেন না, আপনার আত্মীয় বান্ধবের সকল পরিচয় পাইয়াছি; বিজয়কৃষ্ণ বাবু এক দিন মদ খাইয়া আপনার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে গিয়াছিল।

হরনাথের শরীর ক্রমেই উষ্ণ হইতে লাগিল, হস্ত পদাদি কম্পিত হইতে লাগিল; বলিলেন, শশীকেশর?

গোমস্তা। শশীকেশর চক্রান্ত করে আপনার বিষয় ক্রয় করিয়াছে, তাহার কথা আর আমার নিকট বলিবেন না; তাহার ন্যায় ধর্ম্মচৈঙ্গাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেও নাই। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া আর আপনি কি করিবেন? আপনার নায়েব বন্দোবস্ত করিয়া খাজনার

যোগাড় করিয়াছিল; কিন্তু শশীকেশর বাবু রজনীযোগে তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন।

হরনাথ বাবু এ সকলও কম্পিত কলেবরে, উষ্ণ রক্তে সহ্য করিলেন, বলিলেন, যাক আর কাহারও কথা বলিব না; সংসারের সকল আত্মীয় বান্ধবকেই চিনিয়াছি; বিষয় গিয়াছে যাক, বিষয় দিয়া কি করিব? বল, আমার সুরবালা কোথায় আছে?

গোমস্তার নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইল, বলিলেন,—তাহার কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যখন বিষয় আশয় সকলি নিলাম হয়ে গেল, তখন তিনি গ্রামের প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—'আমাকে একটু স্থান দেও, আমার প্রতি সকলেই অত্যাচার করে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমার উপায় নাই।' এই সকল কথা শুনিয়াও গ্রামের কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিল না, সকলে বলিল,— পোড়া পাপের প্রলোভনকে কে গৃহে স্থান দিবে? এই সকল কথা শুনিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, জানি না; গ্রামের লোকেরা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার স্বভাবের কালিমা রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করে, সকলে বলে তাঁহাকে কোন সাহেব খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়াছে।

হরনাথ। সুরবালা বাড়ীতে নাই? কি বলিলেন, সুরবালাকে আপনারা আশ্রয় দিতে পারিলেন না?

গোমস্তা। তিনি যখন পলায়ন করেন, তখন আমি হাটে ছিলাম।

হরনাথের হৃদয় কি প্রকার অস্থির হইল, তাহা তিনিই জানিলেন। সমস্ত দিবস তাঁহার কি প্রকার যাতনায় অতিবাহিত হইল, তাহা আর কেহই জানিল না। সমস্ত রাত্রি চক্ষের ধারা পতিত হইয়া অজানিত রূপে বক্ষে শুকাইয়া গেল; সে অশ্রু পতন কত বিষাদের ফল, তাহা পৃথিবীতে আর কেহই জানিল না। পরদিন প্রত্যূষে গুরুদেবের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন; গুরুদেব কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—মানবের সকলই সহ্য করা উচিত, কারণ মানব একহস্তে দণ্ড, অপর হস্তে ভালবাসা লইয়া কাহাকেও শাসন করিতে পারে না; ঈশ্বরের পক্ষে এ সকলি সম্ভব। তিনি পাপের দণ্ড বিধান করেন, তাঁহার বিচারে কেহই নিস্তার পায় না, কিন্তু অপর দিকে তিনি পাপীকেও প্রেমেতে আবদ্ধ করিয়া অলৌকিক মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেন, এ সকল গুণ তাঁহাতেই

কেবল শোভা পায়, আমরা সংসারের কীট, দণ্ড বিধান করিবার সময় ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ভালবাসা ভুলিয়া যাই; সুতরাং আমাদিগের সকলই সহ্য করা উচিত: সহ্য কর,—কিন্তু তোমার সুরবালাকে ভুলিও না; সুরবালার জীবন তোমাপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নত।

হরনাথ বলিলেন,—আমি অতি কষ্টে সকলই সহ্য করিয়াছি,—চক্ষের জলও অতি কষ্টে মুছিয়া ফেলিয়াছি। আমি আজ আপনার নিকট বিদায় লইব; এ কলঙ্কমুখ আর এ অবস্থায় দেখাইতে ইচ্ছা করে না। আপনার সহিত সেই পর্ব্বতে সাক্ষাৎ করিব।

গুরুদেব। যাও তবে বাছা, নির্ভয়ে সংসারকে আলিঙ্গন করিও, প্রলোভনকে হৃদয় পাতিয়া বসাইও, এই প্রকার করিয়া যদি জিতেন্দ্রিয় হইতে পার, তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

হরনাথের হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল, বলিলেন,—নচেৎ? যদি সে প্রকার জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারি, তবে কি আর আপনার দর্শন পাইব না? আমি আপনার উপদেশ ভিন্ন কি থাকিতে পারিব?

গুরুদেব। যদি কখনও তরঙ্গ কিম্বা বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হও, তবে নিঃসন্দেহ চিত্তে আমার নিকটে আসিও, আমি সাধ্যানুসারে উপযুক্ত উপদেশ দিব।

হরনাথ। আপনি এক বৎসর পরেই পর্ব্বতে উঠিবেন?

গুরুদেব। এক বৎসরের পরে উঠিব, কিন্তু ঠিক করিয়া কিছু বলিতে পারি না; তবে এক বৎসরের কমে যাইব না, তাহা ঠিক।

এই কথা বলিয়া, হরনাথ গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া ইচ্ছানুসারে এক দিকে চলিলেন।

গুরুদেব হরনাথের যাত্রা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, সুরবালার অদর্শন, হরনাথের মনকে সংসারের আকর্ষণ হইতে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; বুঝিলেন, এতদিন পরে হরনাথ বাস্তবিক জীবনকে ধর্ম্মের স্রোতে ভাসাইল। এই সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার মন কি প্রকার উৎকণ্ঠিত হইল, তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে অক্ষম। তিনি পরদিন আপনাকে আবার প্রলোভনের স্রোতে ভাসাইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্রোতাভিমুখে।

পাঠক, প্রথম খণ্ডে, প্রথম পরিচ্ছেদে যে ছবি দেখিয়াছ, তাহা মনে আছে ত? অতি কষ্টে, মনের দুঃখে সুরবালা আপন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, কেহ তাঁহার মনের দুঃখ বুঝিল না, কেহ তাঁহার মনের দুঃখ বুঝিয়া একটু আশ্রয় দিল না। দ্বিপ্রহর রজনী [illegible]গে তিনি অতি কষ্টে অঙ্গের আভরণ সকল এক এক করিয়া খুলিয়া রাখিলেন। মস্তকের কেশ গুচ্ছ, যাহা সুদীর্ঘ বেণিতে নিবদ্ধ থাকিত, মুক্ত করিলেন, নিমেষ মধ্যে কেশরাশি তাঁহার শরীরের এক অঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিল। কপালের সিন্দুরবিন্দু বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন; পূর্ব্বে একখানি পাটবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ অনায়াসে পরিধেয় ধূতি পরিত্যাগ করিয়া, সেই গেরুয়া বসন পরিলেন। এই সকল কার্য্য করিবার সময়ে, সুরবালার বাল্য সহচরী কুন্দবালা যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুরবালা বসন্তপুরের সকল আত্মীয় বান্ধবের মনই বুঝিয়াছিলেন, জানিতেন, আর কাহারও মুখাপেক্ষী হই[য়া দাঁ]ড়াইবার স্থান নাই; তিনি ত চলিলেন, কিন্তু কুন্দবালা শূন্য পুরিতে থাকি[য়া] কি করিবে?

কুন্দবালা কোন দরিদ্র কায়স্থের বিধবা কন্যা, সুরবালার পিতা মাতার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা। সুরবালা আর কুন্দবালা শৈশব সময়ে সহোদরা ভগীর মত খেলা করিত; সেই সময় হইতেই দুই জনের ভালবাসা জন্মিল। কাল সহকারে যখন সুরবালার বিবাহ হইল, তখন কুন্দবালার মুখ মলিন হইল, কুন্দবালা মাতার নিকট মনের দুঃখের কথা জানাইল। সে সুরবালার মাকেই মা বলিয়া ডাকিত। মাতা বলিলেন, "সুরকে ত আর জলে ফেলে দেই নাই,—তোর ইচ্ছা হয় সুরর সহিত যা, সেখানে সুর তোকে [illegible]

সুরবে।" কুন্দবালা আহ্লাদে ভাসিয়া সুরবালার সহিত সুরবালার স্বামীর গৃহে চলিল। সেই সময় হইতে কুন্দবালা সুরবালার সহিতই থাকিত; যখন সুরবালা পিতৃগৃহে যাইতেন, তখন কুন্দবালাও দেশে যাইত, আবার সুরবালার সহিত ফিরিয়া আসিত। কুন্দবালার এ সংসারে আর কেহই নাই; আত্মীয়, বান্ধব, সুহৃদ ও ভগ্নী সকলই সুরবালা। সুরবালার অকৃত্রিম বন্ধু কুন্দ। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সুরবালা ও কুন্দ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। কোথায় চলিলেন? সুরবালা জানেন এজন্মে আর ফিরিবেন না, কুন্দ বিশেষ কিছুই জানে না, মনে করিতেছে সুরবালার পা বেদনা হইলেই ফিরিয়া আসিবে। অনেক দূরে চলিয়া গেলেন, অনেক গ্রাম, অনেক ময়দান ছাড়িয়া গেলেন, সুরবালার হাতে লোহার ত্রিশূল, অনেক দূরে যাইয়া একটী পুকুরের ধারে সুরবালা দাঁড়াইলেন, তারপর কুন্দকে বলিলেন, দেখত এ কেমন স্থান, তোর এ পুকুরের কথা মনে পড়ে?

কুন্দ। চিনেছি, সে[illegible] বাড়ী হতে বসন্তপুর আসবার সময় আমাদের পাল্কী এই স্থানে দাঁড়ায়েছিল, তুমি আমি এই পুকুরে স্নান করে-ছিলাম।

সুরবালা। আর কিছু মনে পড়ে?

কুন্দ। আরো মনে পড়ে, এ পথ দিয়া আর একদিন যাইবার সময় এখানে একটী মেয়ে কাঁদিতেছিল, তুমি তার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া-ছিলে। তুমি তাহাকে স্বামি-গৃহের ক[illegible] সুখের কথা বলেছিলে।

সুরবালা। আজ তাহাকে পাইলে ব[illegible]তাম, এস বোন, তোমার সঙ্গে কাঁদি, বাল্য খেলা ছাড়িয়া কেন [illegible]গৃহে যাইতেছ? পৃথিবীতে বাল্য খেলার ন্যায় সুখকর আর কিছুই নাই। কুন্দ! আর কিছু মনে পড়ে?

কুন্দবালা। আরো মনে [illegible] একদিন একটী স্বামি-ত্যজ্য যুবতী এখানে বসে কাঁদতেছিল, আর স্বামীকে কত প্রকার তিরস্কার ও গালা-গালি করতেছিল, তুমি তাহাকে কত বুঝায়েছিলে যে, আমাদের দোষেই আমরা স্বামীর মন বিরক্ত করিয়া দি, নচেৎ স্বামীর ন্যায় পদার্থ এ সংসারে আর নাই; এ সকলই মনে আছে।

সুরবালা। আজ তাহাকে দেখিলে বলিতাম,—ভগ্নি! তোমার সহিত আইস আজি একটু কাঁদি।

কুন্দবালা। তুমি কোথায় চলিয়াছ? বল না, বাড়ীতে যাবেনাকি?

সুরবালা। বাড়ী গেলে আর এবেশ পরিতাম না।

কুন্দবালা। তবে ও প্রকার কথা বলিতেছ কেন ?

সুরবালা। কেন ? তাহা জানি না ; আমার হৃদয় মন অস্থির হয়েছে, চল আমরা এই পাষাণের উপরে বসি গিয়া।

কুন্দবালা বড় একটা হাঁটিতে পারিত না, এতদূর ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহারই অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইয়াছিল, সুরবালা যখন বলিলেন, চল বসি গিয়া, তখন কুন্দ দ্রুত যাইয়া পাষাণের উপরে বসিল। সুরবালা ধীরে ধীরে পাষাণের এক ধারে বসিলেন, বসিয়া মস্তক বাম হাতে নির্ভর করিলেন। ক্ষণকাল পরে সুরবালা গান ধরিলেন,—

আকাশে চাঁদ হাসে, মোর হৃদ কাঁদে,
এ কেমন যাতনা সই।
মনে করি ভুলে যাই, ভুলিতে পারিনে তাই ;
এ কেমন যাতনা সই।
বহিলে মলয়, জ্বলে এ হৃদয়,
এ কেমন যাতনা সই।
কেমনে বাঁচিব, যাতনা ভুলিব ;
ভুলিতে ত পারিনে সই।

সুরবালা আর গাইলেন না, মনে কি ভাবিয়া বলিলেন, চল কুন্দ,— তোকে আমাদিগের বাড়ীর দিকে রেখে যাই।

কুন্দবালার নয়ন হইতে জল পড়িতেছিল, সহসা সখীর ভাবান্তর দেখিয়া বলিল, সখি ! আমাকে রেখে তুমি কোথায় যাবে ?

সুরবালা। আমি অনেক দূরে যাব, উত্তরের পর্ব্বতের কথা শুনেছিস্, তা হতেও দূরে ; তুই বাড়ীতে যা, আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বি না।

কুও। কেন সখি ? তুমিও বাড়ীতে চলনা কেন ? বাড়ীতে গেলে মা কত সুখী হবেন !

সুরবালা। তুই কি পাগল হয়েছিস্ ? আমি যদি বাড়ীতেই যাব, তবে আর এবেশে এলেম কেন ?

কুন্দবালা। আচ্ছা এ বেশ ছাড়না কেন ?

সুরবালা। সংসারের কোন্ বস্তুর কামনায় ইহা পরিত্যাগ করিব ? সংসারকে কি চিনিতে আজও পারি নাই ?

কুন্দবালা। কি ছাই চিনিয়াছ? কেবল কষ্টের বোঝা মাথায় বহন করেছ বইত না, সুখের ধার তুমি কি ধার? সংসারের কোন্ পদার্থ তুমি দেখেছ?

সুরবালা। যা দেখেছি, তারই কথা বল্‌তেছি, যা দেখি নাই, তার কথা কি বল্‌ব?

কুন্দবালা। যা দেখেছ, তার মধ্যেও কি এমন কোন বস্তু নাই, যার জন্য তুমি এ বেশ ছাড়্‌তে পার?

সুরবালা। কই! মনেত পড়ে না।

কুন্দবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর সুরবালার হাত ধরিয়া বলিল, চল সখি! মায়ের নিকট সকল কথা বল্লেপর তিনি জামাই বাবুর জন্য লোক পাঠাইবেন।

সুরবালা। তুই যা, তুই মার কাছে বসে, তোর জামাই বাবুকে নিয়ে থাকিস্; আমি তোর জামাই বাবুকে নিয়ে কি করব? আমি যাহা অন্বেষণ করিতে বাহির হয়েছি, তোর শত শত জামাই বাবুও আমাকে তাহা দিতে পারে না। তুই বাড়ীতে যা।

কুন্দবালা। তাই যদি হয়, তবে তোমার মনে এত কষ্ট কেন?

সুরবালা। তা তুই কি করে বুঝিবি? সংসারের গরল ত কখনও ইচ্ছাকরে মুখে তুলে দিস্ নাই, তুই কি বুঝিবি, সে গরলের জ্বালার হাত এড়ান কত কষ্ট। আমি কি গৃহ ছাড়িয়াছি বলিয়া কষ্ট পাইতেছি?

কুন্দবালা। তবে কি?

সুরবালা। আমি জীবনের সকল চিত্র মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতদিন পর্য্যন্ত যেখানে আদর করে যে চিত্রটীকে রাখিয়াছিলাম, এতদিন মনকে যাহা ভাল বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, আজ তাহা সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতেছি, আজ মনকে অন্য পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছি; এতদিন যাহাতে হৃদয় তৃপ্তি পাইত, এতদিন যাহাদিগকে ভাল বসিতাম, সে সকলকে মুছিয়া ফেলিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে! তুই ত কখনও সংসারের গরল দ্বারা হৃদয়কে রোগগ্রস্ত করিস্ নাই; তুই রোগ হইতে মুক্ত হইবার সময়ের যাতনা কি প্রকারে বুঝিবি?

কুন্দবালা। যাহা এতদিন ভালবাসিয়া হৃদয়ে পুষিয়াছ, তাহা সহসা আজ ছাড়িয়া দিতেছ কেন?

সুরবালা। এতদিন পরে সার, অসার বুঝিয়াছি, এতদিন যাহা ভাল লাগিত, তাহা অসার বস্তু; অমৃত বলিয়া বিষকে এতদিন হৃদয়ে পুষিয়াছি, এখন সকলই বুঝিতে পারিয়াছি; তাই অসার বস্তু এখন মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছি।

সুরবালা তারপর অনেক ভয় দেখাইয়া কুন্দবালাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। তার পর আপন পথে আপনার জীবনকে ছাড়িয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ চিত্র আরো বেশ।

সুরবালা প্রেম শৃঙ্খল গুটাইয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার সুন্দর পাখী বিচ্ছেদে দগ্ধ হইতে লাগিল। গুরুদেবের নিকট শান্ত মনে হরনাথ বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের গুপ্ত স্থানে যে দুর্দ্দমনীয় হিংসা রিপু বাস করে, সে মনুষ্যকে অল্পে ছাড়িয়া দেয় না; হরনাথ এক দিন যাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং সুরবালার প্রতি অত্যাচার তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রতিহিংসা ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য সত্য, কিন্তু তিনি বিবেক দ্বারা চালিত হইয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তিকে একেবারে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলেন না, তিনি গোপনে এই রিপুকে পোষণ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন।

বাড়ীতে যাইয়া বুঝিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকার বন্ধু, বান্ধব অমরীন্দ্র প্রভৃতি বাস্তবিকই তাঁহার শত্রু হইয়াছেন। তিনি বাড়ীতে তাহারও নিকট আদর পাইলেন না; একদিন কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে। পূর্ব্বে অন্যের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে সকলই নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন।

কি করিবেন, সংসারী লোকদিগের সহিত তাঁহার আর কোন প্রকার অভদ্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইল না; বিশেষতঃ চিন্তা করিয়া বুঝিলেন বৈষয়িক বুদ্ধির চাতুরী জাল ছিন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে, এই সকল ভাবিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িলেন। সংসারের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মিল; তিনি সকল প্রকার প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, গুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত শেখরে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া, গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না; তিনি নৈরাশ মনে পর্ব্বত কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাড়ী পরিত্যাগের পর হইতে তিনি 'সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিতেন; মন্ত্র গ্রহণের সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে হরিনারায়ণ নাম দিয়াছিলেন, তিনি 'হরিনারায়ণ' নামে পরিচয় দিতেন। সন্ন্যাসীর জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পূর্ব্বেই প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংক্ষেপে পুস্তকের শেষ ভাগে বিবৃত হইবে।

গুরুদেবের নাম গুণরাম স্বামী, নিবাস পশ্চিমাঞ্চলে; হরনাথের পিতা একবার কাশীতে যাইয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গুণরাম স্বামী তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। বাড়ী প্রত্যাগমন কালীন তিনি স্বামী জীউকে সঙ্গে করিয়া বসন্তপুরে লইয়া যান; ইঁহাকে তিনি গুরুদেব বলিয়া ডাকিতেন, এবং বাস্তবিকই গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হরনাথের পিতা মৃত্যু সময়ে গুরুদেবের হাতে হরনাথকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; হরনাথ স্বামী জীউর অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু। হরনাথের নিকট শেষ বিদায় হইয়া স্বামী অনেক স্থান পরিভ্রমণ করেন। জীবনের উৎকর্ষ সাধনার্থ তিনি প্রত্যেক পল্লী, প্রত্যেক বাড়ীতে কিছু সময় অবস্থিতি করিতেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা এবং পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশ তিনি পূর্ব্বেই পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত সময় তিনি উত্তর বাঙ্গালা পরিদর্শন করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই সকলে তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিত; তাঁহার হৃদয় প্রেমে গঠিত, ভালবাসার মোহিনী শক্তিতে তিনি সকলের মনকেই আকর্ষণ করিতেন, এই প্রকার ভ্রমণে তাঁহার এক বৎসর অতীত হইল; প্রলোভনে তিনি জয়ী হইলেন, তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যোগ সাধনায় নিযুক্ত হইবেন ঠিক

করিয়া, ক্রমাগত উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, তিনি সে স্থানটীও দেখিয়া যাইতে অভিলাষী হইলেন; সে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া, তিনি অন্যান্য স্থানের ন্যায় অনেক উপকার লাভ করিলেন; আরও একটী বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকটেই একটী স্ত্রীলোকের প্রশংসার কথা শুনিলেন। সকলে বলিল,—এই গ্রামে তিন বৎসর পর্য্যন্ত একটী সন্ন্যাসিনী আসিয়াছে, সন্ন্যাসিনী রজনীযোগে একটী বিস্তীর্ণ বট বৃক্ষের মূলে বসিয়া যোগ ধ্যান করে, এবং সমস্ত দিবস গ্রামের লোকের উপকার করিয়া বেড়ায়। তিনি আরও শুনিয়া বিস্মিত হইলেন,—সন্ন্যাসিনীর অর্থ প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ গ্রামের সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে। রোগীর শুশ্রূষা, বৃদ্ধের পদসেবা, শোক দগ্ধ আত্মাকে শান্তনা প্রদান, সতীকে পতিভক্তি শিক্ষা; পতিকে স্ত্রীলোকের কোমল প্রকৃতির ভাব বলিয়া পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করা বিধেয়, এই প্রকার উপদেশ; পথশ্রান্ত পথিককে শীতল জল প্রদান, বালিকাদিগকে নীতি শিক্ষা, বালকগণের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্যে তাঁহার দিবস অতিবাহিত হইত। কি কৃষক, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি জ্ঞানী, কি মুসলমান, কি চণ্ডাল, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, সকলের বাড়ীতে সমান যত্ন সহকারে, আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেন; শুনিলেন, সন্ন্যাসিনী এ গ্রামের মাতৃহীনের মাতা, পিতৃহীনের পিতা, ভগ্নী হীনের ভগ্নী, পত্নী হীনের ভার্য্যা, স্বামী হীনের স্বামী, মূর্খের শিক্ষক, রোগীর বৈদ্য, বন্ধুহীনের বন্ধু, বালক বালিকার উপদেষ্টা। গ্রামের সকলেই সন্ন্যাসিনীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে; কেহ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কখনও কোন কার্য্য করে না। সন্ন্যাসিনী গ্রামের সকলের বাড়ীতেই দিনের মধ্যে একবার করিয়া বেড়াইতেন; কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। সন্ন্যাসিনীর এই সকল উৎকৃষ্ট গুণের কথা শ্রবণ করিয়া গুণরামস্বামী তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসিনীর বিশেষ কোন কথা কেহই বলিতে পারিল না। সকলেই বলিল,—"তিনি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"ভাই! আমাকে ওসকল কথা

জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে না; কেন আমাকে তোমাদিগের চরণে অপরাধিনী করিবে? আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।"

সন্ন্যাসিনীর সম্বন্ধে কোন বিষয় জ্ঞাত না হইয়া তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু সাক্ষাৎ করিবেন কোথায়? তিনি যখন এক বাড়ীতে গমন করেন, সন্ন্যাসিনী হয় ত তখন অন্য স্থানে কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, রজনীযোগে যেখানে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন, সেখানে প্রাণান্তেও গ্রামবাসীরা কাহাকে যাইতে দিত না, কারণ সন্ন্যাসিনী বলিয়াছিলেন,—"যে দিন আমার ধ্যানের সময় আমার নিকট মনুষ্য গমন করিবে, সেই দিন আমি এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" গুণরামস্বামী দেখিলেন, কোন প্রকার প্রলোভন দ্বারাও লোকদিগকে বশ করা যায় না, কেহই সে স্থানের কথা বলে না; আরো জানিতে পারিলেন, রজনীযোগে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রহরী স্বরূপ পথের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, প্রাণান্তেও কাহাকে রাত্রে সে স্থানে যাইতে দেয় না। অবশেষে এক প্রকার নীরাশ হইয়া অনেকের নিকট বলিলেন যে,—"তোমাদের সহিত সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিও যে, আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিবার আশয়ে অনেক দিন এখানে রহিয়াছি, তিনি অবসরক্রমে একবার দর্শন দিলে কৃতার্থ হইব।"

গুণরামস্বামীর এ কথার উত্তর দুই দিনের মধ্যেই সন্ন্যাসিনীর নিকট হইতে আসিল, সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"ভাই! আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ পাই না, আপনাকে দেখিবার জন্য আমিও তৃষিতা; কিন্তু আমার কার্য্য রাখিয়া যাইতে পারি না, দিনের মধ্যে এমন সময় পাই না, যে সময়ে কোন ব্যক্তির নিকট আমার কোন কর্ত্তব্য কার্য্য না থাকে; আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি অসহায়া, কি করিব?"

গুণরামস্বামী এই কথা কয়েকটী শুনিয়া আরো চমকিত হইলেন, ভাবিলেন, বাস্তবিকই যাঁহার জীবন অন্যের সেবার জন্য, তাঁহার অবকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ না পাইলেও তিনি সুস্থ হইতে পারেন না, কি উপায়ে সাক্ষাৎ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসিনীর সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন,—তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়া, সুর-

স্থান হইতে দুই এক দিন তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিতেও পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিনী একবেলা আহার করেন, আহারের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সকলের বাড়ীতেই আহার করেন। মৎস্য কিম্বা মাংস আহার করেন না। তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, পতিহীনা অবলাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া, কারণ শুনিতে পাইলেন, বিধবা কিম্বা স্বামীর পরিত্যক্তা রমণীগণের নিকটেই তিনি অনেকক্ষণ থাকিতেন।

এ সকল পরিচয় পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানের ইচ্ছা আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি পর্ব্বতে আরোহণ করিবার বাসনা তখন পরিত্যাগ করিয়া, প্রায় ৬ মাস সেই গ্রামে রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনীই উদাসিনী।

পার্থিব জগতে প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্প লোকেই অন্যকে কোন পদার্থ দান করিতে পারে। সংসারের এমনি দৃঢ় বন্ধনী যে, যেখানে প্রাপ্তির আশা মাত্রও নাই, সেখানে দানের দ্বার সতত্তই রুদ্ধ থাকে। এই প্রকার প্রাপ্তির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সংসারের মানব অন্যকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। বন্ধু ভালবাসে বন্ধুকে, ভালবাসা পাইবার জন্য; স্ত্রী ভালবাসে স্বামীকে, স্বীয় মনোরথ চরিতার্থ করিবার জন্য; ধনী সাহায্য করেন নির্ধনকে, পদসেবার সহচর করিয়া রাখিবার জন্য; ধার্ম্মিক পাপীদিগকে ধর্ম্মের কথা বলেন, শিষ্য পাইবার জন্য; সম্প্রদায়রূঢ় লোক সাহায্য করে বিপদাপন্নদিগকে, গোলাম করিয়া রাখিবার জন্য; আত্মীয় আত্মীয়কে পরিতুষ্ট করেন ভাল দ্রব্য দ্বারা, কেবল ভাল দ্রব্য পাইবার আশায়; এই প্রকারে সংসারের প্রত্যেক বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, সংসারে প্রাপ্তির আশা,—সাধারণ স্বার্থের আশা পরিত্যাগ করিয়া, কেহই অন্যকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। এই কারণেই সময়ে সময়ে, রিপুর আয়ত্তাধীন মানবকে কুপথ

ক্রন্দন করিতে দেখা যায়। বন্ধুর হৃদয় বন্ধুর ভালবাসা না পাইলে অস্থির হয়, স্ত্রীর মন স্বামীর অদর্শনে চঞ্চল হয়, বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে; ধনী ক্রোধান্ধ হইয়া সাহায্যগ্রহণকারীর সাহায্য না পাইয়া অস্থির হয় এবং অযথা তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া কত গালিবর্ষণ করে; ধার্ম্মিক শিষ্যের হৃদয়কে স্বাধীন পথাবলম্বী দেখিলে, ইতর মানবের ন্যায় গালিবর্ষণ করিতে থাকেন; এই প্রকার সংসারের প্রত্যেক বিভাগের মানবকেই রূপান্তর ধারণ করিয়া আপন ইষ্ট সাধনে রত দেখা যায়। সকলেই কোন না কোন স্বার্থের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে পরের উপকারে রত। এ সকল সাংসারিক মানবের স্বভাব, ভাল কি মন্দ, সে কথার বিচার আমরা করিব না। যদি এই প্রকার স্বার্থের আশায় মানব আপনার হৃদয়ের মহত্ব প্রকাশে প্রবৃত্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার জীবন সহস্র গুণে উন্নত হইত কি না, নৈরাশ্য তাহাকে আক্রমণ করিয়া কখনও মলিন করিতে পারিত কি না, সে সকল বিষয়ের আলোচনার কোন আবশ্যক দেখি না। আমরা যাহা লইয়া ক্রীড়া করিতে আসিয়াছি, তাহার বিষয়ই আলোচনা করিব। সন্ন্যাসিনী সমস্ত দিবস পরের সেবায় অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্বার্থ কি, তাঁহার প্রাপ্তির আশা কি, আমরা বুঝিতে পারি না। সন্ন্যাসিনী সংসারের লোক হইয়াও, কেন আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা গ্রামের অনেকেই বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসিনীর নাম যখন দিগদিগন্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন চতুর্দ্দিক হইতে আহারের জন্য কত উপহার আসিত, কিন্তু সকলই তিনি অম্লান বদনে গ্রহণে অস্বীকৃতা হইতেন। ভালবাসিত জনকে ভালবাসার বস্তু যোগাইতে এ সংসারে সকলেই ব্যস্ত; সন্ন্যাসিনী যখন অল্পে অল্পে সকলের অকৃত্রিম ভালবাসার অধিকারিণী হইলেন, অজ্ঞাতসারে যখন সকলের মন কাড়িয়া লইলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে উপযুক্ত ভালবাসার বস্তু উপহার পাঠাইলেন; তিনি কি করিতেন? তিনি হাস্যমুখে বলিতেন, 'ভাই! আমি এ সকল উপহার নিয়া কি করিব, এ সকল বস্তুতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, যাহাদের অভাব আছে, তাহাদিগকে এ সকল দান করিলে তাহারা কত উপকৃত হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া দুই একজন যদি বলিত, 'আপনি আমাদিগের কত উপকার করেন, আর আমরা কি আপনার জন্য কিছুই করিব না?' এ কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিতেন,—"ভাই! আমি কোন

দ্রব্যের অভাব লইয়া তোমাদিগের নিকটে আগমন করি নাই, ঈশ্বরপ্রসাদে আমার কোন পদার্থের অভাব নাই। দেখ, ভাই, তোমাদিগের অভাব আছে, তাই আমি তোমাদের অভাব দূর করিতে যত্ন করি। যখন তোমাদের অভাব থাকিবে না, তখন আর আমি তোমাদিগের জন্য কিছুই করিব না। আমি তোমাদিগের নিকটে কোন পদার্থপ্রাপ্তির আশায় তোমাদিগের উপকার করিতে আসি নাই। আমার কর্ত্তব্য পালনের সময়ে, ভাই, তোমরা কেন বাধা দাও?" এই কথার উত্তরে দুই একজন বলিত,—"আপনি ত আমাদের নিকটে কিছুই প্রত্যাশা করেন না, আপনার ত কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু আমরা আপনাকে কিছু না দিতে পারিলে, আমাদিগের মন সুস্থ হয় না; কেন আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত করিয়া রাখেন?"

এ কথার উত্তরে সন্ন্যাসিনী বলিতেন,—'ভাই! এ সংসারে কেহই কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ঋণী নহে; যাহার দিবার বস্তু আছে, সেই দেয়, আর যাহার অভাব আছে, সেই গ্রহণ করে; ইহাই বিশ্বরচয়িতার চিরপ্রচলিত নিয়ম; মনুষ্য কথনও মনুষ্যের নিকট ঋণী নহে। ঈশ্বর কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাহাকে দাতা করেন এবং কাহাকে গৃহীতা করেন, তাহা মানব কি প্রকারে বুঝিবে? ভাই! আমি তোমাদিগকে ঋণী করিতে আসি নাই, আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেই আসিয়াছি।' এ কথার উত্তরে যদি কেহ বলিত, 'আমাদের বস্তু আছে, তাই আপনাকে দিতে চাই, আপনি গ্রহণ করিবেন না কেন?' তবে তিনি বলিতেন, 'আমার ত অভাব নাই, ভাই, কেন গ্রহণ করিব?'

সন্ন্যাসিনীর এই অলৌকিক ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। পূর্ব্বে গ্রামবাসীরা আরো অনেক সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে দানগ্রহণ করিত, কিন্তু এ সন্ন্যাসিনী কেবল আহারের যোগ্য বস্তু ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না, অথচ অনবরত, অবিশ্রাম সাধারণের কল্যাণের জন্য যত্নশীলা। এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে অনেকেই অক্ষম হইল; গ্রামবাসীরা নবাগত স্বামীর নিকটে এ সকল ব্যক্ত করিল; স্বামী মনে মনে বুঝিলেন, সন্ন্যাসিনী প্রকৃত ধর্ম্মের মহত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষমা হইয়াছেন।

যে ছয় মাসের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, এই ছয় মাসের পরে গুরুদেব পর্ব্বতে আরোহণ করেন। এই ছয় মাসের মধ্যে সন্ন্যাসিনীর

সহিত কেবল এক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবনের যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, তাহা পুস্তকের শেষ বিভাগে বিবৃত হইবে। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার ছয় মাস পরে, তাঁহার সহিত হরিনারায়ণের সাক্ষাৎ হয়; হরিনারায়ণ এই ছয় মাসের মধ্যে আর গুরুদেবের আশ্রয়ে গমন করিবার অবকাশ পান নাই। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাতের পর, যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমরা এক্ষণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মরীচির দুইখানি পত্র।

সন্ন্যাসীর চিত্ত সুস্থির হইলে, গুণরাম স্বামী বলিলেন, "বৎস হরিনারায়ণ! মরীচির হৃদয় পবিত্র প্রেমে গঠিত, সংসারে সচরাচর যে প্রেমের চিত্র আমরা দেখিয়া জ্বালাতন হইয়াছি, মরীচি সে প্রেমের অধিকারিণী নহেন; তিনি তোমার পত্র পাইয়া আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পরিচয়ে যার পর নাই সুখী হইয়াছি; তুমি তাঁহাকে যাহা ভাবিয়াছিলে, বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন, তোমার রিপুদিগকে তুমি আজিও দমন করিতে পার নাই, তোমার পরীক্ষার উপযোগী তুমি অদ্যাবধিও হও নাই। চিত্তসংযমব্রত সাধনসাপেক্ষ, চিরকাল কেহই প্রলোভনে জয়ী হইতে পারে না, তজ্জন্যই আমরা কিছুকাল প্রলোভনে থাকিয়া, চিত্তকে সংযম ও রিপুদিগকে নিস্তেজ করিতে অভ্যাস করি। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েও যিনি আত্মজয়ী হইতে না পারেন, তিনি কখনই ধর্ম্ম সাধনার উপযুক্ত নহেন। অনেক কঠোর সাধনা ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। এই সকল কারণেই আমরা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সংসারের প্রলোভনে পরীক্ষা দিয়া জয়ী হইয়া, তার পর প্রলোভনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করি। সংসারকে একেবারে পরিত্যাগ

করিবার কারণ এই, সংসারের প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া চিরকাল এক ভাবে থাকা যায় না; মানবের মন চঞ্চল, বিবেক চঞ্চল, বুদ্ধি চঞ্চল, সকলই চঞ্চল। তুমি একটী নির্দ্দিষ্ট সময়েও প্রলোভনে জয়ী হইতে পারিলে না; বৎস! তুমি যে কি করিবে, আমি বুঝিতে পারি না। মরীচি আমাকে যে সকল সারগর্ভ নীতির কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিলাম, তোমার শিক্ষার প্রভাবে মরুভূমিতে সুগন্ধযুক্ত ফুল ফুটিয়াছে; বুঝিলাম, তোমার শিক্ষার প্রভাবে অরণ্যে মরীচি রত্ন হইয়াছেন। মরীচি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না; তিনি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিলে আমার মন যেন স্বর্গে অবস্থিতি করিতে থাকে; তিনি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিলে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য তৃষিত থাকে; কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া যেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? বাস্তবিক মরীচির উন্নতির মূলেই তুমি, তোমার নিকটে শিক্ষা না পাইলে কখনও মরীচি মরুভূমে কুসুমসদৃশ শোভা পাইত না; কিন্তু এমনি ধর্ম্মের ভোগ, তুমি পরম শুদ্ধাচারী, পবিত্র প্রেমের আস্পদকেও সংসারের প্রলোভন জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, প্রলোভনেই তোমার পরীক্ষা হইবে; তুমি প্রলোভন্ বুঝিলে যদি, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে কেন? আত্মজয়ী হইতে পারিলে না কেন? তোমাকে উপদেশ দিতে আমি ক্রুটি করি নাই। কিন্তু বুঝিলাম, সকলই বৃথা হইল। তোমাকে আর বলিলে কি হইবে? তুমি জীবনের উদ্দেশ্য আজও বুঝিতে পার নাই। তুমি মন্ত্র গ্রহণেই অনধিকারী হইয়াছ; বৎস, তোমাকে আর কিছুই বলিতে অভিলাষ নাই।"

গুণরাম স্বামীর নয়ন হইতে বারিধারা পড়িতে লাগিল; হরিনারায়ণ তাঁহার পদ চুম্বন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গুণরাম স্বামী আবার বলিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য এক্ষণ তুমিই ঠিক করিবে, মরীচি আমার নিকট দুই দিবস আসিয়াছিলেন; প্রথম দিবস তিনি তোমার সকল পূর্ব্ব বিবরণ শুনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিবসে তোমাকে এই পত্রখানি দিয়াছিলেন। আর এক দিন লোকদ্বারা এই পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। বৎস, স্থানান্তরে যাইয়া এ সকল পাঠ কর, তার পর আবার আমার নিকটে আসিও। তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা এই সময়ের মধ্যে ঠিক করিও।"

হরিনারায়ণ স্বামীজীর হস্ত হইতে পত্র দুইখানি লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া পাঠ করিলেন।

প্রথম পত্র।

পণ্ডিত মহাশয়!

যে দিবস আপনার পত্র পাইয়াছিলাম, সে দিন আমার কি ভাবে গত হইয়াছিল, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি না। যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি সেই দিবসই আপনার গুরুদেবের আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম; সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি কেবল দুই চারি দিন মাত্র তথন পর্ব্বতে উঠিয়াছেন; আমার নিকট আপনার সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, আমি তাঁহার হৃদয়ে অনেক আঘাত করিলাম, তিনি আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন।

আপনার কথা বলিয়া তাঁহাকে ত অত্যন্ত কাতর করিলাম, তার পর তাঁহার নিকট আপনার পূর্ব্ব বিবরণ জানিবার জন্য আমার বাসনা বলবতী হইল, আমি সেই জন্যই তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম, কারণ আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার কৌতূহল শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। আপনার গুরুদেব সকলি বলিতে স্বীকৃত হইলেন; তিনি আপনার পূর্ব্ব জীবনের কোন কথাই আমার নিকট গোপন করিলেন না। আমি যেমন তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিলাম, তিনিও তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া লইলেন, তিনি আমার হৃদয়ে বিষদ্বারা দংশন করিলেন। এক্ষণে আপনার জীবনের সকলি জানিয়াছি, জানিয়া বিশেষ জ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছি। বিশেষ যাতনায় অস্থির হইয়া, তিন দিবস পরে মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম, সেখানে আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। শুনিলাম, ইংরাজের সৈন্য বাবার বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিতেছে; আরও শুনিলাম মন্দিরবাসিনী সকল কুমারীগণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, আমি তথন থাকিতে পারিলাম না, আমিও গেলাম; ঈশ্বর ইচ্ছায় যুদ্ধে আমরা জয়ী হইলাম; বাবা পূর্ব্বেই সকলকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইংরাজেরা আসিয়াই ভয়ানক বিপদে পড়িল; সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, অথচ সকলেই অজ্ঞাত তীর দংশনে অস্থির, এই প্রকার কিছু কাল সহ্য করিয়া তাহারা পলায়ন করিল, আমরা পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইলাম; যা'ক,

সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই; আমরা প্রতিশোধ তুলিয়াছি; আমরা অপমান সহ্য করিতে পারি না। যদি সে দিন যুদ্ধে মৃত্যু হইত; তবে আর আজ মরীচি আপনার নিকটে পত্র লিখিত না; মরীচি তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত।

যুদ্ধের পর দিন আপনার নিকট পত্র লিখিতে বসিলাম, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিলাম না, চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তার পর দিন লিখিতে বসিলাম, সে দিনও লিখিতে পারিলাম না; এ পোড়া নয়ন যদি অন্ধ হইয়া যাইত, তাহা হইলে কোন দুঃখ ছিল না, তাহা হইলে আর আপনাকে দেখি না বলিয়া এ পোড়া নয়ন জল ফেলিত না। তার পর দিন একটু লিখিলাম, তার পর দিন আবার একটু, এই প্রকার প্রায় ১০ দিনে এই পত্র খান শেষ করিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়! আমার যত্নের ধন তুচ্ছ করিবেন না, পড়িয়া দেখিবেন।

আমি আপনার পত্র পাইয়া বাবার নিকট আমার মনের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন,—'তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যাও, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, আমার কোন আপত্তি নাই।' এ কথা কেন লিখিতেছি? আপনি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী বলিয়াছিলেন, তাই বুঝাইয়া দিলাম, আমি বাবার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া গুরুদেবের আশ্রমে যাই নাই।

আপনার পত্র পড়িয়াছি,—অনেক বার পড়িয়াছি, আপনার পূর্ব্ব জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছি। আপনি যাহা প্রাণান্তেও আমার নিকট বলিতেন না, আমি সে সকলি আজ জানি, আজ আর আমার নিকট কিছুই গোপন করিতে পারিবেন না; আমি আজ পবিত্র কুসুমে কীটের আধিপত্য দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তবুও কুসুমকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; আপনাকে হৃদয়ে একবার স্থান দিয়াছি ত আর আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না; এ নয়নদ্বয় জল ফেলিতে ফেলিতে অন্ধ হয়, হউক, তবুও এ জল পড়া নিবারণ করিব না; আপনাকে কখনই ভুলিব না।

আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না; আমি ত আপনার নিকট কিছুই চাই না; কেবল আপনাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম; কেন অকারণ আমার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন।

আপনার সুরবালা আর আমি এক নহি। সুরবালা পতিপরায়ণা সতী, সীতা ও সাবিত্রীর তুল্যা, আমি বীর দুহিতা, নীরস জীবন ধারণ করিতেছি; আমি কাহাকেও ভালবাসিতে শিখি নাই; বনের ফুল বনে ফুটিয়া রহিয়াছি; তবে আপনাকে দেখিলে সুখী হই, কেন হই? তাহা কি আমি বলিতে পারি? এ হৃদয় যে জানে, সেই বলিতে পারে। আপনি আমার বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিলেন কেন?

আপনি ধার্ম্মিক, আপনার সঞ্চিত ধন অনেক, তাই আপনি সতর্ক হইলেন, আমার সঞ্চিত ধন কিছুই নাই, আমি আর সতর্ক হইব কেন? যাঁহার জীবন থাকে, জীবনে সুখের বস্তু থাকে, তাঁহারই গরলের ভয়; আমার কি? আমি জীবন শূন্য, ভালবাসা শূন্য, সুখ শূন্য, আমি কার ভয়ে সতর্ক হইব? আমি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি না।

আপনি ত চলিলেন; আমি ত রহিলাম, কিন্তু নিশ্চয় আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিব না।

আপনার স্নেহের মরীচি।

দ্বিতীয় পত্র।

পণ্ডিত মহাশয়!

এই পত্র আপনি কখন পাইবেন, জানি না, পূর্ব্ব পত্র পাইয়াছেন কি না তাহাও জানি না; আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, বাবাকে ইংরাজেরা রাজার সহিত চক্রান্ত করিয়া ধরিয়াছে; আর ১৫ দিন পরে বাবার বিচার হইবে; আপনি যদি এই ১৫ দিনের মধ্যে পত্র পান, তবে অবশ্য আমার সহিত ঐ দিবস সাক্ষাৎ করিবেন। আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত—আজ আর কিছুই লিখিতে পারিলাম না, অনুগ্রহ করিয়া একবার আসিবেন।

আপনার স্নেহের মরীচি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রিপুদমনের উপায়।

পত্র পাঠান্তর, সন্ন্যাসী ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে রহিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিলেন, মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইল; অথচ রিপুদিগকে আয়ত্বাধীন না করিতে পারিলে আর যাইতে অভিলাষ নাই; এ সকল বিষয় বিশেষ করিয়া চিন্তা করিলেন। হিসাব করিয়া দেখিলেন, মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করিবার আরো আট দিন বাকী আছে; তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মৃদু পদসঞ্চারে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মরীচির পত্রের মর্ম্ম গুরুদেবের নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি সন্ন্যাসীকে বলিলেন, মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার একান্ত প্রয়োজনীয়।

সন্ন্যাসী। দেখা করা উচিত তা জানি, কিন্তু আমার রিপু সকলকে দমন করিতে না পারিলে আর যাইতে পারি না। আপনি রিপুদমনের উপায় কি বলুন; আমার আর সহ্য হয় না।

গুরুদেব। রিপু দমনের উপায়? বৎস, কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া কে আত্ম সংযমে সমর্থ হইবেন, তাহা মানবের নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। অনেক সাধককে দেখিয়াছি, তাঁহারা কঠোর শাসন দণ্ড হাতে লইয়া রিপুদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন; যখন যে রিপুকে প্রবল দেখেন, তখন তাহার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলেন; এক দিকে দেখিতে গেলে, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য তৃষিত বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু দুর্দ্দান্ত মনকে দমন করিতে না পারিলে, কখনই ধর্ম্ম সাধন হয় না; কারণ যন্ত্র বিনষ্ট হইলেও, কল চালাইবার শক্তি অন্তরে অন্তরে প্রবল বেগে ক্রীড়া করিতে থাকে; এই প্রকারে মানবকে অত্যন্ত অসার করিয়া ফেলে। আর এক প্রকার সাধক দৃষ্ট হয়, তাঁহারা সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎসংসর্গ এবং সৎকার্য্যে অনবরত রত থাকেন; রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য অবসর রাখেন না; ইঁহাদিগের উপায় অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল; কারণ মনের বেগ, এ সকল কার্য্য তৎপরতায় নির্ব্বাণ হয় না। আর এক প্রকার সাধক প্রয়োজনে

সহিত যুদ্ধ করেন; তাঁহাদিগের মনের বল প্রযুক্ত, তাঁহারা যখন অনুভব করিতে পারেন যে, প্রলোভন আকর্ষণ করিতেছে, তখনই তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। যখন সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা আর না থাকে, তখন প্রলোভনকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করেন; ইহাঁদিগের উপায় নিতান্ত মন্দ নহে, কিন্তু বিঘ্ন অনেক; কারণ যদি কখনও বিবেক পরাস্ত হইয়া যায়, যদি কখনও দুর্বৃত্ত রিপুগণ প্রবলতর বেগে বহমান হইয়া বিবেককে অতিক্রম করিতে পারে, তখন আর কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? নিমেষ মধ্যে প্রলোভনে তাঁহার জীবন কলঙ্কিত হইয়া যাইতে পারে।

আমার উপায় স্বতন্ত্র; আমি এই সকল প্রণালীর কোনটীই অবলম্বন করি না। আমি জানি, প্রজ্বলিত দাবানল উদ্দীপন করিতে না পারিলে, কখনও অসংখ্য অসংখ্য বন্যহিংস্র পশুদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই; আমি জানি প্রত্যেক রিপুর সহিত যুদ্ধ করিয়া মানব কখনও জয়ী হইতে পারেন না, যদি তাঁহার হৃদয়ে কোন অলৌকিক মহাবল গোপনে সঞ্চিত না হয়। আমি জানি, এ সংসারের প্রত্যেক বিভাগে, জীবনের প্রত্যেক অধ্যায়ে, ঘটনার প্রত্যেক পংক্তিতে পাপের কীট অলক্ষিত ভাবে বাস করে, এ সকলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় তাঁহারই আছে, যাঁহার মনে দেবভাব আছে। পশুভাব পরিহার পূর্ব্বক মানব যখন দেবভাব লাভে সমর্থ হন, তখন সংসারের সকল প্রকার গরল তাহার নিকট গরল বলিয়া বোধ হয়। আমরা গরলকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ না করিলে ত কখনই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। বৎস, আমার জীবনের কাহিনী শুন, আমি যখন অল্পবয়স্কের বালক ছিলাম, যখন আমার যৌবন আমার প্রতি ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন আমি অনেকবার প্রতারিত হইয়াছি, অনেক সময়ে অমৃতকে গরল বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, অনেক সময়ে গরলকে অমৃত বলিয়া চুম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি; মন তখন চঞ্চল ছিল, বিবেক তখন চঞ্চল ছিল, সকল সময়ে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম না। তার পর সাধনায় রত হইলাম; একেবারে আসক্তির হাত এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, মনে ভাবিলাম, আসক্তি না থাকিলে, গরলেও আমার মন আকৃষ্ট হইবে না, অমৃতগ্রহণেও আমার বাঞ্ছা হইবে না; সংসারে যাহা আছে তাহাই থাকুক, সংসারের সুখ সংসারের, সংসারের দুঃখ সংসারের,

সংসারের সৌন্দর্য্য সংসারের, সংসারের প্রলোভন সংসারের, আমি যদি আকৃষ্ট না হই, তবে কে আমাকে আকর্ষণ করিবে? এই সকল মনে মনে ঠিক করিয়া আমি ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; সময়ে সে বল পাইলাম। বৎস, নৈরাশ হও কেন? সরল মনে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে; সরল বিশ্বাসী হও, ঈশ্বর অবশ্যই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এখন আমার নিকট সংসারের কোন পদার্থই প্রলোভন যুক্ত বোধ হয় না; সংসারের কোন বস্তুই আমাকে আকর্ষণ করিতে পারে না! সংসারের প্রলোভন এখন আর প্রলোভন বলিয়া বোধ হয় না; এ সকল, বৎস, ঈশ্বরের করুণা, মানব আপন বলে কখনও এ সংসারে আপনাকে অটল রাখিতে সমর্থ হয় না; বিশেষ সাধনা ব্যতীত কখনও কেহ এ সংসারে আপনাকে জয়ী করিতে পারে না। কেবল প্রার্থনাই আমাদিগের সম্বল, কেবল আত্মসমর্পণই আমাদিগের একমাত্র উপায়। আমাদের সর্ব্বস্ব সেই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ছার সংসারের জন্য কি রাখিব? আমরা অপরিপক্ক মানব, অপরিপক্ক অবস্থায় সংসারের কি উপকার করিতে পারি? কেবল আপনাদিগকে পাপ সলিলে ডুবাইয়া ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া যাই। অপরিপক্ক অবস্থায় সংসারের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, কারণ আপনাকে কে অটল রাখিবে? তবে যখন ঈশ্বরই সকল অধিকার করিয়া ফেলেন, তবে যখন জীবনের সকল অধ্যায় ঈশ্বরের ভাবে পরিপূর্ণ হয়, তখন মানব সংসারে যাইয়া উপকার করিতে পারে। পরীক্ষায় জয়ী হইয়া সাধনায় রত হইতে হয়; সাধনায় কৃতকার্য্য হইলে তবে মানবের দ্বারা সংসারের উপকার সাধিত হইতে পারে। বৎস হরিনারায়ণ! এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বিশেষ রূপ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখ।

সন্ন্যাসী অবিচলিত ভাবে গুরুদেবের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তার পর বলিলেন,—আমি আপনার সংসর্গ ছাড়িয়া আর যাইব না, আমি আপনার নিকটে থাকিলে নিশ্চয় আত্মজয়ী হইব।

গুরুদেব বলিলেন,—বৎস, আমার সহিত চল, তোমাকে একটী দৃশ্য দেখাইব। এই বলিয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া গুরুদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গের চিত্র।

দুই দিবস পরে গুরুদেব সন্ন্যাসীকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন। আর দুই দিবস পরে একটী মূর্ত্তি আনিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, সে মূর্ত্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

কি অপরূপ দৃশ্য! সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, যাহা আর কখনও জীবনে দেখিতে সক্ষম হন নাই, যে চিত্রের সৌন্দর্য্য একদিন তাচ্ছিল্য পূর্ব্বক পদদলিত করিয়াছিলেন, আজ সেই মূর্ত্তি কত শোভার ভাণ্ডার; আজ কত সুখের আধার! সন্ন্যাসী দেখিয়া চিনিতে পারিলেন তাঁহার দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল, মস্তক লজ্জায় নত হইয়া আসিল; মনে কত প্রকার লীলা তরঙ্গ আন্দোলিত হইতে লাগিল; সে মূর্ত্তি কাহার? একটী সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি, যাহা দেখিয়া গুরুদেব এক দিন মোহিত হইয়াছিলেন; সন্ন্যাসিনীর মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব, প্রকৃত স্বামিগত হৃদয়ের মনোহর চিত্র, দেখিলেও কত ভাব মনে উদয় হয়। কি অপরূপ দৃশ্য!

গুরুদেব বলিলেন, বৎস, রত্নকে অবহেলা করিও না; তোমাপেক্ষা রমণীর হৃদয়ে কত অমূল্য পদার্থ নিহিত রহিয়াছে, বৎস, ইঁহাকে তুচ্ছ করিও না। এই বলিয়া গুরুদেব সন্ন্যাসিনীর জীবনের সকল কথা বলিলেন। তার পর সন্ন্যাসিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবি! আপনার জীবন অত্যন্ত উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘৃণিত জীবনকে সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইলে আপনার কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, আপনি আপনার হৃদয়ের ধনকে গ্রহণ করুন; আমি অনেক চেষ্টার পর আপনার আদরের ধনকে এই প্রকার রূপান্তরিত করিয়া আনিয়াছি, ইহা আপনার আদরের কি অনাদরের, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই, তবে এই মাত্র বলি, আপনার ইচ্ছা হইলে ইহাকে গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসিনী আহ্লাদ সহকারে বিনীতভাবে হস্ত প্রসারণ করিয়া

সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিলেন; হস্ত স্পর্শে সন্ন্যাসীর জীবনে যেন এক নূতন ভাব উপস্থিত হইল; তারপর বলিলেন, "স্বামিন্! যাঁহার কৃপায় আবার আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাকে বিশেষরূপে চিন্তা কর, তাঁহাকে ভুলিলে আমাদের কষ্ট, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই আমাদের সুখ। আমরা যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, আমাদিগের আর সুখ ও শান্তির বস্তু নাই, সংসারের কোন অসার চিন্তাই আমাদিগের মনকে তুষ্ট করিতে পারে না; চিন্তা কর দিন রাত্রি সেই হৃদয়ের ধনকে, যিনি চিরকাল তোমার এবং আমার ভালবাসাকে অভিন্ন করিয়া রাখিবেন; তুমিও তাঁহাকে ভালবাস, আমিও তাঁহাকে ভালবাসিতে অভ্যাস করি; দুই জনের মন এক জনকে অর্পণ করি, চিরকালের জন্য আমরা অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হই। তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানেও আমার ঈশ্বর তোমার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবেন; আমি যেখানে থাকিব, সেখানেও তোমার ঈশ্বর আমার মনকে আকর্ষণ করিবেন, এমন সম্বন্ধ আর কোথায় পাইব? স্বামিন্! ভুলিও না সেই সখাকে, যিনি জীবনে ও মরণে একমাত্র সুহৃদ, সম্পদ, আশ্রয় এবং অবলম্বন। বিশেষ রূপে ঈশ্বরকে স্মরণ কর যে, আমরা সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও, এক অভিনব অভিন্ন সম্বন্ধে আজ সম্বদ্ধ হইতেছি। তোমার ঈশ্বরই আমার, আমার ঈশ্বরই তোমার; কি মনোহর সম্বন্ধ। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী আস্তে আস্তে স্বামীর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদেব সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিতে শুনিতে ধ্যানে অচেতন হইয়াছিলেন; সন্ন্যাসী নির্ব্বাক হইয়া দেখিলেন, মুখে কথা সরিল না, হস্ত যেন অবশ হইয়া আসিল; সন্ন্যাসিনী স্বামীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী চাহিয়া দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে ঘোর অরণ্যের মধ্যে সন্ন্যাসিনী লুক্কায়িতা হইলেন।

গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি সন্ন্যাসীর নিকট সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চারি পাঁচ দিন তাঁহারা সেই স্থানেই রহিলেন। চারি পাঁচ দিন পর গ্রামে মহা কলরব উঠিল, সন্ন্যাসিনীর সংবাদ না পাইয়া সকলেই অস্থির হইল, গ্রামের লোকেরা অবশেষে গুরুদেবের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল; গুরুদেবের দুরভিসন্ধিতেই সন্ন্যাসিনী গ্রাম-ত্যাগিনী হইলেন, একথা যখন গ্রামে রাষ্ট্র হইল, তখন সকলেই গুরুদেবের জীবন সংহারের চেষ্টায় রত হইল; তিনি পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া

সন্যাসীকে লইয়া গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথের মধ্যে কোন লোকের নিকট এই পত্রখানি পাইয়াছিলেন; শিরোনামায় তাঁহার স্বীয় নাম ছিল।

"দেব। আমরা মানব, আপনি দেবতা, আপনাকে আমি যখন বসন্তপুরে দেখিয়াছিলাম, তখনি দেবতা বলিয়া জানিতাম; এখন ত সেই বিশ্বাস আরো শতগুণে বদ্ধমূল হইয়াছে। আপনি দেবভাবে পরিশোভিত, আমরা নরকের কীট, আপনার দান গ্রহণে আমি অসমর্থা হইলাম; আমি দেবতার দান পবিত্র রাখিতে পারিব, এ বিশ্বাস আমার আজও হয় নাই। আর আমি রত্ন দিয়া কি করিব? দীন দুঃখিনীর ভাণ্ডার, রত্নে অবলার প্রয়োজন কি? আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সুরবালা যেন চিরকাল দরিদ্রা থাকে; আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার সংসারের ঐশ্বর্য্যহীনা সন্ন্যাসিনী যেন চিরকাল ঈশ্বর সহবাসে সুখ পায়। দীনার রত্নের প্রয়োজন কি?

দেব! আমি চিরকালের তরে এ গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম, কারণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, আপনার অনুরোধ প্রতিপালনে আমার ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক; আপনার অনুরোধ পালন করিতে যাইয়া সংসারের গরল পান করিতে আর অভিলাষ নাই! সংসারের মান, সংসারের সম্ভ্রম, সংসারের বিদ্যা, সংসারের বুদ্ধি, সংসারের সুখ ও শান্তি এ কিছুতেই আমার মন আর ধাবিত হয় না; এ সকল নিয়া, আমি জ্ঞানহীনা, কি করিব? যে অবলম্বন পাইয়াছি, ইহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা যে দিন হইবে, সেই দিনেই আমি মরিব। আপনার অনুরোধ পালন আমার মৃত্যুর কারণ, ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আমি সকল প্রকার পরিচয়ের স্থান পরিত্যাগ করিলাম; এজন্মে, শত সহস্র চেষ্টা করিলেও আর আমার দেখা পাইবেন না; বৃথা আমাকে অন্বেষণ করিয়া আর সময় নষ্ট করিবেন না।

আপনি আমার স্বামীকে যে অপরূপ শোভায় শোভিত করিয়াছেন, তজ্জন্য অনন্তকাল ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আপনারা সুখে ও শান্তিতে থাকুন; ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।"

আপনার পালিতা

পূর্ব্বের সুরবালা সন্ন্যাসিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমরধামাভিমুখে।

পাঠক, আজ চল, তোমাদের চক্ষের জল ও আমাদের চক্ষের জল এক সঙ্গে ফেলিব। যশলালের জীবনের সুখের অংশ হাসিতে হাসিতে লিখিয়াছি, তোমরাও প্রসন্ন চিত্তে ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়াছ। যশলালের জীবনই স্বাধীনতা. সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াই যশলাল এক প্রকার মৃত হইয়াছেন। কৃতঘ্ন সিকিম রাজা ইংরাজরাজের মায়ামন্ত্র চক্রান্তে ভুলিয়া আজ এই মৃত জীবের মৃত্যু সংঘটন ক্রিয়া দেখিতে উল্লসিত হইয়াছেন, এ চিত্র লিখিতে, এ কলঙ্ক ভারতভূমে রটাইতে কাহার সাধ ছিল? গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে আমাদিগের সহায় হইয়া এক প্রকার আমাদিগের লেখনীর সম্মান রাখিয়াছিলেন। ঐ আইনের ভয় না থাকিলে, এতদিন এ কলঙ্ক দেশময় ব্যাপ্ত হইত। অবশেষে কিছুতেই এ কলঙ্ক রেখা বিধৌত হইল না;—যশলালের আত্মার সহিত সিকিমের সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়াছে;—রাজার কলঙ্ক-কাহিনী ঘরে ঘরে শ্রুত হইতেছে। আমরা দেখিতেছি—অবশেষে অনিচ্ছা স্বত্বেও এ কাহিনী আমাদের লেখনী হইতে নির্গত হইতে চলিল। তাতে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদের পোড়া লেখনী হইতে যখন যশলালের মৃত্যুসংবাদই ঘোষিত হইতে পারিয়াছে, যখন কৃতঘ্ন রাজার কলঙ্ক রটাইতে দুঃখ বা ক্ষোভ কি? তবে পাঠক, ধীরে ধীরে চল, যশলালের বধ্যভূমিতে যাই। চক্ষের জল সম্বরণ কর, আমরাও করি। যে চক্ষের জল ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল ফেলিতে হইবে, সে জল ক্ষণকালের জন্য সম্বরণ কর। চক্ষের জলই আমাদের সম্বল,—আর কি আছে? আমাদের বীরত্ব চক্ষের জল, আমাদের সহানুভূতি ঐ চক্ষের জল, আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র ঐ চক্ষের জল। বিধাতা আমাদিগকে ঐ একটী মাত্র সম্বল দিয়াছেন—তাহা আজন্ম ফেলিব। আমরা কাঁদিতে আসিয়াছি, কাঁদিয়া যাইব। তবে আজ কেন ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বলিতেছি? যশলাল আমাদিগকে কাপুরুষ বলিবে। এশু-

লালকে রক্ষা করিতে যে জাতির ক্ষমতা নাই,—সে জাতির মৃত্যু সময়ে ক্রন্দন বিড়ম্বনা। আমরাও কাঁদিব, তোমরাও কাঁদিবে,—কিন্তু ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, যশলালের পুণ্যাত্মা এই পাপ লোক অগ্রে পরিত্যাগ করুক।

এইত যশলালের বধ্য ভূমি। অদ্য সকালে বিচারকেরা দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন যে ১০ ঘণ্টার মধ্যে যশলালের জীবন প্রদীপ নির্ব্বান করিতে হইবে। বিচারের পূর্ব্বেই সকল প্রস্তুত ছিল,—বিচারের পরেই সকলে বধ্যস্থানে সমবেত হইয়াছেন। একধারে ইংরাজ প্রতিনিধি অশ্বে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার পশ্চাতে ইংরাজ সৈন্যগণ সারি সারি সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অপর ধারে সিকিম রাজা তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া রহিয়াছেন। একদিকে সিকিমের অধিবাসী দর্শকগণ মলিন বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; অপর দিকে যশলালের কতকগুলি প্রিয় সৈন্য দাঁড়াইয়া আছেন; তাহারা অস্ত্রশূন্য, কারণ সিকিম রাজা তাহাদিগকে রাজ বিদ্রোহী বলিয়া সকল কাঁড়িয়া লইয়াছেন। উপত্যকা আজ মলিন,—অপরাহ্ন হইয়াছে, সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে বিষাদের চিত্র দ্বারা উপত্যকাকে মলিন করিয়া দিলেন;—বিহঙ্গমকুল নীরব—সকল নীরব। এমন সময়ে প্রহরীগণ যশলালকে বধ্যভূমিতে আনয়ন করিল। যশলালের গম্ভীর মূর্ত্তি,—বিস্ফারিত লোচনে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। প্রহরীগণ একটু একটু দূরে রহিয়াছে—কারণ যশলাল যেন বলিয়া দিয়াছেন—'আমাকে স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই—আমি কাপুরুষ নহি—মৃত্যুর জন্য আমি ভীত নহি।' পশ্চাতে পশ্চাতে ঐ যে একটী রমণী আসিতেছে, পাঠক, ও কে জান? বীরদুহিতা মরীচি! আজ মরীচি উন্মত্তা—এলায়িত রুক্ষ কেশা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন। যশলাল এতক্ষণ তনয়ার পানে অনিমেষ নয়নে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন,—ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে বলিতেছিলেন—মরীচি, বীরকুলের অবমাননা করিও না,—চক্ষের জল ফেলিও না। মরীচির মূর্ত্তি আজ গম্ভীর, বালিকা মরীচির বালিকাত্ব আজ সময় বুঝিয়া যেন অবসর লইয়াছে। মরীচি পশ্চাতে পশ্চাতে পিতার সহিত বধ্যভূমিতে অগ্রসর হইলেন, কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। দাবানল যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন কে তাহাকে নিবারণ করিতে অগ্রসর হয়? বধ্য ভূমিতে নাত হইতে না হইতে ইংরাজ সৈন্যগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল, একদিকে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। যশলাল এতক্ষণ যেন সংজ্ঞা শূন্য

হইয়া তনয়ার পানে চাহিয়া ছিলেন। মরীচি বলিয়া উঠিল—বাবা—বাবা! যশলালের অমনি চেতনা হইল, চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন, সকল প্রস্তুত হইয়াছে। একদিকে একজন লোক যশলালের নিকটে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া যশলাল অমনি বধ্য কাষ্ঠে পদ নিক্ষেপ করিলেন;—তাঁহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

"যদি কেহ আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন,—আমি অগ্রসর হইয়া কোথায় যাইতেছি? আমি বলিব আমি সেই রাজ্যে যাইতেছি, যে রাজ্যে ন্যায়ের প্রতি অন্যায়ের আধিপত্য নাই,—সুখে কলঙ্ক নাই,—ভালবাসায় বিশ্বাসঘাতকতা নাই;—বীরত্বে কাপুরুষতা নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি বধ্যভূমিতে কেন নীত হইয়াছি,—স্বাধীনভাবে সমর ক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ না করিয়া কেন আজ এই ভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছি? এ প্রশ্নের উত্তর এক,—কৃতঘ্ন সিকিম রাজার বিশ্বাসঘাতকতায়। আমি রাজবিদ্রোহী বলিয়া আমাকে ঘোষণা করা হইয়াছে! আমার স্বদেশী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন আমি কি জন্য রাজবিদ্রোহী। স্বাধীনতা ভিন্ন মনুষ্যের আর আদরের কি বস্তু আছে। হায়, সেই দেববাঞ্ছিত স্বাধীনতা সিকিমকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে! সিকিম রাজ এক্ষণে ইংরাজের গোলাম। কৃতঘ্ন রাজা টাকার মায়ায় ভুলিয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে উদ্যত যখন বুঝিলাম, তখন রাজার মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্যের একমাত্র পথ দেখিলাম। দেশের রাজা আজ আছে ত কাল নাই, জল বুদ্বুদের ন্যায় পৃথিবীতে রাজ উত্থান ও রাজ পতন। ক্ষণস্থায়ী রাজার মুখ চাহিয়া কি স্বদেশের মায়া, প্রিয় জন্মভূমির মুখচ্ছবি ভুলিব! জন্মভূমির স্কন্ধে কলঙ্ক আনয়ন আমার প্রাণের অসহ্য। জন্মভূমির স্বাধীনতা আমার পক্ষে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। সেই জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য আমি অবিশ্বাসী রাজার মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলাম। যাঁহারা বলিবেন আমি সেই অবৈধ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছি, তাহাদিগকে আমি বলিব,—স্বদেশের উদ্ধার জন্য জীবন দান অপেক্ষা আমি উৎকৃষ্ট পুরস্কার জানি না। আমি আজ মরিতে আসিয়াছি,—কিন্তু এ সংসারে কে না মরিবে? কোন্ ব্যক্তি সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়া মৃত্যুর হাত ছাড়া হইয়াছেন! আমার মৃত্যুতে আমি যে প্রকার সুখী,—সিকিমের দুর্দ্দশা দেখিতে বাঁচিয়া থাকিয়া তত সুখী হইতাম না। অদ্য আমার প্রাণবায়ু

এই দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নে বহির্গত হইবে, অনন্তকাল এই কথা প্রস্তরের খণ্ডে খণ্ডে খোদিত থাকিবে। সিকিম অধিবাসীর মধ্যে যাহার অন্তরে স্বদেশের দুর্দ্দশার চিত্র কালিমা আনয়ন করিয়াছে,—আমার মৃত্যু তাঁহাকে দ্বিগুণ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কি এমন কোন বীর নাই, যে আমার মৃত্যুর মধ্যে সিকিমের পুনঃ উদ্ধারের বিন্দু নিহিত দেখিতেছে? হায়, সকলি নীরব! স্বদেশবাসী বন্ধুগণ নীরবে তামসা দেখিতে গৃহে ফিরিও না। দেশের দুর্দ্দশার চিত্র এই স্থান হইতে অন্তরে গ্রথিত কর। নী[illegible]বের আর সময় নাই।

এই কথা বলিতে বলিতে যশলালের দুনয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জলধারা পতিত হইতে লাগিল; আবার বলিতে লাগিলেন; "প্রিয়সমভংখী স্বদেশপ্রিয় সৈন্যগণ, আমার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—আর অধিক কাল তোমাদিগের মুখশ্রী দেখিয়া সুখী হইতে পারিব না। এ জন্মের মত তোমাদিগের ভালবাসা, তোমাদিগের মুখশ্রী ভুলিতে চলিলাম;—মৃত্যুর পরে কি হ[illegible] জানি না, নচেৎ তোমাদিগকে অন্তরে গাঁথিয়া লইতাম। আমি [illegible]লাম,—কিন্তু স্বদেশের যে দুর্দ্দশার চিত্র তোমাদের সম্মুখে রাখিয়া যাইতেছি, ইহার বিষয় জীবনে একদিনও ভুলিও না। দিনান্তে যখন বিশ্রাম লাভার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিবে, তখন তোমাদিগের যেন স্মরণ থাকে,—সিকিমের বিশ্রামের সময় আর নাই। বিশ্রামের কথা স্মরণ হইবা মাত্র যেন তোমাদে[illegible] অন্তরে দারুণ শেল বিদ্ধ হয়;—তখন ভাবিও যাহার বক্ষে রক্তশোষক সর্প দংশন করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে,—তাহার কি বিশ্রামের সময় আছে!! আমি এ জন্মের তরে চলিলাম, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার জন্য,—আমার স্মরণার্থ কি করিবে, এই বিষয় লইয়া কয়েক দিন চিন্তা করিতেছিলে,—আমি বলি,—আমার স্মরণার্থ তোমরা এক্ষণে কিছুই করিও না। এই পরাধীন দেশে আমার স্মরণার্থ কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। তোমাদের অন্তরে আমার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ,—জীবনের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহার একটী অনুরোধ তোমরা পালন করিও। হায়—আমি ঘোরতর অপরাধী,—আমি আবার তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি! আমি কি স্বার্থপর! আমি জীবনে তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই, মৃত্যুসময়েও কিছু পারিলাম না। তোমাদের ভালবাসার বিনিময়ে জীবনে কি দিয়াছি?"

যশলালের চক্ষের জলে আবার বক্ষ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি কাপুরুষ!—বন্ধুবান্ধবের জন্য মৃত্যুসময়ে অস্থির হইতেছি? সৈন্যগণ, আমার জন্য তোমরা কেহই অশ্রু বিসর্জ্জন করিও না। আমি এবার বুঝিতেছি তোমাদের কোমল অঙ্গে আঘাত করিতেছি;—কিন্তু আমার এই শেষ অনুরোধ—যশলাল আর কোন ভিক্ষা চায় না;—এই একটী মাত্র ভিক্ষা, আমার জন্য তোমরা কাঁদিও না,—যত দিন আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে না পারিবে, যত দিন সিকিমের উদ্ধারের জন্য তোমরা জীবন দিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাদের কাঁদিবার অধিকার নাই। আমার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, স্বদেশের জন্য জীবন সমর্পণ কর। তোমাদের নিকট আমার এই মাত্র ভিক্ষা।" যশলালের প্রিয় সৈন্যগণের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইল, সকলে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—আমি আজ হতে দেশের জন্য জীবন দিতে অঙ্গীকার করিতেছি,—আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ চিত্রের প্রতিশোধ না তুলিয়া আর গৃহে ফিরিব না।

এই প্রকার গোলযোগ দেখিয়া ইংরাজ অধিনায়ক বলিলেন,—আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই,—এই কথা বলিতে না বলিতে বধ্যস্থানে লোক অগ্রসর হইল। যশলাল ধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—আর কতক্ষণ থাকিব? ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তবেই আমার শেষ হয়।

সৈন্যগণের পানে তাকাইয়া যশলাল পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"ইহাই তোমাদিগের পক্ষে সম্ভব। তোমাদিগকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আমি মৃত্যুতে জীবন পাইলাম। বন্ধু বান্ধব, তবে আজ বিদায় হই।"

পার্শ্বে মলিনা মরীচি দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—মরীচি, জীবনসর্ব্বস্ব! ফিরিয়া যাও। আজ হইতে তোমার পিতার মুখশ্রী ভুলিয়া যাও। বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যাহাতে বীরকুলের মান বজায় থাকে তাহা করিও। দেশের কথা ভুলিও না। তুমি উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছ, আমার বিশ্বাস আছে, আমার সকল কথারই অর্থ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। আজ জীবনে তোমার পিতাকে হারাইলে, কিন্তু বিশ্বপিতা তোমার মস্তকের উপরে সর্ব্বদা তোমার কল্যাণকামনা করিতেছেন, মনে রাখিও। আমাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ কর;—মাতৃভূমির দুর্দ্দশা স্মরণ কর। আমাকে যে প্রকার ভালবাসিতে, বিশ্বপিতাকে, তোমার জন্মভূমিকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা কর। অনন্তকাল তোমার জন্য,

সুখ ও শান্তি স্বর্গে রহিয়াছে;—মরীচি, সকল স্মরণ করিতে করিতে ফিরিয়া যাও।

মরীচি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—বাবা আমি কোথায় যাইব?

যশলাল বলিলেন,—অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী তোমার বিহার ক্ষেত্র হউক,—প্রত্যেক সিকিমবাসীর গৃহ তোমার আশ্রয় হউক,—প্রত্যেক অধিবাসীর তুমি ভালবাসার পাত্রী হও,—প্রত্যেকে তোমার জীবনে বীরত্ব শিক্ষা করুক! প্রত্যেকের গৃহে যাইয়া প্রত্যেককে স্বদেশের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে যশলালের বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল,—তিনি ইঙ্গিত করিয়া জহ্লাদকে আহ্বান করিলেন। তারপর চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিলেন,—

প্রসন্নময়ী জননি, তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সকল ভুলিব। মা! যশলালকে ক্রোড়ে লও। তোমার পদই আমার একমাত্র ভরসা। আশ্রয়দায়িনি,—তোমার চরণপ্রান্তে আশ্রয় দেও। যশলাল সকল ভুলিয়া অনন্তসুখ ও শান্তির অধিকারী হউক।

ইহার পর কি হইল, তাহা আর আমাদের লিখিতে ইচ্ছা করে না। তারপর মরীচি অন্তরে গরল ধারণ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, সে চিত্র দেখাইতে আর সাধ নাই। সুতরাং ইংরাজ কলঙ্কের এই স্থানেই শেষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুঃখের কাহিনীতে সুখের চিহ্ন।

সন্ন্যাসিনীর পত্র পাঠ করিয়া গুণরাম স্বামী অত্যন্ত বিস্ময়াম্বিত হইলেন, সন্ন্যাসীকে পত্রের ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন এবং সুরবালার জীবনকে শত শত বার প্রশংসা করিলেন, তারপর দ্রুত পদনিক্ষেপে আশ্রমাভিমুখে

চলিলেন। মরীচির সহিত শেষ সাক্ষাতের কেবল মাত্র এক দিন বাকী ছিল, সন্ন্যাসী এবং গুণরাম স্বামী উভয়েই ত্রস্ত হইয়া চলিলেন।

অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আশ্রমে পৌঁছিতে পারিলেন না, গুণরাম স্বামী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং যত্নসহকারে সন্ন্যাসীকে মরীচির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী যে দিন উপত্যকায় পৌঁছিলেন, তাহার পূর্ব্বদিবসই যশলাল সিংহের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছিল; উপত্যকার পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদ্রেক হইল। পূর্ব্বে যেখানে ভুটিয়া লামাগণের মন্দির সংস্থাপিত ছিল, সেখানে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, যশলাল সিংহের আশ্রয় মরুভূমি হইয়া গিয়াছে দেখিলেন; যেখানে পূর্ব্বে সিকিম রাজার সৈন্য প্রহরী থাকিত, সেখানে ইংরাজ প্রহরী দেখিতে পাইলেন; এই সকল দেখিয়া মনে ভাবিলেন, ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এ রাজ্যে তাহাদিগের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে নানা স্থানে মরীচির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতের উপরে এ কি মনোহর চিত্র! একটী যুবতী নববেশ ধারণ করিয়া একটী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন! কিসের চিন্তা? বাঙ্গালী গ্রন্থকারের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই, বাঙ্গালী পাঠকের তাহা হৃদয়ে ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা সংসারের চিত্র দেখিয়া দেখিয়া মনের গতিকে জঘন্য পথে চালাইয়া দিয়াছি, মন এ প্রকার চিত্র দেখিলে বলিয়া উঠে, যৌবনে প্রণয়ের চিন্তা ভিন্ন যুবতীর আর কিসের চিন্তা থাকিতে পারে? আমরা আরো মনে করি, এ প্রকার সৌন্দর্য্য, এ প্রকার সুকোমল প্রস্ফুটিত কুসুম কীট দংশনের উপযুক্ত পদার্থ। অসার মন লইয়া, অপবিত্র হৃদয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে যত্ন করা, কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা আমরা উত্তম রূপে বুঝিয়াছি। আর অপবিত্র ভাব গ্রহণের ইচ্ছার গ্রন্থের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন পাঠকের বিড়ম্বনার একশেষ, তাহার পরিচয় আর আমারা লিখিয়া কি দিব? বাঙ্গালী পাঠকের মন কোন্ পুস্তকের প্রতি দিন দিন আসক্ত হইয়া মনুষ্যত্বহীন হইতে বসিয়াছে, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যিনি গ্রন্থকার হইবেন, তাঁহাকেই অসার প্রণয়ের কর্দ্দমে তাঁহার তুলিকাকে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে, আর যিনি পাঠক হইবেন, তাঁহাকেই প্রণয়ের পৃষ্ঠার কীট হইয়া

তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হইবে!! এ প্রকার দেশের হীনাবস্থা আমরা আর কত দিন নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষকে ভাসাইব, তাহা কে বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে?

ঐ যে যুবতী, গেরুয়া বসনাবৃতা, এলায়িত কেশা হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, বদনের শোভা মলিন, কিন্তু তবুও প্রফুল্লতা শূন্য নহে; নয়ন বাষ্পে পরিপূর্ণ, অথচ জ্যোতিবিহীন নহে; হস্তপদাদি স্থির অথচ নিশ্চল নহে; উহার মনে কত প্রকার চিন্তা ক্রমশঃ উঠিয়া উঠিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে; উহার এ ভাব কেন? আমরা যদি বাঙ্গালী না হইতাম, তাহা হইলে উহার মনের শোভা আমরা চিত্রিত করিতাম, এদেশের পাঠকগণ যদি বাঙ্গালী প্রকৃতির পরিচয় না দিতেন, তবে আহ্লাদ সহকারে তাহা পড়িয়া দেখিতেন। নির্জীব অরণ্যের নির্জীব রসশূন্য কাহিনী লিখিতে যাইয়া আমরা স্বর্গীয় চিত্রের অবমাননা করিতে বাসনা করি না; কারণ সে কলঙ্ক রেখা, আমরা যখন এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব, তখনও অদৃশ্য জগতে আমাদিগের স্বভাবকে ম্লান করিয়া, জগতের নিকট হাস্যাস্পদ করিবে। কে ইচ্ছা করিয়া জীবনে কলঙ্কের বোঝা বৃদ্ধি করিয়া, এ সংসারে কৃতার্থ মনে সময় কাটাইতে পারে?

সন্ন্যাসী মনোহর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, মরীচির বেশ পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহাকে দূর হইতেই চিনিতে পারিলেন, তিনি মৃদু মৃদু পদ সঞ্চারণ করিয়া মরীচির সন্নিকট হইলেন, শরীর অজ্ঞাতসারে রোমাঞ্চিত হইতেছিল।

দূর হইতে পণ্ডিত মহাশয় যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন মরীচি ব্যাকুল মনে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন; তারপর বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কি? বলুন ত আমি এবেশে এখানে আসিয়াছি কেন?

সন্ন্যাসী। তা আমি কি প্রকারে জানিব? কল্য তোমার পিতার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে কি?

মরীচি। সে অনেক কথা, পরে বলিব, আমি আজ যে বেশ ধারণ করিয়াছি, ইহা দেখিয়া কি আপনি সুখী হন নাই?

সন্ন্যাসী। মরীচি, বালিকার স্বভাব তোমার আজও দূর হইল না; যে কথা শুনিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির, অগ্রে সে কথা বল।

মরীচি। আপনি বালিকার স্বভাব কি দেখিলেন?

সন্ন্যাসী। তোমাদের মন্দির, পিতার বাড়ী প্রভৃতি সকলই লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের শ্রী একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, এসকল দেখিলেও কত কষ্ট হয়; তা স্মরণ করিয়া কি তোমার মনে একটুও কষ্ট হয় না?

মরীচি। কষ্ট হইবে কেন? এ সংসারে চিরস্থায়ী কোন্ পদার্থ? আপনিই ত বলিয়াছেন, পৃথিবীর সকলই চঞ্চল; আপনি কি মনে করেন যে আপনার শিক্ষায় আমার কিছুই উপকার হয় নাই; আপনার শিক্ষাতে আমার হৃদয়ে কিছুই আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই?

সন্ন্যাসী। মরীচি! ও সকল কথা এখন রেখে দেও, বল ত সত্য সত্যই কি তোমার মনে কষ্ট হইতেছে না?

মরীচি। কষ্ট হইতেছে কি না, তাহা আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না? কষ্ট হলেই বা আপনি কি প্রকারে জানিবেন?

সন্ন্যাসী। অন্তরে কষ্ট হইলে তাহা অবশ্যই বাহিরে প্রকাশ পায়; তা তোমার বাহিরের আকৃতি দেখিলে ত কিছুই অনুভব করা যায় না। এ অস্বাভাবিক ভাব তুমি কি প্রকারে উপার্জ্জন করিলে?

মরীচি। কি অস্বাভাবিক?

সন্ন্যাসী। তোমার মনে কষ্ট হইতেছে না, ইহাই অস্বাভাবিক।

মরীচি একটু হাসিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! আমরা পর্ব্বতে বাস করি, আমাদের কষ্ট বাহিরের কোন চিহ্নতেই প্রকাশ পায় না, আমার অন্তরে কষ্ট হইয়াছে কিনা, তা সকলি আজ আপনার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিব; চলুন এইক্ষণ আমরা আশ্রয়ে যাই। এই বলিয়া মরীচি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সন্ন্যাসী পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

আশ্রয়ে গমন করিয়া উভয়ে সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। মরীচি সহসা অধোমুখী হইলেন, সহসা তাঁহার সর্ব্ব শরীর মলিন হইয়া গেল; সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—পণ্ডিত মহাশয়! আপনার চরণে আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, আপনার হৃদয়ে আমি অনেক আঘাত করিয়াছি, তাহা আমি সকলি বুঝিতে পারিতেছি। আজ বুঝিতে পারিতেছি,—আপনার হৃদয়ে আঘাত না করিলে আমার হৃদয় আজ অস্থির হইত না! পর্ব্বতবাসিনী রমণী আমরা,—চিরকাল পাষাণ দ্বারা হৃদয় বাঁধিয়া রাখি; ইহাতে কি কোন ঘটনার দুঃখ বা

যন্ত্রণা স্থান পাইতে পারে? কিন্তু আজ দেখিতেছি,—আমার হৃদয় মন অস্থির হইতেছে। কেন হইতেছে? কে জানিবে? আমরা পর্ব্বতঃ পালিতা, আমরা কখনও অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। এই ছুরিকা আমার হাতে নীরবে রহিল, এ শিক্ষা কাহার? আজ অত্যাচারীরা আমার জীবনের সকল কাড়িয়া লইল, অথচ আমার হাত আজ অচল রহিল? পণ্ডিত মহাশয়! ক্ষমা করুন, আপনার শিক্ষার ফল প্রত্যর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করুন; তুচ্ছ করিবেন না। এই নিন,—আপনার সকল পুস্তক আজ বিসর্জ্জন দিব! এই নিন, আজ আপনার সকল উপদেশ এ হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব। কেন এ সকল আর হৃদয়ে পোষণ করিব? আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি,—কেননা অযথা আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া হৃদয়ত্ব হারাইয়াছি। আপনার উপদেশ বাক্য অযথা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি। আজ আর কিছুই রাখিব না, আজ সকল প্রত্যর্পণ করিব।" মরীচির নয়ন হইতে জল স্রোতের ন্যায় পড়িতে লাগিল। ক্ষণ কাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—সকল আজ প্রত্যর্পণ করিব, কিছুই রাখিব না। সকল প্রত্যর্পণ করিয়া কি হৃদয়ে পোষণ করিব? আপনার ঐ সুন্দর মূর্ত্তি? না—তাহা নহে। আপনার ঈশ্বরকে। আর কি? অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধ। আপনি যদি বলেন ধর্ম্ম করিতে গেলে ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে হয়; তাহা আমি পারিব না। এ দুইকে হৃদয়ে পোষণ করিব, দুয়ের সামঞ্জস্য রাখিব; নচেৎ আমি ধর্ম্ম চাই না। পিতার সুন্দর মূর্ত্তি কি ভুলিয়া যাইব? পিতার প্রতি অত্যাচার কি প্রকারে হৃদয় হইতে দূর করিব? তা কখনই পারিবনা। বাবার কথা—উঃ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আপনি বিজ্ঞ, আপনি ধার্ম্মিক; কিন্তু আমি পিতার প্রতি অত্যাচার ভুলিয়া কখনও কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারিব না। অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাকে বিদায় দিন।"

সন্ন্যাসীর হৃদয় অস্থির হইল, বলিলেন, "মরীচি! উন্মত্তার ন্যায় হও কেন? তোমার পিতার প্রতি কি প্রকার অত্যাচার হইয়াছে?"

মরীচি দন্তে দৃঢ়তর রূপে দন্তাঘাত করিয়া বলিলেন,—"দুরাচারী কৃতঘ্ন রাজা—বাবাকে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিয়াছে, কল্য অত্যাচারী ইংরাজ আমার বাবার বিচার শেষ করিয়াছে, কল্য এই গগনভেদী পর্ব্বতের সম্মুখে বাবাকে ফাঁসী দিয়া বধ করিয়াছে; অপরাধ ক্ষমা

কেন, আমি কখনও ইহা সহ্য করিতে পারিব না; আমি নিশ্চয় অত্যা-চারীর বক্ষে এই ছুরিকা বিদ্ধ করিব? আমাকে কে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে?"

সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তার পর বলিলেন,—"মরীচি, হৃদয়ের অমূল্য রত্ন! অস্থির হইও না, ঈশ্বর অবশ্য তোমার হৃদয়ে শান্তি দিবেন; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

মরীচি বলিলেন,—"আমি শান্তি চাই না, পর্ব্বত পালিতা বনবালা, শান্তি লইয়া কি করিব? আমার রক্ত এখনও উষ্ণ আছে, এ শরীরে এখনও রক্ত বহিতেছে। ঈশ্বরের নিকট শান্তির প্রার্থী হইয়া অত্যাচারীকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, তা কখনই হইবে না। পণ্ডিত মহাশয়! আমার হৃদয় ছাড়িয়া দিন, আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করুন। আমার বাবার অত্যাচার ভুলিয়া কখনও আপনার কথানুসারে চলিব না; অপরাধ ক্ষমা করুন।"

সন্ন্যাসী। "জীবন মরীচি! কি করিবে, তুমি ত অসহায়া, কি করিবে একাকিনী তুমি?"

মরীচি। "কি করিব? সে জন্য কে চিন্তা করে? আমি অসহায়া হইলেও আমি আমার নিকট অবিশ্বাসিনী নহি, এই অস্ত্র অবিশ্বাসী নহে। ইহা হাতে থাকিতে কখনও আমি অবিশ্বাসিনী নহি। আমাকে বিদায় দিন; আমার ভালবাসা ছাড়িয়া দিন।"

সন্ন্যাসী। "তোমাকে বিদায় দিয়া আমি কি করিয়া থাকিব? তোমার ভালবাসা বিস্মৃত হইয়া আমি কি প্রকারে বাঁচিব?"

মরীচি। "তা জানি না, তা বলিতে পারি না। ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে অবলম্বন করুন; রমণীর প্রতি মন সমর্পণ করা আপনার বিধেয় নহে; আপনি ধার্ম্মিক, মনুষ্যের প্রতি আপনার ভালবাসা নিবদ্ধ করা উচিত নহে। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে, তারপর ঈশ্বরসেবায় নিযুক্ত হইব। যখন ঈশ্বরসেবায় নিযুক্ত হইব, তখন সংসারের কোন পদার্থে আর মন অর্পণ করিব না। অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি আজ আপনার নিকট বিদায় লইব; আজ আমার ভালবাসাকে ছিন্ন করিব; আমি অপরাধিনী; আজ সকল প্রকার দোষের হাত হইতে রক্ষা পাইব।"

মরীচি নীরব হইলেন, সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ স্থির ভাবে বসিয়া ভাবিলেন, তার পর বলিলেন, "মরীচি! তোমার ছুরিখানা দেও।" মরীচি অন্যমনস্ক

ছিলেন, হাতের অস্ত্র অনায়াসে সন্ন্যাসীকে অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসী অস্ত্র লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। মরীচি বসিয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এ কি ? ভালবাসার পুরস্কার !!

মরীচির নিকট হইতে অস্ত্র লইয়া সন্ন্যাসী সন্নিহিত পর্ব্বত শেখরে গমন করিলেন, সে স্থান নির্জ্জন, লোক সমাগম রহিত; সন্ন্যাসীর হস্তে শাণিত অস্ত্র, একাকী সহসা সন্ন্যাসী কেন এভাবে গমন করিলেন? মরীচি তাহা কিছুই জানিলেন না।

"আজ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিব, কত করিয়াও রং ফলাইতে পারিলাম না, আর কাজ কি? আজ প্রতিমা ডুবাইব। আর কাহার কথা শুনিব? কাহার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আর এ প্রতিমা রাখিব? আমার বিবেক সুচিত্রকর নহে, তাহা ত বুঝিয়াছি; তবে আর কাহার কথা শুনিব? মৃত্তিকার শরীরে মৃত্তিকার দোষে যে রং মন্দ হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপর বিবেক রং ফলাইতে পারিল না; কত চেষ্টা করিলাম, কত দেখিলাম, কত বুঝিলাম, কত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলাম, তবুও পরিষ্কৃত পবিত্র রং এ প্রতিমায় শোভিত হইল না; তবে প্রতিমা ডুবাইয়া দিব না ত কি করিব? গুরুদেব বলিয়াছিলেন, দুর্দ্দমনীয় রিপু সকলে যদি কালিমা রেখা দ্বারা তোমার আত্মাকে মলিন করিয়া ফেলে, তবে বিবেক সুচিত্রকর দ্বারা নীতির উজ্জ্বল রং প্রতিফলিত করিয়া আত্মাকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করিও; আমি ত তা পারিলাম না, আমার বিবেক রং ফলাইতে পারিল না, তবে আর এ কলঙ্কিত মলিন প্রতিমা রাখিয়া ফল কি? নীরব জগৎ সাক্ষী থাক, আজ এ প্রতিমা বিসর্জ্জন দিই।"

সন্ন্যাসীর শরীর সিহরিয়া উঠিল, উত্তেজিত হস্ত স্থির হইয়া রহিল, সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "হস্ত! আজ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিও না, নৌকা ডুবাইয়া দাও। জগতের নিন্দাবাদের প্রতি চাহিয়া কি আরো

পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিবে? জগৎ অন্তরের কি জানে, নৌকায় কি বোঝাই করিয়াছি, তাহা কি জগৎ জানিতে পারিয়াছে? কে জানে, নৌকার গরল কত অসহনীয় হইয়াছে? অনেক সহ্য করিয়াছি,—অনেক প্রতীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। হস্ত! বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিও না, নৌকা ডুবাও, নৌকা ডুবাও। গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—নৌকার বোঝা ভারী হইলে, মাঝীকে ডাকিও, বলিও, তিনি তোমার বোঝা কমাইবেন; আর সহায় নাই; বৎস,—নির্ভর করিতে শিখিও,—তরঙ্গ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া যাইও না, মাঝীকে অবিশ্বাস করিও না, মাঝী অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিবেন। গুরুদেবের কথা কেবল কল্পনায়ই এ যাত্রা রহিয়া গেল; আর বিলম্ব সহ্য হয় না, আর আশা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না; পাপের বোঝা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে চলিল, ইহা দেখিয়াও, কি প্রকারে আর নৌকাকে রাখিব? জগৎ যাহা বলে, বলুক; হস্ত! আজ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিও না, নৌকা ডুবাইয়া দেও।”

সন্ন্যাসী অস্থির হইয়া উন্মত্তের ন্যায় এ দিক ও দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন;—

“যদি দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া এ অরণ্যের হিংস্র জন্তুদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? একটী একটী করিয়া আর কটীকে মারিব? একটী মারিতে গেলে আর একটী উপস্থিত হয়, সেটীকে মারিলে আর একটী নয়ন সমক্ষে পতিত হয়; এ প্রকার করিয়া আর কত কাল যুদ্ধরত থাকিব? যুদ্ধ করিয়াই বা কি করিতে পারিলাম? একদিকে জয়ী হই, অন্যদিকে জন্তুগণ ভয়ানক রবে আমাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়া দেয়; কত দিন, কত মাস, কত বৎসর গেল, কিন্তু শত্রুকুল, হিংস্র জন্তুদিগের হস্ত হইতে এ অরণ্যকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। যদি দাবানল জ্বালিতে পারিতাম, তাহা হইলে সকলই ভস্মসাৎ হইত, কিন্তু তাহা ত পারিলাম না; তাহা ত আমার ক্ষমতায় ঘটিল না। তবে কি করিব? এ অরণ্য পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আর উপায় নাই,—আর হিংস্র জন্তুদিগের আক্রমণ সহ্য হয় না; তবে পলায়ন করি। কিন্তু যাইব কোথা?”

দারুণ যাতনায় সন্ন্যাসীর প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল; আবার,

বলিতে লাগিলেন, "এ রোগগ্রস্ত দেহে আর সার নাই, কয়টীর প্রতিকার করিব ? একটীকে আরোগ্য করিতে যাই, আর একটী রোগ প্রবল হইয়া উঠে, সেটীকে আরোগ্য করিতে না করিতে আর দশটী দেখা যায়। আর ঔষধ যোগাইতে পারি না। গুরুদেবের আদিষ্ট মহা ঔষধ এত অনুসন্ধান করিয়াও পাইলাম না, যাহা একবার উদরসাৎ করিলে সকল রোগের প্রতিকার হইয়া যায়, তাহা পাইলাম না; তবে আর কি করিব ? আর ত রোগ যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না। ধৈর্য্য ধরিতে কি সাধ নাই, কিন্তু পারি কই ?—যাতনায় শরীর অস্থির। এ রোগগ্রস্ত শরীর পরিত্যাগ ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কিন্তু পরিত্যাগ করিয়াই বা যাইব কোথায় ?

"উঃ কি কষ্ট! কে বুঝিবে ? সংসার ছাড়িয়া আসিলাম, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য; কিন্তু সংসার রোগগ্রস্ত দেহ ছাড়িয়া ত দূরে থাকিতে পারিল না; যেখানে যাই, সেখানেই আমাকে আক্রমণ করে। কোথায় যাইব ? উঃ—আর সহ্য হয় না।"

সন্ন্যাসীর চক্ষু নিমীলিত হইল,—"ঈশ্বর! কোথায় যাইব। অপরাধীর আর স্থান নাই; যেখানেই যাই সেখানেই রোগ, যেখানে যাই সেইখানেই হিংস্র জন্তুর আক্রমণ; আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। অন্তর্যামিন্! তুমি ভিন্ন অন্তর ত আর কেহই দেখিতে পায় না,—এ অন্তরে কত কি বাস করিতেছে, তা সকলই তুমি জান। আর সহ্য করিতে পারি না। প্রবঞ্চনা করিয়া ত আর তোমার জ্ঞান নয়নকে আবরিত করিতে পারি না। হৃদয়বিহারিন্! হৃদয়ের সকলই তুমি জান। অপরাধী সন্তান,—শত অপরাধী,—তোমার চরণে, আর নিবেদন করিব কি? মনকে আর কি প্রবোধ দিব ? আর কি আশ্বাস বাক্য দ্বারা ভুলাইব? গুরুদেবের সকল কথাই ত মনে রাখিয়াছি, কিন্তু তথাপিও ত আমার এই দশা ঘটিল। কতদিন, কতবার, কত চেষ্টা করিলাম,—তুমি ত সকলি জানিতেছ; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। লক্ষ্য বিহীন, উদ্দেশ্য বিহীন, জীবন শূন্য,—পাপী, তাপী, নারকী, শত অপরাধী সন্তান আমি, দীনবন্ধু! চাহিয়া দেখ আমার পানে। আজ ত এ নৌকা ডুবাইব। প্রভু! আজ ত এ হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ অরণ্য হইতে পলায়ন করিব। জগদীশ! আজ ত এ রোগগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ করিব। দয়াল, স্থান দেখাও,

কোথায় যাইব? উপায়হীনের উপায়, অন্ধের চক্ষু, পথ দেখাও। সংসারের লোকের নিকট আমি ধার্ম্মিক? আমি প্রবঞ্চক, আমি কপটী,—আমার সকলি ত তুমি জান। কাহার কথায় আর বিশ্বাস করিব? আমাকে ত আমি চিনিয়াছি। প্রভু! আর কার মুখের প্রশংসার পানে তাকাইয়া থাকিব, আমাকে ত আমি চিনিয়াছি। আমার অন্তরে যে গরল পোষণ করিয়াছি, তাহার জ্বালা ত আর সহ্য করিতে পারি না; প্রভু, তুমি কি না জানিতেছ? তবে প্রভু প্রতিমা বিসর্জ্জন দেই। আর ত সহ্য হয় না; আর ত ধৈর্য্য ধরিতে পারি না; আমি ত অপরাধী, আমার পাপের বোঝাও গুরুতর, কিন্তু আর ত বোঝা ভারী করিতে পারি না। তুমি সাক্ষী, এ নৌকা তবে ডুবাই।

"মন! গরল পান করিয়াছ? ঐ দেখ মরীচি তোমাকে কত অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। মরীচির অমৃতকে তুমি গরলে পরিণত করিয়া হলাহল পান করিয়াছ? মরীচির ঐ হাসিকে তুমি কত পরিবর্ত্তিত করিয়াছ; উঃ; কি অসার প্রকৃতি তোমার! গরলকে অমৃতে পরিণত করা দূরে থাকুক, তুমি অমৃতকেও অমৃত জ্ঞান করিতে পারিলে না? তুমি অমৃতকে বিষ করিয়া চুম্বন করিলে? উঃ কি অসার প্রকৃতি তোমার!

"গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—'সংসারে দুইটা চিত্র, একটি অমৃতের, আর একটী গরলের। গরলের চিত্রের প্রলোভন অধিক, গরলের চিত্রের মোহিনী শক্তি অত্যন্ত প্রলুব্ধ; যাঁহারা গরলের চিত্রকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিকট গরল অমৃত বর্ষণ করে; বিষও সুধা হইয়া যায়; এ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া মানবের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও, একেবারে অসাধ্য নহে।' কিন্তু আমি তাহা পারিলাম না, আমি প্রলোভনে জয়ী হইতে পারিলাম না, আমি গরলকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না, আমি নরাধম, আমি অমৃতকেও বিষে পরিণত করিলাম। উঃ প্রাণ যায়,—অমৃতনিকেতন মরীচি—প্রেমের পুত্তলি,—হৃদয়ের ধন,—তুমি আমাকে বুঝিলে না, আমি আজ অমৃত হইতে গরল সৃজন করিয়া পান করিয়াছি,—আমি আর বাঁচিব না; আমাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে? পৃথিবী অন্ধকার হউক, জগৎ ডুবিয়া যা'ক, মরীচি কোথায়? উঃ আমি কি উন্মত্ত হইলাম? আমার হস্ত? এই ত হস্ত। আমার মন? কোথায় মন? মরীচি! ছাড়িয়া দেও, আর ধরিয়া রাখিও না;

আমার মনকে আর ধরি না। পিশাচী মরীচি, এই শাণিত অস্ত্র আমার হাতে রহিয়াছে, দেখছিস্ না? তোকে এখনই সাংঘাতিক আঘাত করিয়া মরিব। মন! পিশাচীর মমতা ছাড়, কুহকিনীর মন্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া এস। উঃ আমি কি উন্মত্ত হয়েছি? যা মুখে আস্‌ছে, তাই বল্‌ছি, ঠিক ত আমি উন্মত্ত হয়েছি। প্রাণ যায়,—যাই।

"এই অস্ত্রখানি কি প্রকার সুন্দর। মরীচি ইহার দ্বারা কত পশুকে ধ্বংস করিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। মরীচির হস্ত কি পবিত্র! আমিও ত হিংস্র পশু, আমিও এই অস্ত্রের উপযুক্ত। ঠিক কথা। তবে আজ কে আমাকে বধ করিবে? এই হস্ত? এ ত মরীচির হস্ত নহে। মরীচির হস্ত বিশ্বাসী; আমার হস্ত কলুষিত, আমার হস্ত কৃতঘ্ন, অবিশ্বাসী! কেন অবিশ্বাসী? মরীচির হস্ত শত্রুবিনাশে কখনও কাতর নহে। আর আমার হস্ত, শত্রুবিনাশে অক্ষম? কেন? আমিই ত আমার শত্রু, আমার রিপুই ত আমার শত্রু, কই ইহাকে কেন বিনাশ করিতে পারিতেছে না? মরীচির হস্ত বিশ্বাসী, আর আমার হস্ত অবিশ্বাসী? কি এই হস্তকে মুহূর্ত মধ্যে পরিচালন করিতে পারিব না?"

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর হস্ত বিদ্যুদ্বৎ অস্ত্র সহিত প্রসারিত হইয়া বিশ্বাসের বিজয়ধ্বজা তুলিল। হস্ত প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া সন্ন্যাসীর বাগ্‌যন্ত্র বিনাশ করিল। বিশ্বাসী হস্ত, নৌকা ডুবাইয়া দিল।

ভারতবর্ষের পরিণাম।

পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত শরীর যখন দুঃখিনী মরীচির নয়ন সমক্ষে পড়িল, তখন মরীচি কি করিলেন? মরীচির নয়নে জল আসিল না, হৃদয়ে বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল না। এ অস্বাভাবিক হৃদয় কি রমণীর জীবনে সম্ভব হয়? মরীচি যদি সন্ন্যাসীর শরীরকে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে ত তাহার

দুঃখের পরিসীমা থাকিত না ; কারণ পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য এখন মস্তিষ্ক হইতে চলিয়াছে। মরীচি যদি পার্থিবের রিপুর দাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আজ পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়া যাইত, কারণ রিপু এখন কোথায় মিলিয়া গিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ ? মরীচি এক দিন পণ্ডিতের কথা শুনিতে ভালবাসিতেন, আজও যদি সেই ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে মরীচি আজ দুঃখসাগরে ভাসিতেন। মরীচির ভালবাসা নীরব প্রেম, যাহা অনন্তকাল মানবের সঙ্গী, যাহা অদৃশ্য, অচিন্ত্য ও অতীন্দ্রিয় দেবকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে মানবকে অধিকারী করে ; যাহা এ সংসারে অতীব আদরের ধন, এবং দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য। মরীচির প্রেম মরীচির ভালবাসা দেখিয়া সংসারী লোক, তোমরা হাসিবে, কত কথা বলিবে, কত অস্বাভাবিক শব্দ করিবে ; তাহা ত জানিই। সংসারের জীব যদি সংসারের চিত্র ভিন্ন আর কিছুই হৃদয়ে ধারণ করিবার অধিকারী না হন, তাহা হইলে সংসারের অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সেবা ও পূজা কেবল কল্পনা, ধর্ম্ম কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর। এ সংসারে যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় নিঃস্বার্থ ভালবাসাও এ সংসারে থাকিবার উপযুক্ত পদার্থ।

মরীচি অবিচলিত ভাবে সন্ন্যাসীর মুখে বারম্বার চুম্বন করিলেন ; নীরব শরীর মরীচির এই দুর্লভ উপহারের কিছুই প্রত্যর্পণ করিল না। মরীচি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, হৃদয়ের মধ্যে কত প্রকার ভাব আন্দোলিত হইতে লাগিল, আন্দোলিত হইয়া আবার নিবিয়া গেল। নিস্তব্ধ পৃথিবী, নিবিড় অরণ্য, গগনভেদী পর্ব্বত আর অনন্ত আকাশ মরীচির ভালবাসার পরিচয় পাইল। যে ভালবাসা বিচ্ছেদে অচল থাকে, উচ্ছ্বাসে স্থির থাকে, এবং বিপদে অবিচলিত থাকে, সে ভালবাসার দৃষ্টান্ত মরীচি আজ দেখাইলেন। প্রতিমা ডুবিয়া গেল, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে সে মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব রহিল ; ভালবাসার অবলম্বন অন্তর্হিত হইল, কিন্তু অদৃশ্য অবয়বরহিত মরীচির আত্মায় সে ভালবাসা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল। চাঁদ অসময়ে লুক্কায়িত হইল, কিন্তু সরসীর বিকশিত পদ্ম আবার পূর্ব্ব কুঁড়িতে পরিণত হইল না। মরীচির হৃদয়ের ভাব, সন্ন্যাসীর সহিত মর্ত্ত্যলোক হইতে অপসৃত হইল না। মরীচি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীকে দেখিলেন, তারপর স্বীয় অস্ত্র গ্রহণ করিয়া গুণরাম স্বামীর আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।